

হেক্টর-বধ,

অথবা

ঈলিয়াস্ নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান-ভাগ।

(গ্রীক হইতে)

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

২

“The Tale of Troy divine.”—Milton.

কলিকাতা

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ইন্টারন্যাশনাল যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭১।

[All rights reserved.]

মান্যবর শ্রীযুক্ত বারু ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মহাশয় সমীপেষু ।

প্রিয়বর—

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমন কি, ৩।৪ মাস স্বকর্মে হস্ত নিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম; সময়াতিপাতার্থে উরুপা* খণ্ডের ভগবান কবিগুরুর জগদ্বিখ্যাত ইলিয়াস নামক কাব্য সদা সর্বদা পাঠ করিতাম। পাঠের সময় মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল, যে এ অপূর্ব কাব্য খানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ডভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃ-ভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তক খানি ৪ চারি বৎসর মুদ্রালয়ে পড়িয়াছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েক খানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৪র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে;) সে টুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্যাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি এবং তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্য পাঠকগণ উপরি উক্ত কারণটি মনে করিয়া পুস্তক খানি গ্রহণ করিলে

*এই শব্দটি ভ্রান্তি বশতঃ একস্থলে 'ইউরোপ' লিখিত হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষায় 'Europe' লেখা যায় না। 'Eu' সদৃশ যুগ্ম স্বর আমাদের নাই। 'EUROPA' উরুপা।

ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোন ক্রটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেননা, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন।* আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিত মাত্র ; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরুপাংখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায় ? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মহাত্মতা ও দেবোপম শক্তি, বোধ হয়, প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘ রূপে

"Hic omnes sine dubio, et in omni generi eloquentiæ, procul à se reliquit."—QUINTILIAN.

See also—

Aristot : de Poetic.—Cap. 21.

এ চন্দ্রিমার বিভাশি স্থানে স্থানে ও সময়ে সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল, যে সুকোমলা মাতৃভাষার প্রতি আমার এত দূর অনুরাগ, যে তাহাকে এ অলঙ্কারখানি না দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে, যে আমি কবিগুরু মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদন করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত এবং স্থানে স্থানে অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুর্লভ ত্রিতে যে আমি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

৬ নং লাউডন্ ট্রাট,
চৌরঙ্গী।
ইং সন ১৮৭১ সাল।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত।

नामावली ।



वाङ्माला ।

लातीन ।

इंग्रजी ।

जुस ।

Jupiter.

Jove.

प्रियाम ।

Priamus.

Priam.

अप्रीदीती ।

Venus.

Venus.

हीरी ।

Juno.

Juno.

आथेनी ।

Minerva.

Minerva.

क्रुषा ।

Chriseis.

Chriseis.

ब्रीषीणा ।

Briseis.

Briseis.

अदिसूस ।

Ulysses.

Ulysses.

फन्दर ।

Paris.

Paris.

इरीषा ।

Iris.

Iris.

लक्विका ।

Laodicea.

Laodicea.

अथ्री ।

Æthra.

Æthra.

क्लिमेनी ।

Clymene.

Clymene.

पण्डरुस ।

Pandarus.

Pandarus.

आरेश ।

Mars.

Mars.

सर्पीदन ।

Sarpedon.

Sarpedon.

पण्डेदन ।

Neptune.

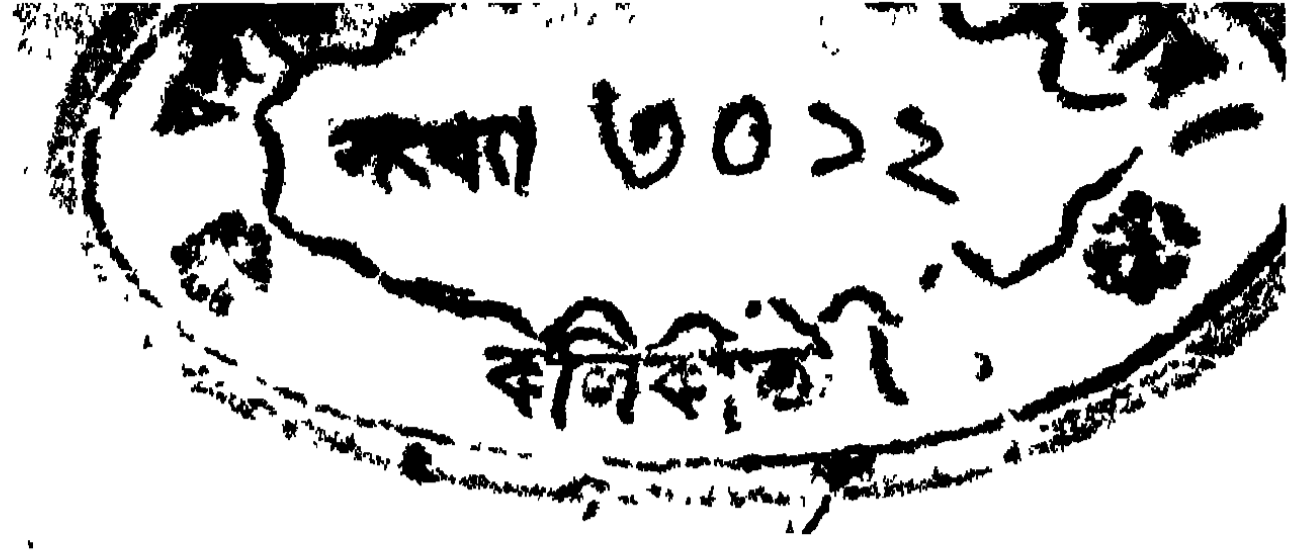
Neptune.

आयस ।

Ajax.

Ajax.





হেক্টর-বধ

অথবা

হোমেরের ঈলিয়াস্‌নামক কাব্যের
উপাখ্যান ভাগ।

মুদ্রিত

উপক্রমণিকা।

(১)

পূর্বকালে হেলাস্‌ অর্থাৎ গ্রীশ দেশীয় লোকের পৌত্ত-
লিক ধর্ম্মে আস্থা ও বহুবিধ দেবদেবীর উপর বিশ্বাস
ছিল। তাঁহাদিগের দেবকুলের ইন্দ্র জ্যুস্‌ লীড়া নাম্নী এক
নরকুলনারীর উপর আসক্ত হওতঃ রাজহংসের রূপ ধারণ
করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিলে, লীড়া দুইটি অণ্ড
প্রসব করেন। একটি অণ্ড হইতে দুইটি সন্তান জন্মে;
অপরটি হইতে হেলেনী নাম্নী একটি পরমসুন্দরী কন্যার
উৎপত্তি হয়। লাকীডীমন্ দেশের রাজা লীড়ার স্বামী এই
তিনটি সন্তানকে দেবের ঔরসজাত জানিয়া অতিপ্রযত্নে
প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যেমন কণ্ঠবির আশ্রমে
আমাদের শকুন্তলা সুন্দরী প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ
হেলেনী লাকীডীমন্ রাজগৃহে দিন২ প্রতিপালিত ও পরি-

বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আমাদিগের শকুন্তলা, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায় প্রতিপালক পিতার আশ্রমে অন্তর্হিতা ছিলেন, কিন্তু হেলেনীর রূপের যশঃসৌরভে হেলাস রাজ্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া উঠিল। অনেকানেক যুবরাজের এ কন্যারত্ন-লাভ-লোভে লাকীডিমন্ রাজনগরে সর্বদা যাতা-য়াতে তথায় এক প্রকার স্বয়ম্বরের আড়ম্বর হইতে লাগিল। স্বয়ম্বরের প্রথা গ্রীশদেশে প্রচলিত ছিল না, থাকিলে বোধ হয়, মহাসমারোহ হইত।

হেলেনী মানিল্যুস্ নামক এক রাজকুমারকে পতিত্ব বরণ করিলে পর, তাহার প্রতিপালয়িতা পিতা অন্যান্য রাজ-পুরুষদিগকে কহিলেন, হে রাজকুমারেয়া! যখন আমার কন্যা স্বেচ্ছায় এই যুবরাজকে মাল্যদান করিল, তখন আপনাদের এ বিষয়ে কোন বিরক্তিভাব প্রকাশ করা উচিত হয় না, বরঞ্চ আপনারা দেবপিতা জ্যুস্কে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করুন, যে যদি কস্মিন্কালে এই নব বর বধুর কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে আপনারা সকলেই তাহাদের পক্ষ হইয়া তাহাদিগকে বিপজ্জ্বাল হইতে পরিত্রাণ করিবেন।

রাজকুমারেয়া রাজ বাক্য শ্রবণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া স্বয়ং দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। মানিল্যুস্ আপন মনোরমা রমণীর সহিত লাকিডীমন্ রাজ্যের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

• (২)

আসিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগের এক ক্ষুদ্র ভাগকে ক্ষুদ্র আ-সিয়া বলে। পূর্বকালে সেই ভাগে ইল্যুম অথবা ট্রয়নামে এক

মহাপ্রসিদ্ধ নগর ছিল। নগরের রাজার নাম প্রিয়াম। রাণীর নাম হেকাবী। রাণী সমস্তাবস্থায় আমাদিগের কুকুল-রাণী গান্ধারীর ন্যায় এই স্বপ্ন দেখিলেন, যে তিনি এমত এক অলাভ প্রসবিলেন, যে তদ্বারা রাজপুরী যেন এককালে ভস্মসাৎ হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাণী স্বপ্ন-বিবরণ স্মরণ করিয়া মহা-বিষাদে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রাণীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সমুদায় নগর মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। যথাকালে রাণীও এক অতীব সুকুমার রাজকুমার প্রসব করিলেন। বিদুর প্রভৃতি কুকুল রাজমন্ত্রীর ন্যায় মহারাজ প্রিয়ামের অমাত্য বন্ধু এই সম্ভানটিকে ভবিষ্যদ্বিপজ্জনক জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেওয়াতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অসদৃশে তাহাই করিলেন। অপত্য-স্নেহ রাজা প্রিয়ামকে স্বরাজ্যের ভাবী হিতার্থে অন্ধ করিতে পারিল না।

সম্ভানটী ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই আরকিলস নামক একজন রাজদাস মহারাজের আদেশে বিপরীত করিল; অর্থাৎ শিশুটির প্রাণদণ্ড না করিয়া তাহাকে রাজপুরীর সন্নিধানস্থ ঈডানাংক এক পর্কতে রাখিয়া আসিল। কোন এক মেঘ-পালক ঐ পরিত্যক্ত সম্ভানটিকে পরম সুন্দর দেখিয়া আপন বন্দ্য্য স্ত্রীর নিকট তাহাকে সমর্পণ করিল। মেঘপালকের স্ত্রী শিশু সম্ভানটিকে পরম যত্নে স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল। আমাদিগের কৃত্তিকা-কুলবল্লভ কার্তিকেয়ের তুল্য রাজপুত্র মেঘপালকের গৃহে দিনে রূপে ও বিবিধ গুণে বাড়িতে লাগিলেন। আমাদের দুঃখপুত্র পুত্র ন্যায় ইনিও অতি অল্প বয়সেই বনচর পশুদিগকে দমন করিতে লাগিলেন।

মৌপালকেরা ইহার বাহুবলে স্বীয় মেষপালকে মাংস-
হারী জন্তুগণ হইতে রক্ষিত দেখিয়া ইহার নাম স্কন্দর অর্থাৎ
রক্ষাকারী রাখিলেন । ঐ ঈডা পর্বত প্রদেশে এনোনী
নাম্নী এক ভুবনমোহিনী সুরকামিনী বসতি করিতেন । সুর-
বালা রাজকুমারের অনুপম রূপ লাভণ্যে বিমোহিতা হইয়া
তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা হইলেন, এবং তাঁহাকে বরণ
করিয়া ঐ পর্বতময় প্রদেশে পরমাঙ্লাদে দিন যামিনী যাপন
করিতে লাগিলেন ।

(৩)

গ্রীষ্মদেশের এক অংশের নাম থেসেলী । সেই রাজ্যের
যুবরাজ পিল্যুসের খেটীস্ নাম্নী সাগরসম্ভবা এক দেবীর
সহিত পরিণয় হয় । খেটীস দেবযোনি, স্মৃতরাং তাঁহার
বিবাহ সমারোহে সকল দেব দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া রাজনিকে-
তনে আবিভূত হইলেন । বিবাদদেবী নাম্নী কলহকারিণী
এক দেবকন্যা আহূত না হওয়াতে মহারোষাবেশে বিবাদ
উপস্থিত করিবার মানসে এক অদ্ভুত কৌশল করেন । অর্থাৎ
একটা স্বর্ণফলে, যে রূপে সর্কোৎকৃষ্ণা, সেই এ ফলের প্রকৃত
অধিকারিণী, এই কয়েকটা কথা লিখিয়া দেবীদের মধ্যস্থলে
নিষ্ক্ষেপ করেন । হীরী জ্যুসের পত্নী অর্থাৎ দেবকুলের ইন্দ্রাণী
শচী, আথেনী, জ্ঞানদেবী অর্থাৎ স্বরস্বতী এবং অপ্ৰো-
দীতী, প্রেমদেবী অর্থাৎ রতি, এই তিন জনের মধ্যে এই
ফলোপলক্ষে বিষম বিবাদ ঘটয়া উঠিলে, তাহার ঈডাপর্বতে
রাজনন্দন স্কন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎ-
সম্মিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাকেই
এ বিষয়ে নির্ণেতা স্থির করিলেন । হীরী কহিলেন, হে যুবক

রাজকুমার ! আমি দেবকুলেশ্বরী, তুমি এই ফল আমাকে
 দিয়া আমার প্রীতিভাজন হইলে আমি তোমাকে অসীম ধন
 ও গৌরব প্রদান করিব । যদ্যপিও তুমি মেঘপালকদলের
 মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ, তত্রাচ আমি ভস্মাবৃত অগ্নির
 ন্যায় তোমাকে প্রোজ্জ্বল ও শতশিখাশালী করিয়া তুলিব ।
 আথেনী কহিলেন, আমি জ্ঞানদেবী । তুমি আমাকে উপা-
 সনায় পরিতুষ্ট করিতে পারিলে বিদ্যা, বুদ্ধি, ও বলে নরকুলে
 শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবে । অপ্ৰোদীতী কহিলেন, আমি
 প্রেমদেবী, আমাকে প্রসন্ন করিলে, আমি নারীকুলের পর-
 মোত্তমা নারীকে তোমার প্রেমাধিনী করিয়া দিব । ষোড়শ-
 মদে উন্নত রাজকুমার স্কন্দর কুম্ভে ঐ ফলটী অপ্ৰোদীতী
 দেবীর হস্তে সমর্পণ করিলে অপর দেবীদ্বয় মহাক্রোধে অন্ধ
 হইয়া ত্রিদিবাভিমুখে গমন করিলেন ।

অপ্ৰোদীতী দেবী পরমহর্ষে ও অতি যত্নস্বরে কহি-
 লেন, হে ছদ্মবেশি ! তুমি মেঘপালক নও । তুমি ভস্মলুপ্ত
 বহ্নি । ত্রয় মহানগরের মহারাজ প্রিয়াম্ তোমার পিতা ।
 অতএব তুমি তৎসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের উপযুক্ত পরি-
 চর্যা যাচঞা কর, আমার এ বর ফলদায়ক করিবার নিমিত্ত
 যাহা কর্তব্য, পরে আমি তাহা কহিয়া দিব ।

রাজকুমার স্কন্দর দেবীর আদেশানুসারে রাজপুরীতে
 উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্
 তাহার অসামান্য রূপ লাভণ্যে ও বীরাকৃতিতে পূর্ব
 কথা বিস্মৃত হইলেন । কালনির্ঝাপিত মেহাগ্নি পুন-
 র্দ্ধীপিত হইয়া উঠিল । সুতরাং রাজা নবপ্রাপ্ত পুত্রকে রাজ-
 সংসারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন ।

কিছুদিন পরে অপ্রোদীতী দেবীর আদেশ মতে রাজ-কুমার স্কন্দর বহুসংখ্যক সাগরযান নানা ধন ও পণ্য দ্রব্যে পরিপূরিত করিয়া লাকীডিমন্ নামক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । তথাকার রাজা মানিল্যুস্ অতিসম্মান ও সমাদরের সহিত রাজতনয়কে স্বমন্দিরে আহ্বান করিলেন । কিছুদিনের পর কোন বিশেষ কার্যানুরোধে তাহাকে দেশান্তরে যাইতে হইল । রাণী হেলেনী এ রাজ-অতিথির সেবায় নিয়ত নিযুক্ত রহিলেন ।

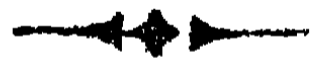
দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিনী হইয়া পতিব্রতা ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া স্বপতি গৃহ পরিত্যগ পূর্বক তাহার অনুগামিনী হইলেন এবং তাহার পিতা রাজ-চুড়ামণি প্রিয়ামের রাজ্যে সেই রাজ্যের কালরূপে প্রবেশ করিলেন । রাজা মানিল্যুস শূন্যগৃহে পুনরাবর্তন করিয়া স্ত্রীবিরহে একান্ত অধীর ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন ।

এই দুর্ঘটনা হেলাস্ অর্থাৎ গ্রীশদেশে প্রচারিত হইলে, তদেশীয় রাজাসমূহ পূর্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ পূর্বক সসৈন্যে মানিল্যুসের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর্গস্ দেশের অধীশ্বর আগেমেমন্কে সৈন্যাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়া ট্রয়নগর আক্রমণাভিলাষে নাগরপথে যাত্রা করিলেন । বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ স্বীয় পঞ্চাশৎ পুত্রকে যুদ্ধার্থে অনুমতি দিলেন । মহাবীর হেক্টর (যাহাকে ট্রয়স্বরূপ লক্ষ্যের মেঘনাদ বলা যাইতে পারে) দেশ বিদেশীয় বন্ধুগণের এবং স্বীয় রাজসংসারস্থ সৈন্যদলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন । দশ বৎসর উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম হইল ।

যেমন গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতী এই ত্রিপথা নদীত্রয় পবিত্র-
তীর্থ ত্র বেণীতে একত্রীভূত হইয়া একস্রোতে সাগর-সমা-
গমাভিলাষে গমন করেন, সেইরূপ উপরি উল্লিখিত তিনটি
পরিচ্ছেদসংক্রান্ত বৃত্তান্ত এস্থল হইতে একত্রীভূত হইয়া ইউ-
রোপখণ্ডের বাল্মীকি কবিগুরু হোমেরের ঈলিয়াস্ স্বরূপ
সঙ্গীত তরঙ্গময় সিন্ধুপানে চলিতে লাগিল।

কবিগুরু হোমেরের জগদ্বিখ্যাত কাব্যে দশম বৎসরের
বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। গ্রীকেরা ট্রয়ের নিকটস্থ এক নগর লুট
করে, এবং তদ্রস্থ পূজিত সূর্য্যদেবের ক্রীস্ নামক পুরোহিতের
এক পরমশুন্দরী কুমারী কন্যাকে আপনাদের শিবিরে আনয়ন
করে। অপহৃত দ্রব্যজাত বিভাগের সময় সেই অসামান্য
রূপবতী যুবতী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আর্গেমেমনের
অংশে পড়িলে, তিনি তাহাকে পরম প্রযত্নে ও সমাদরে
স্বশিবিরে রাখিতেছেন; এমন সময়ে—

প্রথম পরিচ্ছেদ।



দেব পুরোহিত আপন অভীষ্ট দেবের রাজদণ্ড, মুকুট,
ও স্বকন্যার মোচনোপযোগী বহুবিধ মহাহ' দ্রব্যজাত হস্তে
করিয়া গ্রীকসৈন্যের শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এবং
সৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্রবর্তী আর্গেমেমন ও তাঁহার ভ্রাতা
মানিল্যাস্ এবং অন্যান্য নেতৃগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে
লাগিলেন; হে বীরপুরুষগণ! ত্রিদিবনিবাসী অমরকুল

তোমাঙ্গিকে এই আশীর্বাদ করুন, যে তোমরা অতিত্বরায় রাজ্য প্রিয়ামের নগর পরাভূত করিয়া নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যে পুনরাগমন কর । এই দেখ, আমি আপন দুহিতার মোচনার্থে বহুমূল্য দ্রব্যজাত সঙ্গে আনিয়াছি, অতএব এতদ্বারা তাহাকে মুক্ত করিয়া, যে ভাস্বর দেবের সেবায় আমি নিয়ত নিরত আছি, তাহার মান ও গৌরব রক্ষা কর ।

গ্রীক্সৈন্যেরা পুরোহিতের এবম্বিধ বচনাবলী আকর্ষণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে একবাক্যে কহিয়া উঠিল, যে এ অবশ্যকর্তব্য কর্মে আমরা কখনই পরাভূমুখ হইব না, বরং এই সকল পরি-
ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ পূর্বক এই মুহূর্ত্তেই কন্যাটির নিষ্কৃতি সাধন করিব । কিন্তু তাহাদের এতাদৃশ বাক্য রাজ্য আগে-
মেমননের মনোনীত হইল না । তিনি মহাক্রোধভরে ও পঞ্চম বচনে পুরোহিতকে কহিলেন, হে বৃদ্ধ ! দেখিও যেন আমি এ শিবিরসন্নিধানে তোমাকে আর কখন দেখিতে না পাই । তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট দেবও আমার রোষানল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না ! আমি তোমার কন্যাকে কোনক্রমেই ত্যাগ করিব না । সে আমার রাজধানী আর্গাস্ নগরে আপন জন্মভূমি হইতে দূরে যাবজ্জীবন আমার সেবা করিবে । অতএব যদি তুমি আপন মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অতিত্বরায় এস্থান হইতে প্রস্থান কর ।

বৃদ্ধ পুরোহিত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া সশঙ্কচিত্তে তদগুণে তাহার আদেশ প্রতিপালন করিলেন, এবং মৌন-
ভাবে ও স্তানবদনে চিরকোলাহলময় সাগরতীর দিয়া স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । অশ্রুবারিধারায় আর্দ্রবসন হইয়া স্বীয় অভীষ্টদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে রজতধনুর্ধর ! যদি

তুমি আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবায় প্রসন্ন হইয়া থাক, তবে শরজাল বর্ষণে দুষ্কৃত্রীক্‌দলকে দলিত করিয়া, তাহারা আমার প্রতি যে দৌরাভ্যা করিয়াছে, তাহার যথাবিধি প্রতি-বিধান কর। পুরোহিতের এই স্তুতিবাক্য দেবকর্ণগোচর হইলে মরীচিমালী রবিদেব মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। দেবপৃষ্ঠদেশে লঙ্ঘমান তুণীরে শরজাল ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল; এবং রোবভরে দেববদন যেন তমোময় হইয়া উঠিল। গ্রীক্‌ শিবিরের অনতিদূর হইতে দিননাথ প্রথমে এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন, এবং ধনু-ফটকারের ভয়াবহ স্বনে 'শিবিরস্থ লোক সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। প্রথম শরে অশ্বতর ও ক্ষিপ্রগামী গ্রামসিংহ সকল বিনষ্ট হইল; দ্বিতীয়বার শর নিক্ষেপে সৈন্যদল ছিন্ন ভিন্ন ও হত আহত হওয়াতে মুহূর্হুঃ চারিদিকে চিতাচরে শব্দাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। অংশুমালীর শরমালায় গ্রীক্‌সৈন্যেরা নয় দিবস পর্য্যন্ত লণ্ডভণ্ড ও ক্ষত বিক্ষত হইল; দশম দিবসে মহাবীর আকিলীস্‌ নেতৃবর্গকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিলেন, এবং রাজেন্দ্র আগেমেমন্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এ রাজন্‌! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমাদিগের উচিত, যে আমরা স্বদেশে পুনরায় ফিরিয়া যাই, কেন না, যে উদ্দেশে আমরা দুস্তর সাগর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই সফল হইল না। মহামারী এবং নশ্বর সমর এই রিপুদ্বয় দ্বারাই গ্রীকেরা পরাজিত হইল। তবে যদিপি এস্থলে কোন দেবরহস্যজ্ঞ বিজ্ঞতম হোতা কিম্বা গণক থাকেন; তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে বলুন, যে কি কারণে বিভাবস্তু আমাদের প্রতি এত প্রতিকূল ও ক্রূর

হইয়াছে; আর কি আরাধনাতেই বা দেববরের প্রতিকূলতা ও ক্রুরতা দূরীভূত হইতে পারে ।

বীরবরের এই কথা শুনিয়া থেফেরের পুত্র মুনীশশ্রেষ্ঠ কালকষ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, —ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, কহিলেন, হে আকিলীস্ ! হে দেবপ্রিয়রথি ! তোমার কি এই ইচ্ছা, যে রবিদেব কি নিমিত্ত তোমাদের প্রতি এত দূর বাম ও বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা আমি স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করি ? ভাল, আমি তোমার বাক্যে সম্মত হইলাম । কিন্তু তুমি অগ্রে আমার নিকট এই স্বীকার কর, যে যদিপি আমার কথায় রাজ-হৃদয়ে কোন বিরক্তিভাবের উদয় হয়, তবে তুমি সে রাজক্রোধ হইতে আমাকে রক্ষা করিবে ।

কালকষের এই কথা শুনিয়া মহাবাহু আকিলীস্ উত্তরিলেন, হে কালকষ ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের ভাব ব্যক্ত কর । আমি দেবেন্দ্রপ্রিয় অংশুমালী রবিদেবকে সাক্ষী করিয়া শপথ পূর্বক কহিতেছি, যে এ সভায় এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি তোমার অবমাননা করিতে দিব । অধিক কি বলিব, সৈন্যাধ্যক্ষপদপ্রতিষ্ঠিত রাজা আগেমেমনেরও এতদূর সাহস হইবে না । অতএব তুমি দৈবশক্তি দ্বারা যাহা বিদিত আছ, মুক্তকণ্ঠে ও অভয়াস্তুরকরণে তাহা প্রচার কর ।

এই কথায় কালকষ উত্তর দিলেন, হে বীরবর ! ভাস্বর রবিদেব যে কি নিমিত্ত এ সৈন্যের প্রতি এতদূর প্রতিকূলাচরণ করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বলি, শ্রবণ করুন । যখন তোমরা ক্রূষা নগর লুটিয়াছিলে, তৎকালে রবিদেবের কোন এক পুরোহিতের একটা কন্যা অপহরণ করা হইয়াছিল ;

অপহৃত দ্রব্যজাতের বণ্টনকালে সেই কন্যাটি রাজচক্রবর্তীর অংশে পড়ে । কয়েক দিবস হইল, ঐহপতির পূজক স্বদেবের রাজদণ্ড, মুকুট, ও বহুবিধ মহার্হ বস্ত্রসমূহ সঙ্গে লইয়া এ শিবিরদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার মনে এই বলবতী প্রতীতি ছিল, যে এ শূলস্থ বীরবৃহ বিভাবসুর রাজদণ্ড ও মুকুট দর্শন মাত্রই তাহার সেবকের যথোচিত সম্মান করিবেন এবং তদানীত বহুবিধ মহার্হ দ্রব্যাদি ঐহণ পূর্বক দেবদাসের অবরুদ্ধা দুহিতাকে মুক্তি প্রদানিবেন । কিন্তু এই দুই আশার কোন আশাই ফলবতী হইল না । তন্মিহিত তাহার অর্চিত দেব তদবমাননায় রোষাবিষ্টিচিত হইয়া এ সৈন্যদলকে এইরূপ প্রচণ্ড দণ্ড দিতে আরম্ভ করিয়াছেন । এক্ষণে দেববরকে প্রসন্ন করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে । সেই পরমরূপবতী যুবতীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবপূজার্থে বহুবিধ পূজোপহার ও বলি পুরোহিতের গৃহে প্রেরণ করিলে, বোধ করি, আমরা এ বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি, নতুবা দশ বৎসরে রিপুকুলের অশ্রাণি যতদূর করিতে পারে নাই, অতি অল্প দিনেই দেবক্রোধে ততোধিক ঘটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই । হে বীরবর ! ভগবান্ অশীতরশ্মির ক্রোধে এ শিবিরাবলী অতি ত্বরায় জনশূন্য হইবে । এবং ঐ দ্রুতগামী সাগরযান সমূহও, এ সৈন্যদল যে কি ক্রম্ভণে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তাহার অভিজ্ঞানরূপে এই তীরসন্নিধানে সাগরজলে বহুকাল ভাসিতে থাকিবেক ।

কালকষের এবশ্বিধ বচনবিন্যাস শ্রবণে রাজা আগেমেম্বন ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া অতি ককর্শ বচনে কহিলেন,

রে দুর্ঘট প্রতারক ! তোর কুরসনা আমার হিতার্থে কখন কোন কথাই কাহতে জানে না ; আমার অহিত সংবাদ তোর পক্ষে বড় প্রীতিকর ! এক্ষণে যদি তোর কথা সত্য হয়, তবে আমি এ কুমারীটিকে মুক্ত করি নাই বলিয়াই রবিদেব এ সৈন্যদলকে এত কষ্টে ফেলিয়াছেন । আমি যে পুরোহিতদত্ত বহুবিধ ধন গ্রহণ করিয়া তাহার কন্যাকে মুক্ত করি নাই, সে কথা অলীক নহে । এ কুমারীটি অতি সুন্দরী, এবং আমার সহধর্মিণী রানী ক্রুতিনিস্তরা অপেক্ষাও আমার সমধিক নয়নানন্দিনী । এ কুমারী রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোন অংশেই রানী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে ; তথাচ আমি ইহাকে এ সৈন্যদলের হিতার্থে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না । কেননা, আমি লোকপাল, স্বপালিত লোকের হিতার্থে রাজার কি না করা উচিত ? কিন্তু, হে বীরবন্দ ! যদি আমাকে এ কন্যারত্নে বঞ্চিত হইতে হয়, তবে তোমরা আমাকে অপর একটা পারিতোষিক দিতে সম্মত ও সচেষ্ট হও । কেননা, তোমাদের মধ্যে আমি যে কেবল পারিতোষিকচ্যুত হই, ইহা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে ।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেষ্টাস আকিলাস্ সাতিশয় রোষাবেশে কহিলেন, হে আগেমেনন্ ! তোমা অপেক্ষা লোভী জন, বোধ হয়, এ বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই ! এক্ষণে এ সৈন্যদল কোথা হইতে তোমাকে অন্য কোন পারিতোষিক দিবে ? লুটিত দ্রব্য সকল বিভক্ত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে তো আর সাধারণ ধন নাই, যে তাহা হইতে তোমার এ লোভ সম্বরণ হইতে পারে । কিন্তু এক্ষণে তুমি এ কন্যাটিকে বিমুক্ত করিয়া দিলে, এই সকল নেতৃবর্গেরা

ভবিষ্যতে তোমাকে এতদপেক্ষায় তিন চারি গুণ অধিক পারিতোষিক দিতে চেষ্টা পাইবে ।

রাজা উত্তরিলেন, এ কি আশ্চর্য্য কথা ! আমি এ নেতৃ-দলের অধ্যক্ষ, তুমি কি জাননা, যে এ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি যাহা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইচ্ছা করিলে, আমি তত্তাবৎ কাড়িয়া লইতে পারি ? আকিলীস পুনরায় ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি কি বিবেচনা কর, এ বীরপুরুষেরা তোমার ক্রীতদাস, যে তুমি তাহাদের সম্মুখে এরূপ আস্পর্শ্য করিতেছ । আমরা যে তোমার ভ্রাতার উপকারার্থেই বহু ক্লেশ সহ করিয়া অতি দূরদেশ হইতে আসিয়াছি. ইহা তুমি বিস্মৃত হইলে না কি ? হে নির্লজ্জ পামর ! হে অকৃতজ্ঞ ! হে ভীকশীল ! তোমার অধীনে অস্ত্রধারণ করা কি কাপুরুষ-তার কর্ম ! ইচ্ছা হয়, যে এ স্থলে তোমাকে একাকী পরি-ত্যাগ করিয়া আমরা সসৈন্যে স্বদেশে চলিয়া যাই ।

এই বাক্য শ্রবণে নরপতি আগমেমন্স কহিলেন, তোমার যদি এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এই মুহূর্ত্তেই এস্থান হইতে প্রস্থান কর । আমি তোমাকে ক্ষণকালের জন্যেও এস্থানে থাকিতে অনুরোধ করিতেছি না । এখানে অন্যান্য অনেকানেক বীরপুরুষ আছে, যাহারা আমার অধীনে অস্ত্র ধারণ করিতে অবমানিত বা লজ্জিত হইবেন না । তুমি আমার চক্ষের বালিস্বরূপ, তোমার অহঙ্কারের ইয়ত্তা নাই । তুমি যাও । রবিদেবের পুরোহিতের নিকট এই সুকুমারী কুমারীটিকে প্রেরণ করিবার অর্থে তুমি যে ত্রীষীমা নাম্নী কুমারীকে পাইয়াছ, আমি তাহাকে স্ববলে গ্রহণ করিব । দেখি, তুমি আমার কি করিতে পার ।

রাজার এই কর্কশ বাণী শ্রবণে মহাবীর আকিলীস্ মহাক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া তাহার বধার্থে উকদেশলম্বিত অসিকোষ হইতে নিশিত অসি আকর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে সুরলোকে সুরকুলেন্দ্রাণী হীরী জ্ঞানদেবী আথেনীকে ব্যাকুলিতচিত্তে কহিলেন, হে সখি ! ঐ দেখো, গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটয়া উঠিল ! দেবযোনি আকিলীস্ রাজা আগেমেম্ননের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডে উদ্বৃত্ত হইতেছেন । অতএব, সখি ! তুমি শিবিরে অতি দুরায় আবির্ভূতা হইয়া এ কাল কলহাগ্নি নির্বাণ কর ।

জ্ঞানদেবী আথেনী তদুত্তরে সৌদামিনীগতিতে সভাতলে উপস্থিত হইয়া বীরবর আকিলীসের পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া তাহার পিঙ্গলবর্ণ কেশপাশ আকর্ষণ করতঃ কহিলেন, রে বর্কর ! তুই এ কি করিতেছিস্ ? এই কথা শুনিবামাত্র বীরকেশরী সচকিতে মুখ ফিরাইয়া দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে দেবকুলেন্দ্রহৃদিত ! তুমি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ ? রাজা আগেমেম্নন্ যে আমার কত দূর পর্য্যন্ত অবমাননা করিতে পারেন, এবং আমিই বা কত দূর পর্য্যন্ত তাহার প্রগল্ভতা সহ করিতে পারি, তুমি কি সেই কোতুক দেখিতে আসিয়াছ ?

আয়তলোচনা দেবী আথেনী উত্তর করিলেন, বৎস ! তুমি এ সভাতে সৈন্যাধ্যক্ষ বীরবরকে যথোচিত লাঞ্ছনা ও তিরস্কার কর, তাহাতে আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই । কিন্তু কোনমতেই উহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিও না । দেবী এই কয়েকটা কথা বীরপ্রবীর আকিলীসের কর্ণকুহরে অতি

মৃদুস্বরে কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন । আর তাহাকে ~~কহই~~ দেখিতে পাইল না ।

দেবীর আদেশানুসারে বীর-কুলর্ষভ আকিলীস্ রাজ-কুলর্ষভ রাজা আগেমেমনকে বহুবিধ তিরস্কার করিলে, তিনিও রাগে নিতান্ত অভিভূত হইলেন । এই বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নেস্তর নামক একজন বৃদ্ধ জ্ঞানবান্ পুরুষ গাত্রোথান পূর্বক সভাস্থ নেভুদিগকে সম্বোধিয়া সুমৃদুভাবে কহিতে লাগিলেন, হায় ! কি আক্ষেপের বিষয় ! অশ্রু গ্রীক্‌দলের উপস্থিত বিপদে রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্র-গণের যে কতদূর আনন্দলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? কেননা, এই গ্রীক্‌-দলের মধ্যে, যে দুইজন মহাপুরুষ অভিজ্ঞতা ও বাহুবলে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারাই দুর্ভাগ্যক্রমে অশ্রু কলহরত হইলেন । আমি সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, এবং তোমাদের পূর্ব দুই পুরুষের মধ্যে, যে সকল মহোদয়েরা বাহুবলে ও রণ-বিশারদতায় দেবোপম ছিলেন, তাঁহাদের সহিতও আমার সংসর্গ ছিল । তোমরা বলী বট, কিন্তু সে সকল প্রাচীন যোদ্ধাদের সহিত উপমায় তোমরা কিছুই নও । সে সকল মহাপুরুষেরাও আমার উপদেশ ও পরামর্শে কখনই অবহেলা বা অমনোযোগ করিতেন না । অতএব তোমরা আমার হিতবাক্য মনোভিনিবেশ পূর্বক শ্রবণ কর । তুমি, আগেমেমন, রাজকুলশ্রেষ্ঠ । এই হেতু এই সকল মহোদয়েরা তোমাকে সেনাধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন ; তোমার উচিত হয় না, যে এই বীরপুরুষদলের মধ্যে যিনি বীরপুরুষোত্তম, তাহার সহিত তুমি মনান্তর কর । তুমি, আকিলীস্, দেবযোনি ও দেবকুলপ্রিয় । বিধাতা

তোমাঙ্ক বাহুবলে নরকুলতিলকরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন । তোমারও উচিত নয়, যে তুমি এ সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হও । তোমাদের দুইজনের পরস্পর মনাস্তুর ঘটিলে এ গ্রীক্দের যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইবেক, তাহার কোনই সন্দেহ নাই । অতএব হে বীরপুরুষদ্বয় ! তোমরা স্ব স্ব রোষানল নির্বাণ করিয়া পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ কর ।

যুদ্ধের এবশ্বিধ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া রাজা আগেমেম্নন্ উত্তর করিলেন । হে তাত ! এই দুরাচার অহঙ্কারে আমি নিয়তই অসন্তুষ্ট ! ইহার ইচ্ছা, যে এ সকলেরি উপরি কর্তৃত্ব করে । এতাদৃশী দাস্তিকতা আমি কি প্রকারে সহ করিতে পারি ! আকিলীস্ কহিলেন, তোমার এতাদৃশ বাক্যে পুনরায় যদিও আমি তোমার অধীনে কর্ম করি, তাহা-হইলে আমার নিতান্ত নীচতা ও অপদার্থতা প্রকাশ হইবে । আমি এ সৈন্যদল হইতে আমার নিজ সৈন্যদলকে পৃথক্ করিয়া লইব না ; কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে আর লিপ্ত থাকিব না । বীরবরের এই কথা শুনে সভাভঙ্গ হইল ।

তদনন্তর বীরপ্রবীর আকিলীস্ স্বশিবিরে প্রস্থান করিলেন । সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেম্নন্ রবিদেবের পুরোহিতের সুন্দরী কন্যাটিকে নানাবিধ পূজোপহার ও বলির সহিত স্বীয় সাগরযানে আরোহণ করাইয়া এবং সুবিজ্ঞ অদিস্যস্কে নায়কপদে অভিষিক্ত করিয়া ক্রুথানগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । পরে সৈন্যসকলকে সাগররূপ মহাতীর্থে দেহ অব-গাহনপূর্বক পবিত্র হইতে আজ্ঞা দিলেন । অশস্য সাগরতীরে মহাসমারোহে দিবাকরের পূজা সমাধা হইল । ধূপ, দীপ,

প্রভৃতি নানা সুরভিদ্বেষের সৌরভ ধূমসহযোগে আকাঙ্ক্ষামার্গে উঠিল ।

পরে রাজা দুই জন রাজদূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতদ্বয় ! তোমরা উভয়ে বীরবর আকিলীসের শিবিরে গিয়া ত্রীষীমা নাম্নী সুন্দরী কুমারীটিকে আনয়ন কর । যত্বপি বীরপ্রবর আকিলীস্ সে রূপসীকে স্বেচ্ছায় ও অনায়াসে তোমাদের হস্তে সমর্পণ না করেন, তবে তোমরা তাহাকে কহিও, যে আমি স্বয়ং সসৈন্যে তাহার শিবির আক্রমণ করিয়া স্ববলে সেই রুশোদরীকে লইব ; আর তাহ হইলে সেই রাজবিদ্রোহীর নানা প্রকার অমঙ্গলও ঘটবেক ।

দূতদ্বয় রাজাজ্ঞায় একান্ত বাধিত হইয়া অনিচ্ছাক্রমে ধীরে ধীরে বক্ষ্য সিন্ধু তট দিয়া মহাবীর আকিলীসের শিবিরান্তিমুখে চলিতে লাগিল । বীরবর দূতদ্বয়কে দূর হইতে নিরীক্ষণ পূর্বক, তাহারা যে কি উদ্দেশে আসিতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবমানবকুলের সন্দেহবহ ! তোমাদের কুশল ও স্বাগত তো ? তোমরা কি নিমিত্ত এত মৌন ভাবে ও বিষণ্ণবদনে আসিতেছ ? এ কিছু তোমাদের দোষ নহে, ইহাতে তোমাদের লজ্জা বা চিন্তা কি ? ইহাতে আমি কখনই তোমাদের উপর কষ্ট বা অসন্তুষ্টি হইতে পারি না । তবে যাহার সহিত আমার বিবাদ, তোমরা তাহাকে কহিও, যে তিনি কালে আমার পরাক্রমের বিশেষ আবশ্যিকতা বুঝিতে পারিবেন ।

তদনন্তর বীরবর আপন প্রিয়বন্ধু পাত্রকুস্কে কহিলেন,

সখে, 'তুমি এই দূতদ্বয়ের হস্তে সুন্দরীকে সমর্পণ কর; পাত্রক্লুস্ কন্যাটীকে দূতদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করিলে, চাক-শীলা স্বপ্রিয়বরের শিবির পরিত্যাগ করিতে প্রচুর অকচি প্রকাশপূর্বক বিষণ্ণবদনে যুত্পদে তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। এতদর্শনে মহাধনুর্ধর ক্রোধভরে অধীরচিত্ত হইয়া দূতদ্বয়কে পুনরাহ্বান করতঃ যেন জীমূতমন্ড্রে কহিলেন; “তোমরা, হে দূতদ্বয়! রাজা আগেমেম্ননকে কহিও, যে আমি মরামরকুলকে সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি শত্রুদলের বিপরীতে এবং গ্রীকসৈন্যের হিতার্থে আর কখনই অস্ত্র ধারণ করিব না। রাজচক্রবর্তী রোষান্বিত হইয়া ভবিষ্যতে যে গ্রীকদলের ভাগ্যে কি লাঞ্ছনা আছে, এখন তাহা দেখিতে পাইতেছেন না; কিন্তু কালে পাইবেন। দূতদ্বয় বরাস্কনাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলে, বীরকেশরী আকিলীস্ কৃষ্ণবর্ণ অর্নবতটে ভাবার্ণবে একান্ত মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে হস্ত প্রসারণ করতঃ জননী দেবীকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ, তুমি এতাদৃশী অবমাননা সহ্য করিবার জন্যই কি এ অধীন হতভাগাকে গর্ভে ধারণ করিয়া ছিলে? আমি জানি যে কুলিশ-নিষ্ফেপী জ্যুস্ আমাকে অগ্ন্যায়ুঃ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তথাচ তিনি যে সে অগ্ন্যকাল আমাকে অতি সম্মানের সহিত অতিবাহিত করিতে দিবেন, ইহাতে আমার তিলান্বিতমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু দেখ, এক্ষণে রাজা আগেমেম্নন আমার কি দুর্বস্থা না করিল!

যে স্থলে সাগরজলতলে আপন পিতৃসন্নিধানে থিটীস্-

দেবী বসিয়াছিলেন, সে স্থলে পুত্রের এবম্বিধ বিলাপ-
ধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, দেবী আশ্বেবাস্তে
কুজ্ঝটিকার ন্যায় জলতল হইতে উখিত হইলেন এবং
বিলাপী পুত্রের গাত্র করপায়ে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,
রে বৎস ! তুই কি নিমিত্ত এত বিলাপ করিতেছিস্ ?
তোর মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া আমাকে তোর সমদুঃখিনী
কর । তাহা হইলে তোর দুঃখভারের অনেক লাঘব হইবে ।

বীর-চূড়ামণি আকিলীস্ জননী দেবীর এই কথা শুনিয়া
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ রাজা আগেমেমনের সহিত
আপন বিবাদ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত তাঁহার চরণে নিবেদন
করিলেন । দেবী পুত্রবরের বাক্যাবসানে অতি ক্ষুব্ধ-
চিত্তে উত্তরিলেন, হায় বৎস ! আমি যে তোকে অতি কুলগ্নে
গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই ।
বিধাতা তোকে অম্পায়ুঃ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু
তাঁহার এ কি বিড়ম্বনা ! তিনি যে তোকে সে অম্পকাল সুখ-
সম্ভোগে ও সম্মানে অতিপাতিত করিতে দিবেন তাহা তো
কোনমতেই বোধ হইতেছে না । বৎস ! বিধাতা তোর প্রতি
কি নিমিত্ত এত দাক্ষণ ! হায় ! কি করি, এবিষয়ে আর কাহার
প্রতি দোষারোপ করিব ! এবং কাহারই বা শরণ লইব ?
এক্ষণে কুলিশ-নিষ্ফেপী জ্যুস্ পূজাঐহগার্থে দেবদলের সহিত
এতোপী-দেশে দ্বাদশ দিনের নিমিত্ত প্রয়াণ করিয়াছেন ।
তিনি দেবনগরে প্রত্যাগমন করিলে এ সকল কথা তাঁহার
চরণে নিবেদন করিব ; দেখি, তিনি যদি এ বিষয়ের কোন
প্রতিবিধান করেন । তুই রাজা আগেমেমনের সহিত
কোনমতেই প্রীতি করিস্ না ; বরঞ্চ হৃদয়কুণ্ডে রোষাগ্নি

নিয়ত প্রজ্জলিত রাখিস্ । এই কথা কহিয়া দেবী স্বস্থানে
প্রস্থানাথে জলে নিমগ্না হইলেন ।

ওদিকে সুবিজ্ঞ অদিম্যুস্ পুরোধা-দুহিতাকে এবং বিবিধ
পূজোপযোগী উপহার দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সাগরপথে
ক্রমানগরে উত্তীর্ণ হইলেন । এবং রবিদেবের পুরোহিতকে
অভিবাদন পূর্বক কহিলেন ; হে গুরো ! গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ
মহারাজ আগেমেনন্ আপনার অতীব সুশীলা কুমারীকে
আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । এবং আপনার অর্চিত
দেবের অর্চনার্থে বিবিধ দ্রব্যজাত ও পাঠাইয়াছেন । আপনি
সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়া গ্রহপতির পূজা করুন,
পূজা সমাপনান্তে এই বর প্রার্থনা করিবেন, যে আলোকবর্ষী
যেন গ্রীকদের প্রতি আর কোন বামাচরণ না করেন ।

পুরোহিত এবং বিবিধ বিনয়াবসানে মহাসমারোহে যথাবিধি
দেবপূজা সমাধা করিলেন । এবং গ্রীকযোধেরা দেবপ্রসাদ
লাভ করতঃ মহানন্দে সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুমধুর-
স্বরে গ্রহপতি ভাস্করের স্তুতিসঙ্গীত সংকীর্তন করিতে
লাগিলেন । গ্রহপতি স্তুতিসঙ্গীতে প্রসন্ন হইয়া পশ্চিমাচলে
চলিলেন । নিশা উপস্থিত হইল । গ্রীকযোধেরা সাগর-
তীরে শয়ন করিলেন । রাত্রি প্রভাতা হইলে সকলে
গাত্রোথান পূর্বক পুনরায় সাগরযানে আরোহণ করিয়া
স্বশিবিরে প্রত্যাগত হইলেন । তদবধি বীরকুলর্ষভ আকিলীস্
কুশোদরী প্রণয়িনীর বিরহানলে দন্ধপ্রায় হইয়া এবং রাজ্য
আগেমেননের দৌরাভ্যে রোষপরবশ হইয়া কি রাজসভায়,
কি রণক্ষেত্রে, কুত্রাপি দৃশ্যমান হইলেন না । কিন্তু গ্রীক-
সৈন্যেরা মহামারীরূপ রাহুগ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ।

দ্বাদশ দিবস অতীত হইল । কুলিশাস্ত্রধারী জ্যুস্ দেবদলের সহিত অমরাবতী নগরীতে প্রত্যাগত হইলেন । জলধিযোনি বিধুবদনা দেবী থিটীস্ স্বর্গারোহণ করিয়া দেখিলেন যে, অশনিধর দেবপতি শৃঙ্গময় অলিম্পুস নামক ধরাধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গোপরি নিভূতে উপবিষ্ট আছেন । দেবী মহাদেবের পদতলে প্রণাম করিয়া অতি মৃদুস্বরে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিলেন ; হে পিতঃ ! যদ্যপি এ দাসীর প্রতি আপনার কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই করুন ; যে জগতীতলে তাহার ভাগ্যহীন পুত্র আকিলীসের হ্রাসপ্রাপ্ত মানের পুনঃপরিপূরণে যেন তাহার বিপক্ষ গ্রীকসৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেমনের অবমাননা বিলক্ষণ সম্পাদিত হয় ।

দেবীর এই যাচঞা শ্রবণে দেবকুলেন্দ্র কিঞ্চিৎকাল তুষ্টিভাবে রহিলেন । দেবী দেবেন্দ্রের এবভূত ভাবদর্শনে সভয়ে তাঁহার জানুদ্বয়ে হস্ত প্রদান করিয়া সকরণে কহিলেন, হে পিতঃ ! আপনিও কি আমার হতভাগা পুত্রের প্রতি বাম হইলেন ! নতুবা কি নিমিত্ত আমার বাক্যের প্রত্যাশ্বর দিতেছেন না ? দেবনরকুলপিতা শরণাগতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে উত্তর করিলেন, বৎসে ! তুমি আমার উপরে এ একটা মহাভার অর্পণ করিতেছ, কেন না, তোমার আনন্দ সম্পাদন করিতে হইলে উগ্রচণ্ডা হীরীকে বিরক্ত করিতে হয়, এমনিই সে এই বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করে, যে আমি কেবল সদা সর্বদা ট্রয়নগরীয় সৈন্যদলের প্রতি অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া থাকি । সে যাহাহউক, এক্ষণে আমি বিবেচনা করিয়া দেখি, আর তুমিও এবিষয়ে সতর্ক থাকিও, যদ্যপি আমি শিরোধূনন করি, তবে নিশ্চয় জানিও, যে তোমার মনস্কামনা

সুসিদ্ধ হইবে । এই বাক্যে দেবী ব্যগ্রভাবে একদৃষ্টে দেবপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন । সহসা দেবেন্দ্রের শিরঃ পরিচালিত হইল । শৃঙ্গধর অলিম্পুস্ থরথরে লড়িয়া উঠিল । দেবী বুঝিতে পারিলেন, যে এইবারে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, কেননা, দেবকুলপতি যে বিষয়ে শিরশ্চালনা করেন, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না । সাগরসমুদ্রা খেটীস্ দেবী মহা উল্লাসে জ্যোতির্ময় অলিম্পুস হইতে গভীর সাগরে লক্ষ্য প্রদান করিয়া অদৃশ্যা হইলেন ! কিন্তু আয়তলোচনা হীরীর দৃষ্টিরোধ হইল না, তিনি পলায়মানা সাগরিকাকে স্পর্শরূপে দেখিতে পাইলেন ।

তদনন্তর দেবকুলপতি দেবসভাতে উপস্থিত হইলে, দেবদল সমস্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । দেবকুলেন্দ্র রাজসিংহাসন পরিগ্রহ করিলে দেবকুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরী অতি কটু-ভাবে কহিলেন ; হে প্রতারক ! কোন্ দেবীর সহিত, কোন্ বিষয় লইয়া অদ্য তুমি নিভূতে পরামর্শ করিতেছিলে ? আমি নিকটে না থাকিলে, দেখিতেছি, তুমি সর্বদাই এই-রূপ করিয়া থাক । তোমার মনের কথা আমার নিকট কখনই স্পর্শরূপে ব্যক্ত কর না । এই কথায় দেবদেব মেঘবাহন ক্রুদ্ধভাবে উত্তরিলেন, আমার মনের কথা তোমাকে কি কারণে খুলিয়া বলিব ? আমার রহস্য-মণ্ডলে তুমি কেন প্রবেশ করিতে চাহ ? শ্বেতভূজা হীরী কহিলেন, আমি জানি, সাগর-দুহিতা খেটীস্ অদ্য তোমার নিকটে আসিয়াছিল, অতএব তুমি কি তাহার অনুরোধে গ্রীক্সেনাদলকে দুঃখ দিতে মানস করিতেছ ? তুমি কি রাজা আগেমেমনের মানের হানি করিয়া আকিলীসের সম্ভ্রম বৃদ্ধি

করিতে চাহ ? দেবেন্দ্রাণীর এতাদৃশ বাক্যে দেবেন্দ্রকে রৌষা-
 ন্বিত দেখিয়া তাহাদের বিশ্ববিখ্যাতপুত্র বিশ্বকর্মা একলহাণ্ডি
 নির্ঝাণার্থে এক স্বর্ণপাত্র অমৃত পূর্ণ করিয়া আপন মাতাকে
 প্রদান করতঃ কহিলেন, হে মাতঃ ! আপনারা দুইজনে
 বৃথা কলহ করিয়া কি নিমিত্ত সুখময়ী দেবপুরীর সুখসন্তোগ
 ভঞ্জন করিতে চাহেন । পুত্রবরের এই বাক্যে আয়তলোচনা
 দেবেন্দ্রাণী নিরস্ত হইলেন । পরে দেবতারা সকলে একত্র
 হইয়া সমস্ত দিন দেবোপাদেয় সামগ্রী ভোজন ও অমৃত পান
 করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । দেব দিনকর
 করে স্বর্ণবীণা গ্রহণ পূর্বক নবগায়িকা দেবীর সুমধুর ধ্বনির
 মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সকলের মনোরঞ্জে প্রবৃত্ত হইলেন ।
 এমত সময়ে রজনীদেবীর আবির্ভাব হইল ।

সুরলোকে ও নরলোকে সর্বজীবকুল নিদ্রাবৃত হইল । কিন্তু
 নিদ্রাদেবী দেবকুলপতির নেত্রদ্বয় এক মুহূর্তের নিমিত্তও নিমী-
 লিত করিতে পারিলেন না । কেননা, তিনি কি রূপে আকি-
 লীনের সন্ত্রম বৃদ্ধি, ও রাজা আগেমেমনের অধঃপাত সাধন
 করিবেন, এই ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগরিত রহিলেন ।
 অনেকক্ষণ পরে দেবরাজ কুহকিনী স্বপ্নদেবীকে আহ্বান করিয়া
 কহিলেন, হে কুহকিনি ! তুমি দ্রুতগতিতে রাজা আগেমেম-
 নের শিবিরে যাও, এবং তথায় গিয়া রাজ-শিরোদেশে
 দণ্ডায়মানা হইয়া এই কহিও যে, হে আগেমেমন ! অলিম্পুস-
 নিবাসী অমরকুল দেবেন্দ্রাণী হীরীর অনুরোধে তোমার
 প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তুমি সসৈন্যে প্রশস্তপথশালী ট্রয়নগর
 আক্রমণ করতঃ তাহা পরাজয় কর । দেবেন্দ্রের এই আদেশ
 পালনার্থে স্বপ্নদেবী অতিবেগে শিবিরপ্রদেশে আবিভূতা

হইলেন। এবং আগেমেননের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে বীরকুলসম্ভব রাজন্ ! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ ! হে মহারাজ ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত ? অতএব তুমি অতি ত্বরায় গাত্রোখান কর, এবং দেবকুলের অনুকম্পায় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর। স্বপ্নদেবী এই কথা কহিয়া অস্তুর্হিতা হইলেন। পরে রাজা এই বৃথা আশায় মুগ্ধ হইয়া গাত্রোখান করতঃ অতি শীঘ্র রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, এবং জ্যোতির্ময় অসিমুষ্টি শারসনে বন্ধন পূর্বক স্ববংশীয় অক্ষয় রাজদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন।

ঊষাদেবী তুঙ্গশূঙ্গ অলিম্পুসপর্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেবকুলপতি এবং অন্যান্য দেবকুলকে দর্শন দিলেন, বিভাবরী প্রভাতা হইল। রাজা আগেমেনন্ উচ্চরব বার্তাবহগণকে সভামণ্ডপে নেত্রবৃন্দের আছানার্থে অনুমতি দিলেন। সভা হইল। রাজা আগেমেনন্ সভাস্থ বীরদলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! গত সুধাময়ী নিশাকালে স্বপ্নদেবী মান্যবর নেত্রবৃন্দের প্রীতি-মূর্তি ধারণ করিয়া আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া কহিলেন, “ হে আগেমেনন্ ! তুমি কি নিদ্রাবৃত আছ ? হে মহারাজ ! যে ব্যক্তির উপর এতাদৃশ অগণ্য সৈন্যদলের হিতাহিত বিবেচনার এবং তত্তাবৎ জনগণের রক্ষার ভার সমর্পিত আছে, সে ব্যক্তির কি এরূপ নিশ্চিতভাবে সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় যাপন করা উচিত ? অতএব তুমি

অতি ত্বরায় গাত্রোখান কর, এবং দেবকুলের অনুকরণীয় বিপক্ষপক্ষকে সমরশায়ী করিয়া জয়লাভ কর।” স্বপ্নদেবী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তদনন্তর আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। এক্ষণে আমাদের কি করা কর্তব্য, তাহার মীমাংসা কর। আমার বিবেচনায়, ‘চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই’ এই প্রতারণাবাক্যে আমি যোধদলকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মন্ত্রণা দি, আর তোমরা কেহ কেহ, তাহা নয়, আইস, আমরা এখানে থাকিয়া যুদ্ধ করি, এই বলিয়া তাহাদিগকে এখানে রাখিতে চেষ্টা পাও, এইরূপ বিপরীত ভাবের আন্দোলনে যোধবৃন্দের মনের প্রকৃত ভাব বিলক্ষণ বুঝা যাইবেক।

রাজার এই কথা শুনিয়া প্রাচীন নেস্তর গাত্রোখান করিয়া কহিলেন, হে গ্রীকদেশীয় সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ! যদিপি এরূপ কথা আমি আর কাহার মুখ হইতে শুনিতাম, তাহা হইলে ভাবিতাম, যে সে ভীকৃচ্ছিত জন প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদের লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া এ দেশ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্ররোচনা করিতেছে। কিন্তু যখন রাজা আগেমেমনন্ স্বয়ং এ কথার উল্লেখ করিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও অবিশ্বাস করা উচিত হয় না। অতএব কিরূপে আমাদের যোধদল এখানে থাকিয়া, যে উদ্দেশে আমরা অকূল দুস্তর সাগর পার হইয়া এ দেশে আসিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবে, তাহার উপায় চিন্তা কর। সভা ভঙ্গ হইলে রাজদণ্ডধারী নেত্রী সকল স্ব স্ব শিবিরান্তিমুখে প্রস্থান করিলেন। যেমন গিরি-গহ্বরস্থিত মধুচক্রে হইতে মধুমক্ষিকাগণ অগণ্য গণনায় বহির্গত হইয়া কতক-

শুনি বাসন্ত কুমুমসমূহের উপর উড়িয়া বসে, আর কতক
শুলি দাবদ্ধ হইয়া বায়ুপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে,
সেইরূপ গ্রীকসৈন্যদল আপন আপন শিবির হইতে বদ্ধশ্রেণী
হইয়া বাহির হইল । বহু-রসনা-শালী জনরব বহুবিধ বার্তা
বহু দিকে বিস্তৃত করিতে লাগিল । সৈন্যদলে মহা কোলাহল
হইয়া উঠিল ।

তদনন্তর রাজসন্দেশবহ উর্দ্ধবাহু হইয়া, তোমরা সকলে
নীরব হও, তোমরা সকলে নীরব হও, এই কথা বলিবা
মাত্রই যে যেখানে ছিল, অমনি বসিয়া পড়িল । সেই মহা
কোলাহল-স্থলে অকস্মাৎ যেন শান্তিদেবী পদার্পণ করিলেন ।
রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড ধারণ করতঃ
উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে বীরবৃন্দ ! দেবকুল-ইন্দ্র
যে অঙ্গীকার করিয়া আমাদেরকে এ দূর দেশে আনিয়াছেন,
এক্ষণে তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে বিমুখ । যে কুহকিনী
আশার কুহক যেন কোন দৈব ঔষধ স্বরূপ আমাদেরকে এই
দুরন্ত রণে ক্লান্ত হইতে দিত না, এবং আমাদের দেহ
রক্তশূন্য হইলে পুনরায় তাহা রক্তপূর্ণ করিত, আমাদের
বাহু বলশূন্য হইলে পুনরায় তাহা বলাধান করিত, এক্ষণে
সে আশায় আমাদেরকে হতাশ হইতে হইল । এ দুর্দ্ধর্ষ
রিপুদল যে আমাদের বীরবীর্য্যে ও পরাক্রমে পরাভূত হইবে,
এমত আর কোনই আশা বা সম্ভাবনা নাই । এই আদেশ
আমি সম্প্রতি দেবেন্দ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি । কি
লজ্জার বিষয় ! আমার বিবেচনায়, আমাদের এ দুঃখের
কাহিনী শুনিলে, বর্তমানের কথা দূরে থাকুক ; বোধ হয়,
ভবিষ্যতের বদনও ত্রীড়ায় অবনত ও মলিন হইবে ।

কি আক্ষেপের বিষয় ! আমরা এমত প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড সৈন্য সহকারে এ ক্ষুদ্র রিপুদলকে দলিত করিতে পারিলাম না ? নয় বৎসর পরিশ্রমের পর কি আমাদের এই ফললাভ হইল ? দেখ, আমাদের তরীবৃন্দের ফলক সকল ক্ষত হইতেছে, রজ্জু-সকল জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আর আমাদের চিরানন্দ গৃহে পতি-বিরহ-কাতরা কলত্রবৃন্দ, ও পিতৃ-বিরহ-কাতর শিশুসন্তান সকল আমাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতেছে । এ সকল যন্ত্রণার কি এই ফল ? কিন্তু কি করি, বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে ? এক্ষণে আমার এই পরামর্শ, যে যখন ট্রয়নগর অধিকার করা আমাদের ক্ষমতাভীত হইল, তখন চল, আমাদের এ দেশে থাকায় আর কোনই প্রয়োজন নাই ।

মহাবাহু সেনানীর এতাদৃশ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, যাহারা রাজমন্ত্রণার নিগূঢ় তত্ত্ব না জানিত, তাহাদের মন, যেমন শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবল বায়ু বহিলে, শস্যশিরঃ তদ্বহনাভি-মুখে পরিণত হয়, সেইরূপ রাজপরামর্শের দিকে প্রবণ হইল । সৈন্যদল আনন্দধ্বনি করতঃ এ উহাকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিল, ডিঙা সকল ভাঙা হইতে সমুদ্রজলে নামাও । চল, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই । এইরূপ কোলাহলময় ধ্বনি অমরাবতীতে প্রতিধ্বনিলে দেবকুলেন্দ্রাণী ক্রশোদরী হীরী নীলকমলাক্ষী আথেনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সখি, গ্রীক সৈন্যদল কি এই সকলক অবস্থায় স্বদেশে প্রস্থান করিতে উচ্ছত হইল ? তাহারা কি আপনাদের পরাভবের অভিজ্ঞানরূপে হেলেনী সুন্দরীকে ট্রয়নগরে রাখিয়া চলিল ? এই জন্যেই কি এত বীরবৃন্দ এ দূর রণক্ষেত্রে প্রাণ

পরিচ্যাগ করিল ? অতএব তুমি, সখি, অতি দ্রুতগতিতে বর্ষধারী যোদ্ধাদের মধ্যে আবিভূতা হইয়া সুমধুর ও প্ররোচক বচনে তাহাদিগকে সাগরযানসমূহ সাগরমুখে ভাসাইতে নিবারণ কর ।

দেবীর বচনানুসারে আথেনী অলিম্পুসনামক দেবগিরি হইতে গ্রীকসৈন্যের শিবির মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে আবিভূতা হইলেন ; এবং দেখিলেন, যে সুকৌশলী অদিস্যাস ক্ষুণ্ণ-চিত্তে ও মলিনবদনে স্বপোত-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন । দেবী তাহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, বৎস ! ও যোদ্ধল কি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চলিল । তোমরা কি কেবল জগন্মণ্ডলে হাম্ম্যাম্পদ হইবার নিমিত্ত এদেশে আসিয়াছিলে । সে যাহা হউক, তুমি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞতম । অতএব তুমি অতি দ্বরায় এই স্বদেশ-গমনাকাঙ্ক্ষিণী অফ্রোহিণীর মনঃশ্রোতঃ পুনরায় রণসাগরাভিমুখে বহাইতে সচেষ্ট হও । অদিস্যাস্ স্বরবৈলক্ষণ্যে জানিতে পারিলেন, যে এ দেববাক্য ! এবং দেবীর প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া দেবমূর্তি সম্মুখে উপস্থিতা দেখিলেন । তদর্শনে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া রাজচক্রবর্তী আগেমেমনের রাজদণ্ড রাজানুমতিরূপে চাহিয়া লইয়া অনেককে অনেকানেক প্রবোধবাক্যে শাস্ত্রনা করিতে লাগিলেন ।

লণ্ডভণ্ড এবং কোলাহলপূর্ণ সৈন্যদলকে শাস্ত্রশীল ও শ্রবণোৎসুক দেখিয়া অদিস্যাস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন, হে বীরবৃন্দ ! তোমরা কি পূর্বকথা সকল বিস্মৃত হইয়া কলঙ্কসাগরে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিতেছ ? স্মরণ করিয়া দেখ, যখন আমরা এই ট্রয়নগরাভিমুখে যাত্রা

করি, তখন দেবতারা কি ছলে, আমাদের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে যে কি আছে, তাহা জানাইয়াছিলেন। আমরা যৎকালে যাত্রাগ্রে মহা সমারোহে দেবকুলপতির পূজা করি, তৎকালে পিঠতল হইতে সহসা এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহির্গত হইল। এবং অনতিদূরে একটা উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখান্ধিত পক্ষীনীড় লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে উঠিতে লাগিল। সেই নীড়মধ্যে জননী পক্ষী আটটি অতি শিশু শাবকের উপর পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সমাগত রিপূর উজ্জ্বল নয়নানলে দক্ষপ্রায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে পবনপথে বৃক্ষের চতুর্পার্শ্বে আর্তনাদে উড়িতে লাগিল। অহি একে২ আটটি শাবকেই গিলিল। জন্মদায়িনী এই হৃদয়ক্লান্তনী ঘটনা সন্দর্শনে শূন্য নীড়ের নিকটবর্তিনী হইয়া উচ্চতর আর্তনাদে দেশ পূরিতেছে, এমত সময়ে সর্প আচম্বিতে লম্বমান হইয়া তাহাকেও ধরিয়া উদরস্থ করিল। উদরস্থ করিবামাত্র সে আপনি তৎক্ষণাৎ পাষাণদেহ হইয়া ভূতলে পড়িল। দেবমনোজ্ঞ কালকষ্ তৎকালে এই অদ্ভুত প্রপঞ্চের ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! তোমরা যে ট্রয়নগর অধিকার করিয়া রাজ্য প্রিয়ামের গৌরব-রবিকে চিররাহুগ্রাসে নিষ্ফেপ করিয়া চিরষশস্বী হইবে, দেবকুল তাহা তোমাদিগকে এই ইঙ্গিতে দেখাইয়াছেন ; কিন্তু তন্নিমিত্ত নয় বৎসর কাল তোমাদিগকে ছরস্ত্র রণক্রান্তি সহ্য করিতে হইবেক। এই কহিয়া অদিস্যাস পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে বীরকুল ! তোমরা সে দেবভেদভেদকের কথা কেন বিস্মৃত হইতেছ ? দেখ, নবম বৎসর

অর্ভুত হইয়া দশম বৎসর উপস্থিত হইয়াছে । এই বর্তমান বর্ষে যে আমরা কৃতকার্য হইব, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই । তোমরা তবে এখন কি বিবেচনায় পরিপক্ব শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অগ্নি প্রদান করিতে চাহ । এ কি মৃত্যুর কর্ম ?

বীরবরের এই উৎসাহদায়িনী বচনাবলী জ্ঞানদেবী আথে-
নীর মায়াবলে শ্রোতৃনিকরের মনোদেশে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল
হইল । এবং তাহার মুক্তকণ্ঠে বীরবরের অভিজ্ঞতা ও
বীরতার প্রশংসা করিতে লাগিল । অদিম্মাসের এই
বাক্যে প্রাচীন নেস্তর অনুমোদন করিলে রাজচক্রবর্তী আগে-
মেম্বনন্ নেতৃদলকে যুদ্ধার্থে সুসজ্জ হইতে আজ্ঞা দিলেন ।
যোধ সকল স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ পূর্বক ভাবী কাল যুদ্ধ
হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্ব স্ব ইচ্ছদেবের অর্চনা
করিলেন ।

সৈন্যদল রণসজ্জায় বাহির হইল । যেমন কোন গিরি-
শিরশ্চ বনে দাবানল প্রবেশ করিলে, বিভাবসুর বিভায় চতু-
র্দিক আলোকময় হয়, সেইরূপ বীরদলের বর্ষ-জ্যোতিতে
রণক্ষেত্র জ্যোতির্ময় হইল । যেরূপ কালে সারসমালা বন্ধ-
মালা হইয়া পবন পথ দিয়া ভীষণ স্বনে কোন তড়াগাভিমুখে
গমন করে, সেইরূপ শূরদল শূরনির্নাদে রিপুসৈন্যাভিমুখে যাত্রা
করিল । প্রতিনেতারাও স্ব স্ব যোধদলকে বদ্ধপারিকর হইয়া
অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্বক সমরে প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন ।
যেমন যুথপতি যুথমধ্যে বিরাজমান হয়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তী
রাজা আগেমেম্বনন্ ও সৈন্যদলমধ্যে শোভমান হইলেন ।
বীরপদভরে বনুমতী যেন কাঁপিয়া উঠিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



এ দিকে ত্রয় নগরস্থ রাজতোরণ হইতে বীরদল রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ভাস্বরকিরীটী রিপুকুল-মর্দন বীরেন্দ্র হেক্টরকে সেনাপতি-পদে অভিবিক্ত করিয়া ছুঁকার ধ্বনিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । পদধূলি-রাশি কুজ্ঝটিকা-রূপে আকাশমার্গে উস্থিত হইয়া রণস্থল যেন অন্ধকারময় করিল । দুই দল পরস্পর সম্মুখবর্তী হইয়া রণোদ্‌যোগ করিতেছে, এমত সময়ে দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, হস্তে বক্র ধনুঃ, পৃষ্ঠে তুণ, উরুদেশে লম্বমান অসি, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুম্ভ আশ্ফালন করতঃ অগ্রসর হইয়া বীরনাদে বিপক্ষ পক্ষের বীরকুলেন্দ্রকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন । যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ দীর্ঘশৃঙ্গী কুরঙ্গী কিম্বা অন্য কোন বনচর অজাদি পশু সন্দর্শনে নিরতিশয় উল্লাস সহকারে বেগে তদভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ রণবিশারদ বীরকুলতিলক মানিল্যুস চিরঘণিত বৈরীকে দেখিয়া রথ হইতে ভূতলে লম্ব প্রদান করিলেন । এবং এই মনে ভাবিলেন, যে দেবপ্রসাদে সেই চির-ঈপ্সিত সময় উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে তিনি এই অকৃতজ্ঞ অতিথির যথাবিধি প্রতিবিধান করিতে পারিবেন । কিন্তু যেমন কোন পথিক সহসা পথপ্রান্তে গুলুমধ্যে কাল-সর্পকে দর্শন করিয়া ত্রাসে পুরোগমনে বিরত হয়, সেইরূপ সুন্দর বীর স্কন্দর মানিল্যুসকে দেখিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া স্বসৈন্য মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন ।

স্বাতার এতাদৃশী ভীকতা ও কাপুরুষতা সন্দর্শনে মহেশ্বাস হেক্টর ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া এই রূপে তাহাকে ভৎসনা করিতে লাগিলেন,—রে পামর ! বিধাতা কি তোকে এ সুন্দর বীরাকৃতি কেবল স্ত্রীগণের মনোমোহনার্থেই দিয়াছেন । হা ধিক্ ! তুই যদি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কাল-গ্রাসে পতিত হইতিস্, তাহা হইলে, তোর দ্বারা আমাদের এ জগদ্বিখ্যাত পিতৃকুল কখনই সকলক্ হইতে পারিত না । তোর মূর্তি দেখিলে, আপাততঃ বোধ হয়, যে তুই ট্রয়নগরস্থ একজন বীর পুরুষ ! কিন্তু তোর ও হৃদয়ে সাহসের লেশ মাত্রও নাই । তোরে ধিক্ ! তুই স্ত্রীলোক অপেক্ষাও অধম ও ভীক । তোর কি গুণে যে সেই ক্রশোদরী রমণী বীর-কুলেপ্সিতা বীর পত্নীর মন ভুলিল, তাহা বুঝিতে পারি না । তোর সেই সতত-বাদিত সুমধুর বীণা, যদ্বারা তুই প্রেম-দেবীর প্রসাদে প্রমদাকুলের মনঃ হরণ করিস্, অতি ত্বরায়ই নীরব হইবে । আর তোর এই নারীকুল-নিগড়-স্বরূপ চূর্ণকুণ্ডল ও তোর এই নারীকুল-নয়নরঞ্জন অবয়ব অচিরে ধূলায় ধূসরিত হইবে । এমন কি, যদি ট্রয়নগরস্থ জনগণের হৃদয় দয়াদ্র না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা এই দণ্ডেই প্রস্তর-নিষ্ক্ষেপণে তোর কঙ্কালজাল চূর্ণ করিত । রে অধম ! তোর সদৃশ স্বদেশের অহিতকারী ব্যক্তি কি আর দুটি আছে ।

সৌদরের এইরূপ তিরস্কারে ও পকষবচনে দেবাকৃতি সুন্দর বীর সুন্দর অতি মৃদুভারে ও নতশিরে উত্তর করিলেন—
হে ভ্রাতঃ হেক্টর ! তোমার এ তিরস্কার ন্যায্য ! তন্নিমিত্তই আমি ইহা সহ্য করিতেছি । বিধাতা তোমাকে বলীকুলের

কুলপ্রদীপ করিয়াছেন বলিয়া তুমি যে সৌন্দর্য্যপ্রভৃতি নারীকুল-মনোহারিণী দেবদত্ত গুণাবলীকে অবহেলা কর, ইহা কি তোমার উচিত? তবে তোমার, ভাই, যদি ইচ্ছা হয়, তুমি উভয়দল মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও, যে আমি নারী-কুলোত্তমা হেলেনী সুন্দরীর নিমিত্ত মহেষ্টাস মানিল্যুসের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের দুই জনের মধ্যে যে জন জয়ী হইবে, সে জন সেই সুন্দরী বামাকে জয়-পতাকা-স্বরূপ লাভ করিবে। আর তোমরা উভয় দলে চিরসন্ধি দ্বারা এ দুঃস্থ রণাগ্নি নির্বাণ পূর্ব্বক, যাহারা এদেশনিবাসী, তাহারা ট্রয়নগরে ও যাহারা দ্রুতগ-তুরগ-যোনি ও কুরঙ্গনয়না অঙ্গনাময় হেলাস্-দেশ-নিবাসী, তাহারা সেই সুদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিও।

বীরযুধ হেক্টর ভ্রাতার এতাদৃশ বচনে পরমাক্সান্দে স্বকুন্তুর মধ্যস্থল ধারণ করতঃ উভয়দলের মধ্যগত হইয়া স্ববলদলকে রণকার্য্য হইতে নিবারিলেন। গ্রীক-যোধেরা অরিন্দম হেক্টরকে সহায়হীন সন্দর্শনে আন্তে ব্যস্তে শরাসনে শর যোজনা করিতে লাগিল। কেহ বা পাষণ ও লোষ্ট্র নিষ্ক্ষেপণার্থে উদ্যত হইতেছে, এমত সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা আগেমেমনন্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে যোধদল! এক্ষণে তোমরা ক্ষান্ত হও। তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না, যে ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর কোন বিশেষ প্রস্তাব করণাভিপ্রায়ে এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজার এই কথা শুনিবা মাত্র যোধদল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া নিরস্ত হইল। হেক্টর উচ্চভাবে কহিলেন, হে বীরবৃন্দ, আমার সহোদর দেবাকৃতি সুন্দর বীর স্কন্দর, যিনি এই সাংগ্রামিক-

কুলের নিমূলকারী এ সংগ্রামের মূল কারণ, আমাদেরকে এই যুদ্ধকার্য হইতে বিরত করিবার জন্য এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে স্কন্দপ্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, আর আমরা সকলে বিরত হইয়া এই আহব-কোতূহল সন্দর্শন করি । এ দ্বন্দ্বযুদ্ধে যিনি জয়ী হইবেন, সেই ভাগ্যধর পুরুষ হেলেনী ললনাকে পুরস্কাররূপে পাইবেন ।

ভাস্বর-কিরীটী শূরেন্দ্র হেক্টরের এইরূপ কথা শুনিয়া স্কন্দ-প্রিয় বীরেন্দ্র মানিল্যুস কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! এ বীরবরের এ বীরপ্রস্তাব অপেক্ষা আর কি শাস্তি ও সম্ভ্রাষ-জনক প্রস্তাব হইতে পারে ? আমার কোন মতেই এমত ইচ্ছা নয়, যে আমার হিতের জন্য প্রাণী সমূহ অকালে শমন-ভবনে গমন করে ; কিন্তু তোমরা, হে শূরবর্গ ! দেবী বহুমতীর বলির নিমিত্ত একটা শুভ্র মেঘশাবক, সূর্য্যদেবের নিমিত্ত একটা কৃষ্ণবর্ণ মেঘশাবক, এবং দেবকুলপতির নিমিত্ত আর একটা মেঘশাবক, এই তিনটা মেঘশাবক আহরণ করিতে চেষ্টা পাও । আর বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়ানের আহ্বানার্থে দূত প্রেরণ কর ; কেননা, তাহার পুত্রেরা অতি অহঙ্কারী, ও অবিশ্বাসী, এবং বিজ্ঞ জনেরাও বলিয়া থাকেন, যে যৌবনকালে যৌবনমদে যুবজনের মনস্থিরতা অতীব দুর্লভ । কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তিসমূহ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, এই তিনকাল বিলক্ষণ বিবেচনা না করিয়া কোন কর্মেই হস্তার্পণ করেন না ।

বীরবরের এইরূপ কথা শ্রবণে উভয় দল আনন্দার্ণবে মগ্ন হইল ; রথী রথাসন, সাদী অশ্বাসন পরিত্যাগ করতঃ ভূতলে নামিয়া বসিল । এবং অস্ত্র শস্ত্র সকল রাশীকৃত করিয়া একত্রে রণক্ষেত্রোপরি রাখিল ।

বীরবর হেক্টর দুইজন ক্রতগামী সূচতুর কৰ্মদক্ষ দূতকে দুইটি মেষশাবক আনিতে ও মহারাজের আহ্বানার্থে নগরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন । রাজচক্রবর্তী আগেমেমন স্বদলস্থ একজন দূতকে তৃতীয় মেষশাবক আনিবার জন্য স্বশিবিরে পাঠাইলেন ।

দেবকুলালয় হইতে দেবকুলদূতী ঈরীবা সোঁদামিনী-গতিতে ঐয়নগরে আবিভূতা হইলেন, এবং রাজা প্রিয়ামের দুহিতৃ-কুলোত্তমা লঙ্কিকার রূপ ধারণ করিয়া দেবী হেলেনী সুন্দরীর সুন্দর মন্দিরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রূপগী সখী-দলের মধ্যে শিষ্প-কর্মে নিযুক্তা আছেন । ছদ্মবেশিনী পদ্ম-লোচনাকে ললিত বচনে কহিলেন, সখি হেলেনি ! চল, আমরা দুজনে নগর-তোরণ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করি । এক্ষণে উভয় দল রণক্ষেত্রে রণভরঙ্গ বহাইতে ক্ষান্ত পাইয়াছে ; রণনিদাদ শাস্ত হইয়াছে ; কেবল স্কন্দপ্রিয় মানিন্যুস এবং দেবাকৃতি সুন্দর-বীর স্কন্দর, এই দুই বীর পরস্পর ছরস্ত কুণ্ড যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে । তুমি, সখি, বিজয়ী পুরুষের পুরস্কার ।

দেবীর এইরূপ কথা শুনিয়া ক্রশোদরী হেলেনীর পূর্ব কথা স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল । এবং তিনি পরিত্যক্ত পতি, পরিত্যক্ত দেশ, এবং পরিত্যক্ত জনক জননীকে স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিলেন । কিঞ্চিৎ পরে শোক সম্বরণ পূর্বক এক শুভ্র ও সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠিকা দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন করিয়া ননদিনী লঙ্কিকার অনুগামিনী হইলেন । সুনৈত্রী অত্রী ও বরাননা ক্রিমেনী এই দুইজন পরিচারিকামাত্র পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল । উভয়ে

স্কিয়ান নামক নগর-তোরণ-চূড়ায় চড়িলেন । সে স্থলে বৃদ্ধ-রাজ প্রিয়াম্ বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত রণকার্যাক্ষম বৃদ্ধ মন্ত্রীদলের সহিত আসীন ছিলেন ।

শচীবৃন্দ দূর হইতে হেলেনী সুন্দরীকে নিরীক্ষণ করিয়া পরম্পর কহিতে লাগিলেন ; এতাদৃশী রূপসী রমণীর জন্য যে বীর পুরুষেরা ভীষণ রণে উন্মত্ত হইবে, এবং শোণিত-স্রোতে দেবী বসুমতীকে প্লাবিত করিবে, এ বড় বিচিত্র নহে । আহা ! নরকুলে এরূপ বিশ্ববিমোহনরূপ, বোধ হয়, আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না । তথাপি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, এ বিশ্বরমা বান্দা যেন এ নগর হইতে অতি ত্বরায় অন্যত্র চলিয়া যায় । মন্ত্রীদল অতি মৃদুস্বরে বারম্বার এই কথা কহিতে লাগিলেন ।

রাজা প্রিয়াম্ হেলেনী সুন্দরীকে সম্বোধিয়া সম্ভেহ বচনে এই কথা কহিলেন, বৎসে ! তুমি আমার নিকটে আইস । আর এই যে রণস্বরূপ বিপজ্জালে এ রাজবংশ পরিবেষ্টিত হইয়াছে, তুমি আপনাকে ইহার মূলকারণ বলিয়া ভাবিও না । এ দুর্ঘটনা আমারই ভাগ্যদোষে ঘটিয়াছে । ইহাতে তোমার অপরাধ কি ? তুমি নির্ভয় চিত্তে আমার নিকটে আসিয়া গ্রীকদলস্থ প্রধান প্রধান নেতৃ-দলের পরিচয় প্রদানে আমাকে পরিতুষ্ট কর ।

এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী হেলেনী রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ফেপ করতঃ রাজকুলপতি বৃদ্ধরাজ প্রিয়ামের নিকটবর্তিনী হইয়া তাঁহাকে বীরপুরুষদলের পরিচয় দিতেছেন, এমত সময়ে বীরবর হেক্টর-প্রেরিত দূতেরা

তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, হে নরকুলপতি, হে বাহুবলেন্দ্র, আপনাকে একবার রণস্থলে শুভাগমন করিতে হইবেক । কেননা, উভয় দল এই স্থির করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পর রণে প্রবৃত্ত হইবে না । কেবল মহেষ্টাস মানিল্যুস ও আপনার দেবাকৃতি পুত্র সুন্দর বীর স্কন্দর এই দুই জনে দ্বন্দ্ব রণ হইবে । আর এ রণীদ্বয়ের মধ্যে যে রণী বাহুবলে বিজয়ী হইবেন, সেই রণী এ হেলেনী সুন্দীরকে লাভ করিবেন । এফণে তাহাদের এই বাঞ্ছা, যে আপনি এ সন্ধিজনক প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন । আর শপথপূর্বক এই বলেন, যে আপনি আপনার এ অঙ্গীকার রক্ষা করিবেন ।

যুদ্ধরাজ প্রিয়াম্ প্রিয়তম পুল-প্রেরিত দূতের এই কথা শুনিয়া চকিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজরথ সুসজ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করতঃ অতিদ্বরায় তথায় উপস্থিত হইলেন । রাজচক্রবর্তী আগেমেম্‌নন্ প্রথমে রাজা প্রিয়ামের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া পরে যথাবিধি দেবপূজার আয়োজন করিলেন । এবং হস্ত তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবকুলেন্দ্র ! হে অসীম শক্তিশালী বিশ্বপিতঃ ! হে সর্কদর্শী গ্রহেন্দ্র রবি ! হে নদকুল ! হে মাতঃ বসুন্ধরে ! হে পাতাল-রুত-বসতি নরক-শাসক দেবদল ! যাহারা পাপাত্মাদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিয়া থাকেন । হে দেবকুল ! তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আর আমার এই প্রার্থনা শুন, যে এ দ্বন্দ্ব রণ সম্পর্কে যাহারা কুর্টাচরণ করিবে, তোমরা পরকালে তাহাদিগকে প্রতারণা-রূপ পাপের যথোচিত দণ্ড দিবে ।

রাজা এই কহিয়া অসিকোষ হইতে অসি নিক্ষেপ করিয়া পূজা সমাপনাশ্বে মেষশাবক সকলকে যথাবিধি বলি প্রদান করিলেন । এই রূপে পূজা সমাপ্ত হইল । পরে বৃদ্ধরাজ প্রিয়াম্ রাজচক্রবর্তী আগেমেম্বনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রথীকুলশ্রেষ্ঠ ! আপনি এ রণস্থলে আর বিলম্ব করিতে আমাকে অনুরোধ করিবেন না । রণরঙ্গে বৃদ্ধ ও দুর্বল জনের কোনই মনোরঙ্গ জন্মে না । এই কহিয়া রাজা স্বযানে আরোহণ পূর্বক নগরাভিমুখে গমন করিলেন ।

মহাবীর ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর ও সুবিজ্ঞ অদিম্যাস্ এই দুইজন উভয় জনের রণ করণার্থে রঙ্গভূমিস্বরূপ এক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । মহাবাহু সুন্দর বীর স্কন্দর এ কালাহবের নিমিত্ত সুসজ্জ হইলেন । তিনি প্রথমতঃ সূচাক উক্ৰাণ রজত কুড়ুপে বন্ধন করিলেন, উরোদেশে দুর্ভেদ্য উরস্ত্রাণ ধরিলেন, কক্ষদেশে ভীষণ রজতময়-মুষ্টি অসি ঝুলিল । পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড ফলক শোভা পাইল । মস্তক প্রদেশে সুগঠিত কিরীটোপরি অশ্বকেশনির্মিত চূড়া ভয়ঙ্কররূপে লড়িতে লাগিল । দক্ষিণ হস্তে নিশিত কুস্ত্র ধৃত হইল । রণপ্রিয় বীর-প্রবীর মানিল্যুসও ঐ রূপে সুসজ্জ হইলেন । কে যে প্রথমে কুস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, এই বিষয়ে গুটিকাপাতে প্রথম গুটিকা সুন্দর বীর স্কন্দরের নামে উঠিল । পরে বীরসিংহদ্বয় পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন । ভাবী ফল প্রত্যাশায় উভয় দলের রসনাসমূহ নিকদ্ধ হইল বটে ; কিন্তু তত্রাচ নয়ন সকল উন্মীলিত হইয়া রহিল ।

দেবাকৃতি সুন্দরবীর স্কন্দর রিপুদেহ লক্ষ্য করিয়া ছুঁকার শব্দে কুস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন । অস্ত্র উল্কাগতিতে চতুর্দিক

আলোকময় করিয়া বায়ুপথে চলিল ; কিন্তু মানিল্যুসের ফলক-প্রতিঘাতে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পড়িল । ফলকের দৃঢ়তা ও কঠিনতায় অস্ত্রের অগ্রভাগ কুণ্ঠিত হইয়া গেল । পরে স্কন্দপ্রিয় বীরকুলেন্দ্র মানিল্যুস স্বকুম্ভ দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ মনে মনে এই ভাবিয়া দেবকুলপতির সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন যে, হে বিশ্বপতি ! আপনি আমাকে এই প্রসাদ দান করুন যে, আমি যেন এই অধর্মাচারী রিপুকে রণস্থলে সংহার করিতে পারি ; তাহা হইলে, হে ধর্ম্মমূল, ভবিষ্যতে আর কখন কোন অধর্মাচারী অতিথি কোন ধর্ম্মপ্রিয় আতিথের জনের অনুপকার করিতে সাহস করিবে না । এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বীরকেশরী দীর্ঘচ্ছায় স্বকুম্ভ নিক্ষেপ করিলেন । অত্র মহানেগে প্রিয়াম্পুত্রের দীপ্তিশালী ফলেকোপরি পড়িয়া স্ববলে সে ফলক ও তৎপরে বীরবরের উরস্ত্রাণ ভেদ করিলে তিনি আত্মরক্ষার্থে সহসা এক পাশ্বে অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন । পরে মহেষ্वास মানিল্যুস সরোষে রিপু-গিরে প্রচণ্ড খণ্ডাঘাত করিলেন । সুন্দরবীর স্কন্দর ভীম-প্রহারে ভূমিতলে পতিত হইলেন । কিন্তু রণমুকুটের কঠিন-তায় খণ্ডা শত খণ্ড হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল । বীরশ্রেষ্ঠ পতিত রিপুর কিরীটচূড়া ধরিয়া মহাবলে এমত আকর্ষণ করিলেন, যে চিবুক নিম্নে সুনির্ম্মিত কিরীটবন্ধন চর্ম্ম গলদেশ নিস্পীড়ন করিতে লাগিল ।

এই রূপে জিষ্ণু মানিল্যুস ভূপতিত রিপুকে আকর্ষণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী অপ্রোদীতী স্বর্গোরব বর্দ্ধক জনের কাতরতায় অতীব কাতরা হইয়া সেই বন্ধন মোচন করিলেন । সুতরাং মানিল্যুসের হস্তে কেবল শিরস্ত্রাণ মাত্র অবশিষ্ট

রহিল। বীরবর অতি ক্রোধভরে কিরীটটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কুম্ভাঘাতে রিপুকে যমালয়ে প্রেরণার্থে ধাবমান হইলেন। দেবী অপ্ৰোদীতী প্রিয়পাত্রের এ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিবাগাত্র তাহাকে এক ঘন মায়াঘনে পরিবেষ্টিত করতঃ বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্বক শূন্যমার্গে উঠিয়া সৌদামিনী-গতিতে নগর মধ্যে সুবর্ণ-নির্মিত হর্ম্যে কুমুম-পরিমল-পূর্ণ শয়নাগারে শয্যোপরি প্রিয় বীরকে শয়ন করাইলেন।

এ দিকে ভুবনমোহিনী রাণী হেলেনী তোরণচূড়ায় দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন, এমত সময়ে দেবী অপ্ৰোদীতী স্নেত্রার ধাত্রীর রূপ ধারণ করতঃ আপন হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত স্পর্শিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার মনোমোহন সুন্দর বীর স্কন্দর তোমার বিরহে অধীর হইয়া তোমার কুমুমময় বাসর ঘরে বরবেশে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে, তোমার এরূপ বোধ হইবেনা, যে তিনি রণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত। বরঞ্চ ভূমি ভাবিবে, যে তিনি যেন বিলাসীবেশে নৃত্যশালায় গমনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

হেলেনী সুন্দরী দেবীর এই কথা শুনিয়া চকিতভাবে কথিকার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপ লাভণ্যের বৈলক্ষণ্যে বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি কে। পরে সসম্ভ্রমে কহিলেন, দেবি, আপনি কি পুনরায় এ হতভাগিনীকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া নব যন্ত্রণা দিতে যন্ত্রণা করিয়াছেন। আনন্দময়ী অপ্ৰোদীতী ইন্দীবরাক্ষীর এইরূপ বাক্যে অদৃশ্য-ভাবে তাহাকে স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে উপনীত করিলেন। বীরবর কুমুমময় কোমল শয্যায় বিশ্রাম লাভ করিতেছেন,

এমত সময়ে রাজ্ঞী হেলেনী তৎসন্নিধানে দেবদত্ত অঙ্গনে আসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, হে বীরকুলকলঙ্ক ! তুমি কেন যুদ্ধস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ ? আমার রণপ্রিয় পূর্বপতি মহেষ্টাস মানিন্যূসের হস্তে তোমার মৃত্যু হইলে ভাল হইত । যখন প্রথমে আমাদের এই কুলক্ষণা প্রীতির সঞ্চার হয়, তখন তুমি যে সব আত্মশ্লাঘা করিতে, এখন তোমার সে সব আত্মশ্লাঘা কোথায় গেল ? এখন তুমি কি সে সব অহঙ্কারগর্ভ অঙ্গীকার এই রূপে সুসঙ্গত করিতেছ ? মহেষ্টাস মানিন্যূসের সহিত তোমার উপমা উপমেয় ভাব কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।

সুন্দর বীর ক্ষন্দর প্রাণপ্রিয়াকে এইরূপ রোষপরবশ দেখিয়া সুমধুর ও প্রবোধ-বচনে কহিলেন, হে বিশ্ব-বিনোদিনি ! তোমার সুধাকর স্বরূপ বদন হইতে কি এ রূপ বিষরূপ গ্লানির উৎপত্তি হওয়া উচিত ? দুর্ঘট মানিন্যূস এ যাত্রায় বাঁচিল বটে ; কিন্তু যাত্রান্তরে কোন না কোন কালে আমার হস্তে যে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই । এই কহিয়া বীরবর সোহাগে ও সাদরে ক্রশোদরীর কোমল করকমল নিজ করকমল দ্বারা গ্রহণ করিলেন ।

সমরান্ত্রে দুর্ঘট মানিন্যূস বিনষ্টাশন ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ বন পশুর ন্যায় রণস্থলে ইতস্ততঃ পরিত্রমণ করতঃ সকল-কেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরব্রজ ! তোমরা কি জান, যে দুর্ঘটমতি কাপুরুষ ক্ষন্দর কোন্ স্থানে লুক্কায়িত আছে ? কিন্তু কেহই সেই রণস্থল পরিত্যাগীর কোন বার্তাই জানিতে পারিল না । পরে রাজচক্রবর্তী

আগেমেমন্ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈশ্বরে কহিলেন, হে বীরদল ! তোমারা ত সকলেই স্বচক্ষে দেখিতেছ, যে স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুস সমরবিজয়ী হইয়াছেন । অতএব এখন শপথানুসারে যুগাক্ষী হেলেনী সুন্দরীকে ফিরিয়া দেওয়া বিপক্ষ পক্ষের সর্বতোভাবে কর্তব্য কি না ? সৈন্যাধ্যক্ষের এই কথা শ্রবণ মাত্র গ্রীকযোধদল অতিমাত্র উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । মর্ত্যে এই রূপ হইতে লাগিল ।

অমরাবতীতে দেব-দেবী-দল দেবেन्द्रের সুবর্ণ অটালিকায় রত্নমণ্ডিত সভায় স্বর্ণাসনে বসিলেন । অনন্তর্যোবনা দেবী হীরী স্বর্ণপাত্র করিয়া সকলকেই সুপেয় অমৃত যোগাইতে লাগিলেন । আনন্দময়ী সুধা পান করতঃ সকলেই ট্রয়নগরের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেব-কুলেন্দ্রাণী বিশালাক্ষী হীরীকে বিরক্ত করিবার মানসে দেবকুলেন্দ্র এই গ্লানিজনক উক্তি করিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই অমরাবতী-নিবাসিনী দুইজন দেবী যে বীরবর মানিল্যুসের সহকারিতা করিতেছেন, ইহা সর্বত্র বিদিত । কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে দূর হইতে রণকোতূহল দর্শন ভিন্ন তাহারা আর অন্য কিছুই করিতেছেন না । কিন্তু দেখ, সুন্দর বীর স্কন্দরের হিতৈষিনী পরিহাসপ্রিয়া দেবী অপ্ৰোদীতী আপনার আশ্রিত জনের হিতার্থে কি না করিতেছেন । হে দেব-দেবী-বৃন্দ ! তোমরা কি দেখিলে না যে, দেবী বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন ।

স্কন্দপ্রিয় রথীশ্বর মানিল্যুস যে রণে জয়লাভ করিয়াছেন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই । অতএব আইস, সম্প্রতি আমরা এই বিষয় বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি, যে

হেলেনী সুন্দরীকে দিয়া এ রণাগ্নি নির্ঝাণ করা উচিত, কি এ সন্ধি ভঙ্গ করাইয়া, সে রণাগ্নি যাহাতে দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া ট্রয়নগর অকস্মাৎ ভস্মসাৎ করে তাহাই করা কর্তব্য ।

উগ্রচণ্ডা দেবকুলেন্দ্রাণী হীরী এইরূপ প্রস্তাবে রোষদক্ষ প্রায় হইয়া কহিলেন, হেঁ দেবেন্দ্র ! তুমি এ কি কহিতেছ ? যে জঘন্য নগর বিনষ্ট করিতে আমি এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি, তুমি কি তাহা রক্ষা করিতে চাহ ? মেঘশাস্তা দেবেন্দ্রও দেবেন্দ্রাণীর বাক্যে ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর করিলেন, রে জিঘাংসাপ্রিয়ে, রাজা প্রিয়াম্ ও তাহার পুত্রগণ তোমার নিকটে এত কি অপরাধ করিয়াছে, যে তুই তাহাদের নিধনসাধনে এত ব্যগ্র হইয়াছিস্ ? রে দুর্ঘে, বোধ করি, রাজা প্রিয়াম ও তাহার সম্ভান সম্ভতির রক্ত মাংস পাইলে তুই পরম পরিতুষ্টা হস্ ! তুই কি জানিস্ না, যে ঐ ট্রয়নগর আমার রক্ষিত ? সে যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তোমার সহিত আমার আর বিবাদ বিসম্বাদে প্রয়োজন নাই । তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর । কিন্তু যেন এই কথাটী তোমার মনে থাকে যে, যদি তোমার রক্ষিত কোন নগর আমি কোন না কোন কালে বিনষ্ট করিতে চাই, তখন তোমার তৎসম্পর্কীয় কোন আপত্তিই কখন ফলবতী হইবে না । গৌরাস্ত্রী দেবমহিষী দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতি সুমধুর স্বরে কহিলেন, দেবরাজ ! আমার অধীনস্থ যে কোন নগর যখন তুমি নষ্ট করিতে ইচ্ছা কর, করিও, আমি তদ্বিষয়ে কোন বাধা দিব না । কিন্তু তুমি এখন এইটী কর, যে যেন ট্রয়নগরের লোকেরা এই সন্ধি ভঙ্গ বিষয়ে প্রথমে হস্ত নিক্ষেপ করে ।

দেবপতি দেবকুলেশ্বরীর অনুরোধে সুশীলকমলাক্ষী আথেনীকে হাশ্রবদনে কহিলেন, বৎসে ! তুমি রণস্থলে গিয়া দেবেন্দ্রাণীর মনস্কামনা সুসিদ্ধ কর । যেমন অগ্নিময়ী উল্কা বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করতঃ পবনপথ হইতে অধোমুখে গমন করে, এবং সাগরগামী জনগণ ও রণোন্মত্ত সৈন্য সমূহকে অমঙ্গল ঘটনারূপ বিভীষিকা প্রদর্শনপূর্বক ভূতলে পতিত হয়, দেবী সেইরূপ অতিবেগে ও ভয়জনক আশ্রয়ে তেজে রণস্থলে সহস্রা অবতীর্ণা হইলেন । উভয়দল সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল । কোলাহলপূর্ণ স্থলে সহস্রা যেন শান্তিদেবীর আবির্ভাব হইল । রণরসনা সহস্রা স্বধর্ম ভুলিয়া গেল । দেবী রাজা প্রিয়ামের পরম রূপবান্ পুত্র লঙ্ককুশোর রূপ ধারণ করিয়া ত্রয়দলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । এবং পাণ্ডর্শ নামক একজন বীরবরের অন্ত্রবেগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, যে বীরেশ্বর ফলকশালী কুম্ভহস্ত যোধদলে পরিবেষ্টিত হইয়া এক প্রান্তভাগে দাঁড়াইয়া আছেন । ছদ্মবেশিনী দেবী কহিলেন, তে বীরর্ষভ পাণ্ডর্শ ! তোমার যদি অক্ষয় যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে তুমি স্বতুণ হইতে তীক্ষ্ণতম শর বাছিয়া লইয়া স্কন্দপ্রিয় মানিল্যুসকে বিদ্ধ কর ।

ছদ্মবেশিনী এই কথা কহিয়া মায়াবলে পাণ্ডর্শ বীরর্ষভের মনে এইরূপ ইচ্ছাবীজ ও রোপিত করিয়া দিলেন । পাণ্ডর্শ প্রচণ্ড শরাসনে গুণযোজনা পূর্বক মানিল্যুসকে লক্ষ্য করিয়া এক মহা তেজস্কর শর পরিত্যাগ করিলেন ; কিন্তু ছদ্মবেশিনী অদৃশ্যভাবে মানিল্যুসের নিকটবর্তিনী হইয়া, যেমন জননী করপদ্য সঞ্চালন দ্বারা সুপ্ত সূত হইতে মশক, কিম্বা অন্য কোন বিরক্তিজনক মক্ষিকা নিবারণ করেন,

সেইরূপ সেই গুরুদ্বার বাণ দূরীকৃত করিলেন বটে ; কিন্তু শরীরের নিম্নভাগে কিকিয়াত্র আঘাত করিতে দিলেন । শোণিত-স্রোতঃ বহিল । বধিরধারা বীরবরের শুভ্রকায়ে সিন্দূর-মার্জিত দ্বিরদরদের ন্যায় শোভা ধারণ করিল । অ অধর্ম কর্মে রাজচক্রবর্তী আগেযেমনের রোষাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । তিনি ক্ষত বিক্ষত ভ্রাতাকে সুশিক্ষিত ও সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্যের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরে বীরদলকে মহাহবে প্ররত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন । রাজ-যোধদল আন্তে ব্যস্তে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন । পুরোভাগে অশ্ব ও রথারোহী জনসমূহ, পশ্চাতে পদাতিক-বৃন্দ এই ত্রি-অঙ্গ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে রাজসৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় রণভ্রতে ত্রতী হইলেন ।

যেমন সাগরমুখে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করিলে ফেনচূড় তরঙ্গনিকর পর্যায়ক্রমে গভীর নিনাদে সাগরতীর আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐক্যযোধদল হুহুকার শব্দ করিয়া রণক্ষেত্রে রিপুদলকে আক্রমণ করিল । তুমুল রণ আরম্ভ হইল । ত্রাস, পলায়ন, কলহ, বধিরকর নিনাদ, দৃষ্টিরোধক ধূলারাশি, এই সকল একত্রীভূত হইয়া ভয়ানক হইয়া উঠিল । এক দিকে দেবকুলসেনানী স্বন্দ, অপর দিকে সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী বীর্যশালী বীরদলের সাহায্য করিতে লাগিলেন ।

• বরদেব নগরের উচ্চতম গৃহচূড়ায় দাঁড়াইয়া উৎসাহ প্রদানহেতু উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে অশ্বদমী ট্রয়নগরস্থ বীরগ্রাম ! তোমরা স্বমাহসে নির্ভর করিয়া যুদ্ধ কর । ঐক্যযোধগণের দেহ কিছু পাষণনির্মিত নহে ।

আর ও দলের চূড়ামণি বীরকুলেন্দ্র আকেলিসও এ রণস্থলে উপস্থিত নাই । সে সিন্ধুতীরে শিবিরমধ্যে অভিমানে স্থিরভাবে আছে । তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে রণক্রিয়া সমাধা কর ।

ট্রয়নগরস্থ বীরদল এইরূপে দেবোৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া বৈরীবর্গের সম্মুখীন হইলে ভীষণ রণ বাজিয়া উঠিল । ফলকে ফলকাঘাত, করবালে করবালাঘাত, হস্তা ও মুম্বু' জনের হুহুকার ও আর্তনাদ, এই প্রকার ও অন্যান্য প্রকার নিনাদে রণভূমি পরিপূরিত হইয়া উঠিল । যেমন বর্ষাকালে বহু উৎসর্গ হইতে বহু জলপ্রবাহ একত্রে মিলিত হইয়া গভীর গিরিগহ্বরে প্রবেশ পূর্বক মহারবে দেশ পরিপূরণ করে ; সেইরূপ ভৈরব রবে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল । ভগবতী বসুমতী রক্তে প্লাবিত হইয়া উঠিলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।



গ্রীকসৈন্যদলের মধ্যে দ্যোমিদ নামে এক মহাবীর-পুরুষ ছিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী সহস্রা তাঁহার হৃদয়ে রণগৌরবের লাভেচ্ছা উৎপাদিত করিয়া দিলে বীরকেশরী ছুঙ্কার ধ্বনি করতঃ রিপুদলাভি-মুখে ধাবমান হইলেন। যেমন গ্রীষ্মকালে লুদ্ধক নামক নক্ষত্র সাগরপ্রবাহে দেহ অবগাহন করিয়া আকাশমার্গে উদ্ভিত হইলে, তাহার ধক্ধক কিরণজালে চতুর্দিক প্রজ্বলিত হয়; সেইরূপ দ্যোমিদের শিরক্ষ, ফলক, ও বক্ষসম্পূর্ণ বিভাশাশি অনিবার বহির্গত হইতে লাগিল।

এ দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধরকে যোধদলের কালস্বরূপ দেখিয়া দেব বিশ্বকর্মার দারেস নামক এক জন নিতান্ত ভক্তজনের দুইজন রণপ্রিয় পুত্র রথে আরোহণ পূর্বক সিংহনাদে বাহির হইল। জ্যেষ্ঠ বীর রণদুর্মদ দ্যোমিদকে লক্ষ্য করিয়া স্বদীর্ঘাকার শূল নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অস্ত্র ব্যর্থ হইল। বীরযুগ্ম দ্যোমিদ আপন শূল দ্বারা বিপক্ষের বক্ষঃশূল বিদীর্ণ করিলে, বীরবর সে মহাঘাতে সহস্রা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া কালনিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশী দুর্ঘটনায় নিতান্ত ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া, সেই সুচাকনির্ষিত যান পরিত্যাগ পুরঃসর ভূতলে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া অতিদ্রুতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া দ্যোমিদ

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভীষণ নিনাদ করতঃ ধাবমান হইলেন ।

দেব বিশ্বকর্মা ভক্তপুত্রের এই ছুরবস্থা দূরীকরণার্থে তাঁহাকে এক মায়ামেঘে আবৃত করিলেন, সুতরাং সে আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িল না । ইত্যবসরে দেবী আথেনী, দেবকুলসেনানী আরেসকে ট্রয়সৈন্যদলের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ব্যগ্রতর দেখিয়া দেবযোধবরকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ; আরেস্ আরেস্, হে জনকুলনিধন ! হে রক্তাক্তা-বিলাসি ! হে নগর-প্রাচীর-প্রভঞ্জক ! এ রণক্ষেত্রে ভাই, আমাদের কি প্রয়োজন ? চল, আমরা দুজনে এস্থান হইতে প্রস্থান করি । বিশ্বপতি দেবকুলেন্দ্র, যে দলকে তাঁহার ইচ্ছা হয়, জয়ী করুন । এই কহিয়া দেবী দেবযোধবরের হস্তধারণ পূর্ব্বক রণক্ষেত্র নিকটস্থ স্কামন্দর নামক নদবরের দুর্ধ্বাদলশ্যাম তটে বিশ্রাম-লাভ-বাসনায় বসিলেন । রণস্থলে রণতরঙ্গ ভৈরব রবে বহিতে লাগিল । রাজচক্রবর্তী আগে-মেমনন্ প্রভৃতি মহাবিক্রমশালী বীরপুরুষেরা বহুসংখ্যকুরিপুকে পরাস্ত করিয়া অকালে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ পরাক্রম ও বাহুবলে সর্বোপরি বিরাজমান হইলেন ।

যেমন কোন নদ পর্ব্বতজাত স্রোতসমূহের সহকারে পুষ্ট-কায় হইয়া প্রবল বলে দৃঢ়নির্ম্মিত সেতু-নিকর অধঃপাত করতঃ বহুবিধ কুমুম ও শস্যময় ক্ষেত্রের আবরণ ভঞ্জন করে, এবং সম্মুখ-পাতিত বস্তু সকল স্থানান্তরিত করতঃ দুর্ধ্বার গতিতে সাগরমুখে বহিতে থাকে ; সেইরূপে রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ মহাপরাক্রমশালী জনগণকে

সমরশায়ী করিয়া বিপক্ষপক্ষের ব্যুহে অবার বলে প্রবেশ করিলেন। প্রচণ্ড ধনী পশুর্শ রণদুর্মদ দ্যোমিদ্কে রণমদে প্রমত্ত দেখিয়া, এ দুর্দান্ত শূলীকে দান্ত করিতে নিতান্ত উৎসুক হইলেন। এবং ভীষণ শরাসনে গুণ যোজনা করিয়া এক ভীক্ষুতর শর তদুদ্দেশে নিক্ষেপিলেন। ভীষণ অশনি-সদৃশ বাণ রণদুর্মদ দ্যোমিদের কবচ-চ্ছেদন করতঃ দক্ষিণকক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, সহসা শোণিত নিঃসরণে জ্যোতির্ময় বর্ম বিবর্ণ হইয়া উঠিল। পশুর্শ সহর্ষে চীৎকার করিয়া কহিলেন, হে বীরবৃন্দ ! তোমরা উল্লাসিত চিত্তে অগ্রসর হও ; কেন না, আমি বোধ করি, গ্রীকদের বলীশ্রেষ্ঠ যে শূর, সে আমার শরে অদ্য হতপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু বীরযত পশুর্শের এ প্রগল্ভ-গর্ত্ত বাক্য পণ্ড হইল। দেবী আথেনীর রূপায় রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ সে যাত্রায় নিস্তার পাইয়া পুনঃ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যেমন ক্ষুধাতুর সিংহ মেষপালকের অস্রাঘাতে নিরস্ত না হইয়া ভীমনাদে লক্ষ্য দিয়া মেষশ্রমে প্রবেশ করে, এবং সে স্থলস্থ, ভয়ে জড়ীভূত, অগণ্য মেষসমূহের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই বধ করে ; সেইরূপ রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ বৈরীদলকে নাশিতে লাগিলেন।

ট্রয়নগরস্থ বীরকুলচূড়ামণি এনেশ সৈন্য-মণ্ডলীকে লণ্ডভণ্ড দেখিয়া বীরেশ্বর পশুর্শকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বীরকুলতিলক ! তুমি আসিয়া অতি ত্বরায় আমার এই রথে আরোহণ কর। চল, আমরা উভয়ে এই রণদুর্মদ দ্যোমিদ্কে রণে মর্দন করিয়া চিরবশস্বী হই। পরে বীরদ্বয় এক রথোপরি আরূঢ় হইলে,

বীরেশ এনেণ অশ্বরশ্মি ধারণ করতঃ সারথ্যকার্য সমাধা করিতে লাগিলেন । বিচিত্র রথ অতিবেগে চলিল । রণদুর্মদ দ্যোমিদের স্থিনিল্যুস নামক এক প্রিয়সখা কহিলেন, সখে দ্যোমিদ ! সাবধান হও । ঐ দেখ, দুই জন দৃঢ়কম্পী বীরবর এক যানে আক্লুত হইয়া তোমার নিধন-সাধনার্থে আসিতেছেন । এক জনের নাম বীরকুলপতি পণ্ডর্শ । অপর জন সুধন্য বীর আঙ্কিশের ঔরসে হাস্যপ্রিয়া দেবী অপ্রোদীতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া এনেশাখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছেন । অতএব, হে সখে, তোমার এখন কি কর্তব্য, তাহা স্থির কর !

সখাবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্মদ দ্যোমিদ উত্তরিলেন, সখে, অন্য আর কি কর্তব্য ! বাহুবলে এ বীরদ্বয়কে শমনভবনের অতিথি করাই কর্তব্য !

বিচিত্র রথ নিকটবর্তী হইলে, পণ্ডর্শ সিংহনাদে রণদুর্মদ দ্যোমিদকে কহিলেন, হে সাহসাকর রণপ্রিয় দ্যোমিদ ! আমার বিদ্যাংগতি শর তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে অক্ষম হইয়াছে বটে ; কিন্তু দেখি, এক্ষণে আমার এ শূল তোমার কোন কুলক্ষণ ঘটাইতে পারে কি না ? এই কহিয়া বীরসিংহ দীর্ঘ কুম্ভ আক্ষালন করতঃ তাহা নিক্ষেপ করিলেন । অস্ত্র দুর্মদ দ্যোমিদের কলক ভেদ করিয়া কবচ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল । ইহা দেখিয়া পণ্ডর্শ কহিলেন, হে দ্যোমিদ ! নিশ্চয় জানিও, যে এইবার তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত । কেন না, আমার শূলে তোমার কলেবর ভিন্ন হইয়াছে । রণদুর্মদ দ্যোমিদ কহিলেন, হে সুধন্বি, এ তোমার ভ্রান্তিমাত্র । তোমার লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়াছে । এখন

যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তবে তুমি আমার এ শূলা-
ঘাত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার চেষ্টা পাও । এই কহিয়া
বীরবর সুদীর্ঘ শূল পরিত্যাগ করিলেন ।

দেবী আথেনীর ময়াবলে ভীষণ অস্ত্র প্রচণ্ড কোদণ্ড-
ধারী পণ্ডশের চক্ষুর নিম্নভাগ ভেদ করিয়া চক্ষুর নিমিষে
বীরবরের প্রাণ হরণ করিল । বীরবর রথ হইতে ভূতলে
পড়িলেন । বহুবিধ রঞ্জনে রঞ্জিত তাহার জ্যোতির্ময়
বর্ম ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল । বীর সখা পণ্ডশের
এই দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া নরেশ্বর এনেশ তাহার
মৃতদেহ রক্ষার্থে ফলক ও শূল গ্রহণ পূর্বক ভূতলে লক্ষ্য
দিয়া পড়িলেন । রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ এক প্রশস্ত প্রস্তুর-
খণ্ড, যাহা অধুনাতন দুইজন বলীয়ান্ পুরুষেও স্থানান্তর
করিতে পারে না, অতি সহজে উঠাইয়া এনেশকে লক্ষ্য
করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । এনেশ বিষমাঘাতে ভগ্নোক হইয়া
রণক্ষেত্রে পড়িলেন । এনেশের শেষাবস্থা উপস্থিত হই-
বার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে দেবী অপ্ৰোদীতী
প্রিয়পুত্রের এতাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া হাহাকার
ধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং আপনার সুকোমল সুশ্বেত
বাহুদ্বয় দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক আপনার
রক্ষিশালী পরিচ্ছদে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া
ক্ষত পুত্রকে রণভূমি হইতে দূরস্থ করিলেন ।

রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ দেবী আথেনীর বরে দিব্য চক্ষুঃ
পাইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কোমলাঙ্গী দেবী অপ্ৰো-
দীতীকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন । এবং তাহার
পশ্চাতে ২ ধাবমান হইয়া মহারোষভরে তাহার সুকোমল

হস্ত তীক্ষ্ণাশ্র শূল দ্বারা বিক্লন করিলেন, এবং কহিলেন, হে দেবপতি-দুহিতে ! তুমি এ রণস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছিলে ? রণরঙ্গ তোমার রঙ্গ নহে ! অবলা সরলা বালাকুলকে কুলের বাহির করাই তোমার উপযুক্ত রঙ্গ ! অতএব তোমার এ স্থানে আসা ভাল হয় নাই ! তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর ।

বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়া দেবী পুত্রবরকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, বিভাবসু রবিদেব বীরেশ এনেশকে অসহায় দেখিয়া তাহার প্রাণ রক্ষার্থে তাহাকে এমত এক ঘন ঘন দ্বারা আবৃত করিলেন, যে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না এবং কোন ঋতগামী অশ্বারোহী গ্রীক আসিয়াও তাহার প্রাণ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইল না । ঋতগামিনী দেবদূতী ঈরীশা দেবী অপ্রোদীতীর হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে সৈন্য-দলের বাহিরে লইয়া গেলেন । সুর-সুন্দরীর নয়ন-রঞ্জন বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল । রণক্ষেত্রের সন্নিধানে দেবকুল-সেনানী আরেস স্বামন্দর নদ-তীরে আপন অশ্ব ও অস্ত্রজাল মায়া-অন্ধকারে অন্ধকারাভূত করিয়া স্বয়ং সে সুদেশে বসিয়াছিলেন, ক্ষতাব্ধা দেবী অপ্রোদীতী ভূতলে জানুদ্বয় নিপাতিত করিয়া দেবসেনানীকে কাতর বচনে কহিলেন ; হে ভ্রাতঃ ! যদি তুমি তোমার এ ক্লিষ্টা ভগিনীকে তোমার ঐ ঋতগতি রথ খানি দাও, তাহা হইলে সে তৎসহকারে অতি দুরায় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে । দেখ, নিষ্ঠুর দুর্দান্ত রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ শূলাঘাতে আমাকে বিকলা করিয়াছে ।

দেবসেনানী ভগিনীর এতাদৃশী প্রার্থনায় প্রার্থনাদ হইলে, দেবদূতী ঈরীশা তৎক্ষণাৎ আন্তে ব্যস্তে ক্ষতা

দেবী অপ্ৰোদীতীকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে এক রথারোহণে অমরাবতীতে চলিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া পরিহাস-প্রিয়া স্বজননী দেবী দ্যোনীর পদতলে কাঁদিয়া কহিলেন, হে জননি ! দেখুন, রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ আমাকে কি যন্ত্রণা না দিয়াছে । হায়, মাতঃ ! আমি প্রিয়পুত্র এনেশের রক্ষার্থে কুক্ষণে রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে আমাকে এ ক্লেশভোগ করিতে হইত না । দেবী দ্যোনী দুহিতার অসহ্য বেদনার উপশম করণ মানসে নানা উপায় করিতে লাগিলেন ।

তদনন্তর দেবকুলেন্দ্র হেমাঙ্গিনী অঙ্গনাকুলারাধ্যাকে সুহাস্য বদনে কহিলেন, হে বৎসে ! এতাদৃশ কর্ম তোমার শোভা পায় না । রণকর্ম তোমার ধর্ম নহে । স্ত্রীপুরুষকে প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, এবং শুভ বিবাহে দম্পতী-দলকে সুখসাগরে মগ্ন করা, এই সকল ক্রিয়াই তোমার প্রকৃতক্রিয়া বটে ! কিন্তু ক্রুর সগ্রাম-সংক্রান্ত কর্মে তোমার ও কোমল হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত নহে । সে সকল কর্মে সেনানী আরেস ও রণপ্রিয়া আথেনী নিযুক্ত থাকুক । অমরাবতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল । মর্ত্তে রণক্ষেত্রে রণদুর্মদ দ্যোমিদ বিভাবসু রবিদেবকে অবহেলা করিয়া বীরেশ এনেশকে মারিতে চলিলেন । ইহা দেখিয়া দিনপতি পুরুষ বচনে কহিলেন, রে মূঢ় ! তুই কি অমর মরকে তুল্য জ্ঞান করিস্ ? রণ-দুর্মদ দ্যোমিদ দেববরকে রোষপরবশ দেখিয়া শঙ্কাকুলচিত্তে পশ্চাদগামী হইলে, গ্রহকুলেন্দ্র জ্ঞানশূন্য এনেশকে অনতি-দূরে স্বমন্দিরে রাখিলেন । তথায় দুই জন দেবী আবি-

ভূতা হইয়া বীরেশের শুক্রবাধি করিতে লাগিলেন । এদিকে রবিদেব মায়াকুহকে বীরেশ এনেশের রূপ ধারণ করিয়া রণস্থলে রণিতে লাগিলেন । সেনানী আরেসও ট্রয় নগরস্থ সেনাদলকে যুদ্ধার্থে উৎসাহ প্রদানিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

ইতিমধ্যে দেবীদ্বয়ের শুক্রবায় বীরেশ্বর এনেশ কিঞ্চিৎ স্নান ও সবলতা লাভ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং অনেকানেক বিপাকপক্ষ রথীদলকে ভূতল-শায়ী করিলেন । বীর-চুড়ামণি হেক্টর সর্পিদন নামক বীরের পরামর্শে রণস্থলে পুনঃ দৃশ্যমান হইলেন । ট্রয় নগরস্থ সেনা বীরবরের শুভাগমনে যেন পুনর্জীবন পাইয়া মহাকোলা-হলে শত্রুদলকে আক্রমণ করিল । গ্রীক্‌দল রিপুদল-পাদোখিত ধূলায় ধূষরিত হইয়া উঠিল । বীরচুড়ামণি হেক্টর সিংহনাদ করতঃ সসৈন্যে যুদ্ধারম্ভ করিলেন । সেনানী আরেস ও উগ্রচণ্ডা দেবী বেলোনা বীরবরের সহায় হইলেন । সেনানী স্বন্দ কখন বা অরিন্দনের অগ্রে কখন বা পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । রণদুর্মদ দ্যোমিদ্ বীরচুড়ামণি হেক্টরের পরাক্রমে ভয়াক্রান্ত হইয়া অপমৃত হইলেন । যেমন কোন পথিক তমোময়ী নিশাতে কোন অজ্ঞাত পথে যাইতে যাইতে সহসা ক্ষত, বর্ষার প্রসাদে মহাকায়, কোন নদস্রোতের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া পুরোগতিতে বিরত হয়, দ্যোমিদেরও অবিকল সেই দশা ঘটয়া উঠিল । তিনি বীর-দলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরপুরুষগণ ! আমার বোধ হয়, যে কোন দেব যেন বীরচুড়ামণি হেক্টরের সহ-কারিতা করিতেছেন, নতুবা বীরবর রণে এক্রপ দুর্ব্বার হইয়া

উঠিবেন কেন ? মরামরে সমর সাম্প্রত নহে । অতএব এই রণে ভঙ্গ দেওয়া আমাদের উচিত ।

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণে এবং ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টরের নশ্বরঘাতে বীরবন্দ রণরঙ্গে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হইতেছে ; এমত সময়ে শ্বেতভুজা ইন্দ্রাণী হীরী দেবী আথেনীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে সখি ! আমরা মহেষ্টাস মানিলুসের সকাশে কি বৃথা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি । দেখ, শোণিত-প্রিয় দেব-সেনানী অরিন্দম হেক্টরের সহকারে কত শত গ্রীক্ বীরেন্দ্রকে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত ও চির-অন্ধকারে অন্ধকারায়ত করিতেছেন । হে সখি, চল, আমরা দুজনে এই রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দেখি, যদি আমরা এ দুরন্ত দেবসেনানীকে কোনপ্রকারে শাস্ত করিয়া এ নরাস্তক হেক্টরের বলের ক্রটি করিতে পারি ।

এই কহিয়া আয়তলোচনা দেবী আপন আশুগতি বাজী-রাজিকে স্বর্ণ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন । দেবকিকরী হীরী হৈমময় দেবযান যোজনা করিয়া দিলেন । দেবীদ্বয় তদুপরি রণবেশে আকৃঢ় হইলেন । অমরাবতীর হৈমদ্বার সুমধুর ধ্বনিতে খুলিল । বিমান নভঃস্থল হইতে আশু-গতিতে ধরণীর দিকে আসিতে লাগিল । রণস্থলের নিকট-বর্তী কোন এক নদতটে দেবযান মায়ামেঘে আবৃত করিয়া ভীমাকৃতি দেবীদ্বয় ভীম সিংহনাদে প্রচণ্ড ধ্বংস আশ্ফালন করতঃ রণস্থলে প্রবেশ করিলেন । গ্রীক্দের সাহসায় পুনর্বার যেন দুর্বার ছতাশন-তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । দেবেন্দ্রাণী হীরীও প্রবলভাষী প্রশস্তান্তঃ-করণ স্তম্বরনামক কোন এক জন বীরের প্রতিমূর্তি

ধারণ করিয়া ছুঙ্কার ধ্বনিতে গ্রীকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী রণ-
 দুর্মদ দ্যোমিদের সারথিকে অপদস্থ করিয়া তৎপদে স্বয়ং
 আরোহণ করিলেন । মহাভরে চক্রদ্বয় যেন আর্তিনাদ-
 স্বরূপ ঘোর ঘর্ষনাদে ঘুরিতে লাগিল । দেবী স্বয়ং অশ্ব-
 রজ্জু ও কশা ধারণ পূর্বক রক্তাক্ত সেনানীর দিকে অতি দ্রুত-
 বেগে রথ পরিচালনা করিলেন । সুরসেনানী দুর্মদ দ্যোমিদকে
 আসিতে দেখিয়া আপন রথ ভীষণ বেগে পরিচালিত কর-
 তঃ ভীষণ শূল দ্বারা নর-রিপুকে শমনধামে প্রেরণ করিবার
 জন্যে বাহু প্রসারণ করিয়া ভীষণ শূল দৃঢ়তররূপে
 ধারণ করিলেন । কিন্তু মায়াময়ী দেবী আথেনী অদৃশ্য-
 ভাবে সে শূলের লক্ষ্য ক্ষণমাত্রে অমোদ করিয়া
 দিলেন । রণদুর্মদ দ্যোমিদ দুর্দ্বর্ষ আরেস্কে আপন
 শূল দিয়া আক্রমণ করিলে, দেবী আথেনী স্ববলে ঐ অস্ত্র
 দ্বারা সুর-সেনানীর উদরভলে ভীমাঘাত করিলেন । দেব-
 বীরেন্দ্র বিষম যাতনায় গস্তীর আর্তিনাদ করিলেন ।
 যেমন রণমদে প্রমত্ত নয় কি দশ সহস্র রথীদল একত্রীভূত
 হইয়া ছুঙ্কারিলে চতুর্দিক ভৈরবারবে পরিপূর্ণ হয়, বীরে-
 ন্দ্রের আর্তিনাদে অবিকল সেইরূপ হইল ।

শঙ্কা দেবী সহসা উভয় দলের মধ্যে দর্শন দিলেন । যেমন
 গ্রীষ্মকালে বাত্যারম্ভে মেঘগ্রামের একত্র সমাগমে আকাশ-
 মণ্ডল ঝটিত অন্ধকারময় হয়; সেইরূপ ভয়জনক মালিন্যে মলিন-
 বদন হইয়া নিত্য রণপ্রিয় সুররথী অমরাবতীতে চলিলেন ।

দেবেন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেব বীরকেশরী
 নিবেদিলেন, হে বিশ্বপিতঃ ! দেখুন, আপনি কেমন একটা

উন্নতা ও পায়ান-ছন্দয়া দুহিতার সৃষ্টি করিয়াছেন । দেবী আথেনীর উৎসাহ সহকারে রণদুর্মদ দ্যোগিন্দ আমার কি দুরবস্থা না করিয়াছে ? এই বাক্যে দেবপতি উত্তর করিলেন, রে দুরন্তু নিত্যকলহপ্রিয় দেবকুলাঙ্গার ! তুই অন্যের উপর কোন্ মুখ দিয়া অভিযোগ ও দোষারোপ করিস্ ! তুই ভোর গর্ভধারিণী হীরীর খর ও অনমনশীল স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিস্ । সে এত দূর অদমনীয়া, যে আমিও তাহাকে দমন করিতে অক্ষম । সে যাহাইউক, তুই আমার ঔরসজাত, নতুনা আমি উরানুপুত্র দৈভ্যদলের সহিত তোকে এই-নুহুর্ভেই চিরকালের নিমিত্ত কারাগারে আবদ্ধ করিতাম । এই कहিয়া দেবকুলপতি দেবধন্বন্তুরী পায়নকে যথাবিধি ঔষধে ক্ষত সেনানীকে আরোগ্য করিতে আজ্ঞা দিলেন ।

রণস্থল হইতে দেবসেনানীকে পলায়মান দেখিয়া তজ্জননী অতীব বীর্যবতী দেবী হীরী মহাবলবতী সহকারিণী দেবী আথেনীর সহিত স্বর্গধামে পুনর্গমন করিলেন । তদনন্তর ক্রমে ক্রমে বীরকুলের পরাক্রমাগ্নি রণস্থলে যেন নিস্তেজ হইতে লাগিল । কিন্তু ইতস্ততঃ সে পরাক্রমাগ্নি যৎকিঞ্চিৎ প্রজ্বলিত রহিল ।

এমত সময়ে কোন এক ত্রৈশ্ব বীরবর দুর্ভাগ্যক্রমে স্কন্দ-প্রিয় বীরেশ মানিল্যাসের হস্তে পড়িলেন । ভাগ্যহীন বীরবরের অশ্বদয় সচকিতে রথসহ ধাবমান হইলে পর, রথচক্র পথস্থিত কোন এক বৃক্ষের আঘাতে ভগ্ন হইলে, বীরবর লক্ষ্য-দিয়া ভূতলে পড়িলেন । এ দুরবস্থায় নিরস্ত্র হইয়া ভগ্নরথ রথী কালদওধারী কালের ন্যায় প্রচণ্ড শূলী রণপ্রিয় বীরসিংহ মানিল্যাসকে সকাশে দণ্ডায়মান দেখিলেন, এবং সভয়ে

তাহার জানুদ্বয় গ্রহণ করতঃ বিনীত বচনে কহিলেন, হে বীরকুলহর্যক্ষ ! আপনি আমাকে প্রাণ দান দিউন । আমি যে আপনার বন্দী হইয়া এ মানবলীলাস্থলে জীবিত আছি, আমার ধনাঢ্য পিতা এ সুসম্বাদ পাইলে বহুবিধ ধনে আমার মোচনক্রিয়া সমাধা করিতে সযত্ন হইবেন । রিপুবরের এতাদৃশী কাতরতায় বীরকেশরী মানিল্যুসের হৃদয়ে ককণার সঞ্চারণ হইল । তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিতেছেন, এমত সময়ে রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ আরক্ত নয়নে অগ্রগামী হইয়া পঞ্চ বচনে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে কোমল-হৃদয় ! ট্রয়স্থ লোকদিগের হস্তে তুমি কি এত দূর পর্য্যন্ত উপরূত হইয়াছ যে, তোমার অন্তঃকরণ এখনও তাহাদিগের প্রতি দয়াজ্ঞ । দেখ ভাই ! আমার বিবেচনার, ও পাপনগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, কি উদরস্থ শিশু, যাহাকে পাও, তাহাকেই যমালয়ে প্রেরণ করা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ । মহোদরের এই ব্যঙ্গরূপ নিদাঘে বীরবর মানিল্যুসের হৃৎসরোবরস্থ ককণারূপ মুকুলিত কমল শুষ্ক হইল । তিনি হতভাগা অক্রান্তকে ভ্রাতৃ সন্নিধানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলে, নিষ্ঠুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাহার উদরদেশ খরশূলে ভিন্ন করিলেন । অক্রান্ত ভীমার্ভনাদে ভূপাতিত হইলেন । রাজচক্রবর্তী সৈন্যাদ্যক্ষ মহোদয় তাহার বক্ষঃস্থলে পদ নিক্ষেপ করিয়া স্ববলে শূল টানিয়া বাহির করিলেন । ক্লিব বিভাবরী অভাগা অক্রান্তের নয়নরশ্মি চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকারাবৃত করিল । এবং বীরবরের দেহাগার হইতে অকালমুক্ত আত্মা বিষণ্ণবদনে যমালয়ে চলিল । গ্রীক সৈন্যদল মধ্যে যেন পুনকভেজিত অগ্নির ন্যায় রণাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । রণদুর্মদ

দ্যোমিদের পরাক্রমে ঐয়দল রণপরাঙ্কুখতার লক্ষণ প্রদর্শন করাইতে লাগিল । এতদর্শনে রাজকুলপতি প্রিয়ামের সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ পুত্র হেলেনুস্ ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর ও বীরেশ এনেশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়, তোমরা রণপরাঙ্কুখ সৈন্যদলকে পুনরুৎসাহান্বিত কর । কেন না, তোমরা এ দলের বীরকুলশ্রেষ্ঠ ! পরে যোধগণ দৃঢ়চিত্তে ও অধ্যবসায় সহকারে রণারম্ভ করিলে, তুমি, হে ভ্রাতঃ হেক্টর, নগরান্তরে প্রবেশ করতঃ আমাদিগের রাজ-জননী চরণতলে এই নিবেদন করিও, যে তিনি যেন অতি ত্বরায় ঐয়স্ব রক্ষা কুলবধু দলের মধ্যে সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর দুর্গশিরস্থিত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহারে তাঁহার আরাধনা করিয়া এই বর মাগেন যে, দেবকুলেন্দ্র-বালা যেন এ রণদুর্ম্মদ দ্যোমিদের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন । আমার বিবেচনায় এ রথীপতি দেবযোনি আকিলীসের অপেক্ষাও পরাক্রমশালী । ভ্রাতার এই হিতকর বাক্য শ্রবণে ভাস্বর-কিরীটী বীরেশ্বর হেক্টর রথ হইতে লক্ষ্য দিয়া ভূতলে পড়িলেন । এবং স্বীয় ভীষণ দীর্ঘ-ছায় শত্রুর শূল আন্দোলন করতঃ হুঙ্কার ধ্বনিতে রণক্ষেত্র পরিপূর্ণ করিলেন । গ্রীক সৈন্যদল বীরবরের এতাদৃশী অকুতোভয়তা সন্দর্শনে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এ রথী কি মানবযোনি না নর-মণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশমণ্ডল হইতে দেবাবতার ?

এদিকে অরিন্দম ঐয়কুলবীরেন্দু আপনাদের স্বদলকে পুনরুৎসাহ প্রদান পূর্বক সুন্দর সন্দনে আশুগতি অশ্ব-যোজনা করিয়া নগরাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন । কতক্ষণ পরে

বীরকেশরী স্কিয়ান্-নামক নগর তোরণসম্মুখে উপস্থিত হইলেন । অমনি চতুর্দিক হইতে কুলবালা কুলবধু ও কুলজননীগণ বহির্গত হইয়া সুমধুর স্বরে, কেহবা ভ্রাতা, কেহবা প্রণয়ী জন, কেহবা স্বামী, কেহবা পুত্র, এই সকলের কুশল-বার্তা অতীব বিকল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন । কিন্তু বীরপতি তাহাদিগকে এই কহিয়া বিদায় করিলেন, যে তোমরা এ সকল প্রিয়পাত্রের মঙ্গলার্থে মঙ্গলকারী দেবদলের আরাধনা কর । কেননা, অনেকের দুর্ভাগ্য আসন্ন প্রায়, এই কহিয়া রাজপুত্র অতিক্রম গমনে রাজ-অটালিকার নিকটবর্তী হইলেন । রাজরাণী হেকাবী রাজা প্রিয়ামের রাজহর্ম্য হইতে পুত্রকুলোত্তম বীরবর হেক্টরকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং স্নেহাঙ্গু হইয়া তাহার করগ্রহণপূর্বক কহিলেন, বৎস ! তুই কি নিমিত্ত রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নগর মধ্যে আসিয়াছিস্ । তুই কি এ জঘন্য রিপুদলের জিঘাংসায় দেবপিতা দেবেন্দ্রকে দুর্গস্থিত মন্দিরে বন্দিতে আসিয়াছিস্, তুই কিয়ংকাল এখানে অবস্থিতি কর । এই দেখ, আমি স্বর্ণপাত্রে করিয়া প্রাসন্নকারক দ্রাক্ষারস আনিয়াছি । তুই আপনি তার কিঞ্চিদংশ পান কর, কেননা, ক্রান্ত জনের ক্রান্তিহরণার্থে সুধারূপ সুরাই পরম ঔষধ । আর কিঞ্চিদংশ দেবকুলপতির তর্পণার্থে ভূমিতে ঢালিয়া দে, ভাস্বর-কিরীটী রণীকুলেশ্বর হেক্টর উত্তর করিলেন, হে জননি ! ভূমি আমাকে সুরাপান করিতে অনুরোধ করিও না । কেননা, তাহার দাদকতা শক্তি আছে, হয়ত, তাহার ভেজে বাহুবলের অনেক অনিষ্ট হইতে পারিবে, আর আমি, হে ভগবতি !

এ অপবিত্র রক্তাক্ত হস্ত দিয়া পাত্রগ্রহণ করতঃ দেবেন্দ্রের তর্পণার্থে সুরা ঢালিয়া দি, ইহা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এই উদ্দেশ্যেই নগর প্রবেশ করি নাই। আমি তোমার নিকট এই যাচঞা করিতেছি, যে তুমি, হে রাজমাতঃ, অবিলম্বে ট্রয়স্ রুদ্ধা অতি মাননীয় কুলবধু-দলের সহিত দুর্গশিরস্ সুকেশিনী মহাদেবী আথেনীর মন্দিরে গিয়া নানাবিধ উপহারে দেবীর পূজা করিয়া এই বর প্রার্থনা কর, যে তিনি যেন রণদুর্মদ দ্যোমিদের পরাক্রমাগ্নি হইতে আমাদের রক্ষা করেন। আমি ইত্যবসরে একবার স্কন্দরের সুন্দর মন্দিরে যাই, দেখি, যদি সে ভীক কাপুরুষের হৃদয়ে রণপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারি, হায়, মাতঃ! তুমি যখন এ কুলাঙ্গারকে প্রসব করিয়াছিলে তখন বসুমতী দ্বিধা হইয়া কেন তাহাকে গ্রাস করেন নাই। তাহা হইলে কখনই এ বিপুল রাজকুলের এতাদৃশী দুর্গতি ঘটত না। রাজকুলভিলক এই কহিলে, দেবী হেকাবী ক্রতগতিতে আপন সুগন্ধময় মন্দির হইতে বহুবিধ পূজোপহারের আয়োজন করিলেন। এবং দূতীদ্বারা বৃদ্ধা ও মান্য কুলবতীদলকে আহ্বান করতঃ মহাদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তেয়ানীনামী কিসীশনামক কোন এক মাননীয় ব্যক্তির ইন্দুনিভাননা দুহিতা, যিনি মহাদেবীর নিত্য সেবিকা ছিলেন, মন্দির-দ্বার উদ্বাটন করিলে রমণীদল ক্রন্দনধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ করিলেন। এবং মনে মনে নানা মানসিক করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, যে দেবকুলেন্দ্রবালা রণদুর্মদ দ্যোমিদের এবং অন্যান্য গ্রীকৃষোধের বাহুবল দুর্বল করিয়া ট্রয়নগরস্ কুলবধু ও শিশুকুলের মান ও প্রাণ

রক্ষা করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্নকেশিনী মহাদেবী এ বর প্রদানে বিমুখ হইলেন ।

এদিকে অরিন্দম হেক্টর সুন্দরবীর স্কন্দরের বিচিত্র পাষণ-নির্মিত সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যে বিলাসী আপন সূচাক বর্ম, ফলক, ও অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি রণপরিচ্ছদ সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতেছেন । বীরবর হেক্টর তাহাকে পক্ষব বচনে ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে দুরাচার দুর্মতি ! তোমার নিমিত্তে শত শত লোক শোণিত প্রবাহে রণভূমি প্লাবিত করিতেছে । আর তুই এখানে এরূপ নিশ্চিন্ত অবস্থায় বিশ্রাম লাভ করিতেছিস্ । হায়, তোরে ধিক্ !

দেবাকৃতি সুন্দরবীর স্কন্দর ভ্রাতার এতাদৃশ বচন বিন্যাসে উত্তরিলেন, হে ভ্রাতঃ ! তোমার এ তিরস্কার-বাক্য অনুপযুক্ত নহে । সে যাহা হউক, তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর, আমাকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে দাও । নতুবা তুমি অগ্রগামী হও । আমি অতি দুরায় তোমার অনুসরণ করিব । এই কথায় বীরবর হেক্টর কোন উত্তর না করাতে হেলেনী রূপসী অতি সুমধুর ভাবে কহিলেন, হে দেবর ! এ অভাগিনীর কি কুক্ষণে জন্ম ; দেখুন, আমি সতীধর্ম্যে ও কুললজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন ভীক-চিত্ত জনকে বরণ করিয়াছি । আমার কি দুর্ভাগ্য ! কিন্তু ও আক্ষেপ এক্ষণে রাখা । আপনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আসন পরিগ্রহ পূর্বক কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম লাভ করুন । হেক্টর কহিলেন, হে ভদ্রে ! আমার বিরহে দূর-রণক্ষেত্রে রণীবন্দ অতীব কাতর, অতএব আমি এস্থলে

আর বিলম্ব করিতে পারি না । কেননা, আমার এই ইচ্ছা, যে আমি পুনঃ রণযাত্রার অগ্রে একবার স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া প্রিয়তমা পত্নী, শিশু-সন্তানটী ও তাহাদের সেবা-নিযুক্ত সেবক-সেবিকাদিগকে দেখিয়া যাই । কে জানে, যে আমি এই রণভূমি হইতে আর পুনরাবর্তন করিতে পারিব কি না । এই বলিয়া ভাস্বর-কিরীটী হেক্টর দ্রুত-গতিতে স্বধামে চলিলেন । এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে শ্বেতভূজা অন্ধুমোকী সে স্থলে অনুপস্থিত, শুনিলেন, যে রণে গ্রীকদের জয়লাভ হইতেছে, এই সম্বাদে প্রিয়ম্বদা আপন শিশু-সন্তানটী লইয়া তাহার সুবেশিনী দাসীর সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্র-দর্শনাভিপ্রায়ে যাত্রা করিয়াছেন । এই বার্তা শ্রবণমাত্র বীরকেশরী ব্যগ্রচিত্তে তদভিমুখে বায়ু-বেগে চলিলেন । অনতিদূরে অরিন্দম, চিরানন্দ ভার্য্যার সাক্ষাৎকারলাভ করিলেন, এবং দাসীর ক্রোড়ে আপনার শিশু-সন্তানটীকে দেখিয়া ওষ্ঠাধর স্নেহাঙ্কুরে সুহাসাবৃত হইয়া উঠিল । কিন্তু অন্ধুমোকী স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া রোদন করিতে করিতে গদগদস্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় প্রাণ-নাথ ! আমি দেখিতেছি, এই বীরবীর্য্যই তোমার কাল হইবে, রণমদে উন্মত্ত হইলে এ অভাগিনী কিম্বা তোমার এ অনাথ শিশু-সন্তানটী, আমরা কেহই কি তোমার স্মরণ-পুথে স্থান পাই না । হায় ! তুমি কি জাননা, যে আমা-দের কুলরিপুদের যোধবর্গ তোমার নিধনসাধনে নিরবধি ব্যগ্র ? আর যদি তাহাদের এতাদৃশ মনস্কামনা ফলবতী হয়, তবে আমাদের উভয়ের যৎপরোনাস্তি দুর্দশা ঘটবে । বরঞ্চ ভগবতী বসুমতী এই ককন যে, তিনি যেন এ বিষম

বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্বেই দ্বিধা হইয়া এ হতভাগিনীকে আশ্রয় দেন। হে নাথ! তোমার অভাবে এ ধরণীতলে এ অভাগিনীর ভাগ্যে কি কোন সুখভোগ সম্ভবে। তোমা ব্যতীত, হে প্রাণেশ্বর! আমার আর কে আছে? জনক, জননী, সহোদর সকলেই এ হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে কাল-প্রাসে পতিত হইয়াছেন, হে নাথ! তোমা বিহনে আমি যথার্থই অনাথা কাঙ্গালিনী হইব। তুমি আমার জীবন-সর্লস্ব! তুমি আমার প্রেমাকর। অতএব আমি তোমাকে এই মিনতি করিতেছি, যে তুমি তোমার এই শিশু-সন্তান-টীকে পিতৃহীন, আর এ অভাগিনীকে ভর্তৃহীনা করিও না। রিপুদলের সহিত নগর-তোরণ-সম্মুখে যুদ্ধ কর, তাহা হইলে রণ-পরাজয়কালে পলায়ন করা অতি সহজ হইবে। ভাস্বর-কিরীটী মহাবাহু হেক্টর উত্তরিলেন, প্রাণেশ্বর! তুমি কি ভাব, যে এ সকল দুর্ভাবনায় আমারও হৃদয় বিদীর্ণ হয় না। কিন্তু কি করি, যদি আমি কোন ভীকতার লক্ষণ দেখাই, তাহা হইলে বিপক্ষদলের আর আশ্রয়সীমা থাকিবে না। এবং আমাদেরও বিলক্ষণ ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা, তাহা হইলেই এই ট্রয়সু পুরুষ ও সুবেশিনী স্ত্রীদের নিকট আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব। বিশেষতঃ যদি আমি বিপদের সময়ে উপস্থিত না থাকি, তাহা হইলে আমাদের এ বিপুল কুলের গৌরব ও মান কিম্বা রক্ষা হইবে। প্রিয়ে, আমি বিলক্ষণ জানি, যে রিপুকুল রণজয়ী হইয়া অতি অস্পদিনের মধ্যেই এ উচ্চ প্রাচীর নগর ভস্মসাৎ করিবে, এবং রাজকুলভিলক প্রিয়াম্ তাহার রণবিশারদ জনগণের সহিত কালপ্রাসে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজ-

কুলেন্দ্র প্রিয়াম্ কি রাজকুলেন্দ্রাণী হে কুবা কিম্বা আমার বীর-
বীৰ্য্য সহোদরাদিগণ এ সকলের আসন্ন বিপদে আমার মন
যত উদ্ভিগ্ন হয়, তোমার বিষয়ে, হে প্রেয়সি ! আমার সে
মন তদপেক্ষা সহস্রগুণ কাতর হইয়া উঠে । হায় প্রিয়ে !
বিধাতা কি তোমার কপালে এই লিখেছিলেন, যে অবশেষে
তুমি আরগন্ নগরীর কোন ভদ্রিণীর আদেশে, অশ্রুজলে
আর্দ্রা হইয়া নদ্র নদী হইতে জল বহিবে, এবং ব্রহ্ম জন
সমূহে ইঙ্গিত করিয়া এ উহাকে কহিবে, ওহে, ঐ যে স্ত্রী-
লোকটী দেখিতেছ, ও ট্রয়নগরস্থ বীরদলের অশ্বদমী হেক্-
টরের পত্নী ছিল । এই কথা কহিয়া বীরবর হস্ত প্রসারণ
পূর্বক শিশু সম্ভানটীকে দাসীর ক্রোড় হইতে লইতে চাহি-
লেন, কিন্তু জ্ঞানহীন শিশু কিরীটের বিদ্যুতাকৃতি উজ্জ্বলতায়
এবং তদুপরিস্থ অশ্বকেশরের লড়নে ডরাইয়া ধাত্রীর বক্ষ-
নীড়ে আশ্রয় লইল । বীরবর সহাস্র্য বদনে মস্তক হইতে
কিরীট ধুলিয়া ভূতলে রাখিলেন, এবং প্রিয়তম সম্ভানের
মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, হে জগদীশ ! এ শিশুটিকে ইহার
পিতা অপেক্ষাও বীৰ্য্যবন্তর কর । এই কথা কহিয়া দাসীর
হস্তে শিশুকে পুনরর্পণ করিয়া শিরোদেশে কিরীট পুনরায়
দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রার্থে প্রেয়সীর নিকট বিদায় লই-
লেন । সুন্দরী রাজ-অটালিকাভিমুখে চলিলেন বটে ; কিন্তু
মুহূর্হু পশ্চাৎভাগে চাহিয়া প্রিয়পতির প্রতি সতৃষ্ণে দৃষ্টি-
নিষ্কোপ করতঃ মেদিনীকে অশ্রুবারিধারায় আর্দ্র করিতে
লাগিলেন ।

এ দিকে সুন্দরবীর স্বন্দর দেদীপ্যমান অস্ত্রালঙ্কারে

অলঙ্কৃত হইয়া, যেমন বন্ধন-রক্তমুক্ত অশ্ব গস্তীর হেয়ারব
করিয়া উচ্চপুচ্ছে মন্দুরা হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ নগর
ভোরণ হইতে বাহিরিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ* ।



[হেক্টর এবং সুন্দরবীর ক্ষুদ্র রণভূমে কিরিয়। আইলে ট্রয়দলের মহানন্দ জন্মিল। পরে হেক্টর গ্রীকদলস্থ বীরদিগকে হৃদয়বুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে আয়াসনামক এক দেবাজ্ঞ বীরবর তাহার সহিত যোরতর রণ করিলেক, কিন্তু কাহারও পরাজয় হইল না, উদয়দলে অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইলে পরে সন্ধি করিয়া উভয় সৈন্য স্ব স্ব শব্দশোকবিগলিত নয়নাসারে ধৌত করিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সর্ষগ্রাসী বৈশ্বানরকে বলিস্বরূপ প্রদান করিল। গ্রীকেরা শিবির সম্মুখে এক প্রাচীর রচিত করিয়া তৎসন্নিধানে এক গভীর পরিখা খনন করিল।]

রজনীযোগে লেমনস্ দ্বীপ হইতে তত্রস্থ লোকপাল ঈশন-পুত্র উনীয়স্ প্রেরিত এক সুরাপূর্ণ পোত শিবিরসন্নিধানে সাগরতীরে আসিয়া উতরিলে, গ্রীকযোধেরা কেহবা পিতল, কেহবা উজ্জ্বল লৌহ, কেহবা পাশুচর্ম্ম, কেহবা বৃষভ, কেহবা রণবন্দী এই সকলের বিনিময়ে সুরা ক্রয় করিয়া সকলে আনন্দে পান করিতে লাগিল। ট্রয়নগরেও এইরূপ আনন্দোৎসব হইল। পরে দীর্ঘকেশী অশ্বদমী ট্রয়স্থ যোধসকল যে যাহার স্থানে বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিল। দেবকুলপতির ইচ্ছামতে আকাশ-মণ্ডল সমস্ত রাত্রি উজ্জ্বল হইয়া অশনি-স্বনে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

রজনী প্রভাতা হইলে উষাদেবী পূর্বাশা হইতে ভগ-বতী বসুমতীর বরাহ যেন কুমুমময় পরিধানে পরিহিত করিলেন। অমরাবতীতে দেবসভা হইল। দেবকুলনাথ

* এ স্থলে ৭।৮ পাত হারাইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সমস্যাভাবে গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতে সমর্থ হইলেন না।

গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে দেবদেবীসুন্দ ! তোমরা আমার দিকে ননোভিনিবেশ কর। আমার এই ইচ্ছা যে, কি দেবী কি দেব কেহই কি গ্রীক্ কি ট্রয় সৈন্যদলের এ রণক্রিয়ায় কোন সাহায্য না করেন। যিনি আমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাকে বিস্তর শাস্তি দিব, আর তাহাকে এ আলোকময় স্বর্গ হইতে তিমিরময় পাতালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব, যদি তোমাদের মধ্যে কেহ আমার রণ পরাক্রমের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে আইস, এক সুবর্ণ শৃঙ্খল ত্রিদিবে উদ্ধকন করিয়া তোমরা ত্রিদিবনিবাসী সকল এক দিক ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া দেখ, তোমাদিগের সর্বপ্রধান জ্যাস্কে স্থলযুক্ত করিতে পারক হও কি না। কিন্তু আমি মনে করিলে তোমাদিগকে সমাগরা সঙ্গীপা বসুমতীর সহিত উচ্ছে তুলিতে পারি। অতএব আমি তোমাদের মধ্যে বলজ্যেষ্ঠ। অন্যান্য দেবদেবী নিকর দেবে-খরের এই গম্ভীর বাক্য সসম্মমে শ্রবণ করিয়া নীরবে রহিলেন। সুনীলকমলাক্ষী দেবী আথেনী কহিলেন, হে দেবপিতঃ! হে পুরুষোত্তম! আমরা বিলক্ষণ জানি, যে তুমি পরাক্রমে দুর্বার। কিন্তু গ্রীক্দের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ সদা চঞ্চল! তথাপি তোমার এ আজ্ঞা অবজ্ঞা করিতে কোন মতেই সাহস করিব না। রণকার্যে হস্ত নিক্ষেপ করিব না। কিন্তু এই মিনতি করি, যে তাহাদিগকে হিতকর পরামর্শ দিতে আপনি আমাকে অনুমতি দেন। মেঘ-বাহন সহাস বদনে উত্তর করিলেন, হে প্রিয়দুহিতে! তোমার এ মনোরথ সুসিদ্ধ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।

এই কহিয়া দেবকুলপতি ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন । এবং পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশু-গতি অশ্বসমূহে পৃথিবী ও তারাময় নভস্থলের মধ্যদিয়া অতিক্রমে উৎসময়ী বনচরযোনি ইডানাংক গিরিশিরে উত্তীর্ণ হইলেন । সেস্থলে গার্গর নামে দেবপতির এক সুরম্য উপবন ছিল । সেই স্থলে দেবনাথ ব্যোমযান মায়া-মেঘে আবৃত করিয়া আপনি আসীন হইয়া রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।

বিভাবরী প্রভাত হইলে দীর্ঘকেশী গ্রীক্গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধা করিয়া ভোজনাশ্বে রণসজ্জা গ্রহণ করিলেন । ও দিকে ট্রয়নগরের রাজতোরণ উদ্বাটিত হইলে, রণব্যগ্র রথাক্রুত পদাতিকগণ হুহুকারে বহির্গত হইল । দুই সৈন্য পরস্পর নিকটবর্তী হইলে ফলকে ফলকাঘাতে কুন্তে কুন্তাঘাতে ভৈরবারব উদ্ভবিত্তে লাগিল । কতক্ষণ পরে আর্ভনাদ ও প্রগল্ভতাসূচক নিনাদে চতুর্দিক পরিপূরিত হইল । এবং ক্ষণমাত্রেই ভূতলে শোণিত-শ্রোতঃ বহিতে লাগিল । এইরূপে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মহাহব হইতে লাগিল ।

রবিদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী হইলে দেবকুলপতি সহসা ইডাগিরি চূড়া হইতে ইরশ্বদশ্রোতঃ বায়ুপথে মুহুমুহু বিস্তৃত করিতে লাগিলেন । ও বজ্রগর্জনে জগজ্জনের হুংকম্প উপস্থিত হইল । পাণ্ডুগণ শঙ্কা গ্রীক্দিগকে সহসা আক্রমণ করিল । এমন কি, রাজকুলচক্রবর্তী আগে-যেমননাদি বীরকুলচূড়ামণিরাও বীরবীর্যে জলাঞ্জলি দিয়া

শিবিরভিষুখে ধাবমান হইলেন । কেবল বৃদ্ধরথী নেস্তর
 রথের অশ্ব সুন্দরবীর স্কন্দরনিক্শিপুশরে গতিহীন হওয়াতে
 পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন না । দূরে সামর্থ্যশালী
 রথী হেক্টরের ঋত রথ সৈন্যদল হইতে সহসা বহির্গত হইয়া
 রণক্ষেত্রভিষুখে ধাইতেছে, এই দেখিয়া রণবিশারদ দ্যোমিদ
 বীরবর অদিশ্যাস্কে ভৈরবে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিলেন,
 কি সর্কনাশ ! হে বীরকেশরী, তুমিও কি একজন ভীকৃজনের
 ন্যায় পলায়নপরায়ণ হইলে । ঐ দেখ, কৃতান্তরূপে
 অরিন্দম হেক্টর এদিকে আসিতেছে, আইস, আমরা এ
 বৃদ্ধবীরকে আপনাদের বন্ধরূপ ফলকে আশ্রয় দিয়া এ বিপদ
 স্রোত হইতে রক্ষা করি ।

বীরবরের এই বাক্য ভয়ঙ্কর কোলাহলে প্রলীন হওয়াতে
 বীরপ্রবর অদিশ্যাসের কর্ণগোচর হইতে পারিল না । বীর
 প্রবীর শিবিরভিষুখে চলিতে লাগিলেন । এই দেখিয়া রণদুর্ষদ
 দ্যোমিদ বৃদ্ধবীর নেস্তরের রথাগ্রে উগ্রভাবে গিয়া দাঁড়াইলেন
 এবং কহিলেন, হে নেস্তর, তোমার বাহুযুগলে কি আর যুব-
 জনের বল আছে, যে তুমি ঐ আগন্তুক রিপুকুল, কৃতান্তকে
 দেখিয়া এখানে রহিয়াছ, তুমি শীঘ্র আমার রথে আরোহণ
 কর ।

বৃদ্ধ বীরবর আপন রথ রণদুর্ষদ দ্যোমিদের সারথি দ্বারা
 সমারথি করিয়া দ্যোমিদের রথে আরোহণ পূর্বক রশ্মিগ্রহণ
 করিয়া স্বয়ং সে বীরবরের সারথ্যক্রিয়া নিরূপিত করিতে
 লাগিলেন । রথ অতি শীঘ্র বীরকেশরী হেক্টরের রথের
 নিকট উপস্থিত হইল, এবং রণদুর্ষদ দ্যোমিদ কৃতান্তদণ্ড

স্বরূপ দণ্ডাঘাতে ঠ্রয়রাজকুলের নিত্য ভরসা স্বরূপ ভাস্বর
কিরীটী হেক্টরের সারথিকে মরণপথের পথিক করিলেন ।
অতিভয়রায় আর একজন সারথি রাজকুমারের রথারোহণ
করিলে, বীরকেশরী কুঞ্জ ও রোষান্বিত চিত্তে জলদপ্রতিম-স্বনে
ঘোরনাদ করিয়া উঠিলেন । এবং তদগুণে কুলিশনিষ্ক্রেপী
কুলিশী বজ্রাঘাতে রণকোবিদ দ্যোমিদের অশ্বদলকে ভয়াতুর
করিলেন । আশুগতি অশ্বদল সময়ে ভূতলশায়ী হইল । এবং
মহাতক্কে বৃদ্ধ সারথিবর এতাদৃশ বিহ্বলচিত্ত হইলেন, যে
অশ্বরশ্মি তাহার হস্ত হইতে চ্যুত হইল । তখন তিনি
গদগদ বচনে কহিলেন, হে দ্যোমিদ্ ! তুমি কি দেখিতে
পাইতেছ না, যে বিশ্বপিতা দেবেন্দ্র ঐ দুর্জয় ধর্মীকে অদ্য
সমরে দুর্নিবার করিতে অতীব ইচ্ছুক । অতএব ইহার সহিত
এ সময়ে রণরঙ্গ প্রবৃত্তি মতিচ্ছন্ন মাত্র । দ্যোমিদ্ কহি-
লেন, হে তাতঃ, এ সত্য কথা বটে ; কিন্তু পলায়ন সাধন দ্বারা
এ দুঃস্বপ্ন হেক্টরের আত্ম-শ্লাঘা বৃদ্ধি করা কোন মতেই আমার
মনোনীত নহে । বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, হে দ্যোমিদ্ !
তোমার এ কি কথা ! তোমার পরাক্রম পরকূলে সর্ববিদিত ;
যদ্যপি হেক্টর তোমাকে ভীক ভাবিয়া হয়জ্ঞান করে, তবে
ঠ্রয়নগরে তোমার হস্তে বীরবৃন্দের বিধবা গৃহিণীদলকে
দেখিলে তাহার সে ভ্রান্তি দূরীভূত হইবে ।

এই কহিয়া বৃদ্ধরথী শিবিরান্তিমুখে রথ পরিচালিত
করিতে লাগিলেন । হেক্টর গন্তীর নিনাদে কহিলেন, হে
দ্যোমিদ্ ! তুমি কি একজন ভীক কুলবালার ন্যায় বীরত্রেতে
ভ্রতী হইতে চাহনা ? হে বলীজ্যেষ্ঠ ! এই কি তোমার রণত্রেতের

প্রতিষ্ঠা ! বীরবরের এই কথা শুনিয়া রণদুর্মদ দ্যোমিদ্র
 রণেচ্ছক হইয়া ফিরিতে চাহিলেন ; কিন্তু ঘনঘনঘটার গজ্জনে
 এবং সৌদামিনীর অবিরত স্ফুরণে ভীত হইয়া সে আশা
 পরিত্যাগ করিলেন । বীরেশ্বর হেক্টর উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,
 হে ত্রৈয়ম্হ বীরবন্ধ ! আইস ! আমরা স্বসাহসে গ্রীকদের
 রচিত প্রাচীর আক্রমণ করি, আর যুদ্ধদিগকে দেখাই, যে
 আমাদের দুর্নিবার্য বীরবীর্য ওরূপ অবরোধে কদ্ধ হইবার
 নহে, আর আমাদের বায়ুপদ অশ্বাবলী ওরূপ পরিখা অতি
 সহজে লক্ষ্য দিয়া উল্লঙ্ঘন করিতে পারে । চল, আমরা
 ত্বরায় যাই । আমার বড় ইচ্ছা যে ঐ স্বর্ণ ফলক, যাহার
 খ্যাতি জগজ্জন বিদিতা, তাহা কাড়িয়া লই ; ও রণদুর্মদ
 দ্যোমিদ্র বিশ্বকর্মার বিনির্মিত কবচও আত্মসাৎ করি । হেক্-
 টরের এই প্রলম্ব বাক্যে ভগবতী হীরী সরোবে যেন সিংহা-
 সনোপরি কম্পমানা হইয়া উঠিলেন । মহাগিরি অলিম্পুস
 ও সে আকস্মিক চালনায় থর থর করিয়া অধীর হইয়া
 উঠিল । দেবরাণী সংক্রোধে নীরেশ পশ্বেদনকে সম্বোধন করিয়া
 কহিলেন, হে মহাকায় ভুকম্পকারী জলদলপতি ! গ্রীক
 দলের এ অবস্থা দেখিয়া তোমার কি দয়ার লেশমাত্র হয়
 না । জলরাজ বরণ উত্তর করিলেন, হে কর্কশভাষিনী
 হীরী ! তুমি ও কি কহিলে ? আমি কি দেবকুলেন্দ্রের
 সহিত বন্দ করিতে সক্ষম ?

দেব দেবীতে এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে
 ত্রৈয়দলম্হ অশ্বাবলী ও ফলকধারীদলে সেনানী স্কন্দরূপী
 অরিন্দম হেক্টর প্রাচীর রূপ অবরোধ ভেদ করিয়া গ্রীক

সৈন্যের শিবিরাবলীতে ও তন্নিকটস্থ সাগরযান সমূহে ছুঁকার
 নিনাদে অগ্নি প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন । এ দুর্ঘটনা
 দেখিয়া গ্রীকদলহিতৈষিনী বিশালনয়নী দেবীহীরী রাজ-
 চক্রবর্তী আগেমেমনের হৃদয়ে সহসা সাহসাগ্নি প্রজ্বলিত
 করিয়া দিলেন । সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় এক পোতের উচ্চ
 চূড়ায় দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে গ্রীক
 যোধদল ! এ কি লজ্জার বিষয় ! তোমাদের বীরতা কি
 কেবল তোমাদের মধ্যেই দেদীপ্যমান । তোমরা কি হেক্-
 টরকে একলা দেখিয়া, রণপরাঙমুখ হইতে চাহ । হে প্রজাপতি
 দেবকুলেন্দ্র ! আপনার চিরসেবায় কি আমার এই ফল লাভ
 হইল ! এরূপ লজ্জারূপ তিমিরে কোন দেশে কোন রাজার
 কোন কালে গৌরবরবি লান হইয়াছে । হে পিতঃ ! তুমি
 অদ্য এ সৈন্যকে এ বিষম বিপদ হইতে মুক্ত কর ! রাজ
 চক্রবর্তীর এতাদৃশ কৰুণারসান্বিত স্তুতিবাক্যে দেবকুলপতির
 হৃদয়ে কৰুণারসের সঞ্চার হইল । রাজহৃদয় শান্ত করণ-
 বাসনায় দেবরাজ পক্ষিরাজ গৰুড়কে একটা যুগশাবক ক্রম-
 দ্বারা আক্রমণ করাইয়া খমুখে উড়াইলেন । এই সুলক্ষণ লক্ষ্য
 করিয়া গ্রীকযোধসকল বীরপরাক্রমে ছুঁকার ধ্বনি করতঃ
 আক্রমিত রিপুদলের সহিত যুদ্ধিতে আরম্ভ করিলেন । উভয়-
 দলের অনেকানেক বীরপুরুষ সমরশায়ী হইল । ভাস্বরকিরীটী
 বীরেশ্বরের বাহুবলে গ্রীক সৈন্যমণ্ডলী চতুর্দিকে লণ্ডভণ্ড
 হইতে লাগিল । বীরকেশরী সৰ্বভূকের ন্যায় সৰ্বব্যাপী
 হইলেন ।

খেতভূজা দেবীহীরী প্রিয় পক্ষের এদুর্গতিতে নিতান্ত

কাতরা হইয়া দেবী আথেনীকে কহিতে লাগিলেন ; হে সখি, হে দেবকুলেন্দ্রহিতে ! আমরা কি গ্রীকদলকে এ বিপ-
জ্জ্বাল হইতে মুক্ত করিতে যথার্থই অশক্ত হইলাম । ঐ দেখ,
রিগুকুলাস্ত দুর্দাস্ত হেক্টর এক শরে অদ্য গ্রীকদলের সর্ব-
নাশ করিল । দেবী আথেনী উত্তরিলেন, এত বড় আশ্চর্যের
বিষয়, যদ্যপি আমার পিতা দেবপতি ও দুরাচার সহায়
না হইতেন, তবে ও এতক্ষণ কোথায় থাকিত ! কিন্তু আইস !
তোমার রথে তোমার বায়ুগতি অশ্ব যোজনা কর ! আমি
ক্ষণমধ্যে দেবধামে প্রবেশ করিয়া রণবেশ ধারণ করিয়া আসি ।
দেখি, রণক্ষেত্রে আমাকে দেখিয়া ভাস্বর কিরীটী প্রিয়াম্পুত্রের
হৃদয়ে কি আনন্দভাবের আবির্ভাব হয় । ভগবতী হীরী
মনোরঞ্জে ত্বরিতগতিতে আপন তুরঙ্গম-অঙ্গ রণপরিচ্ছদে
আচ্ছাদিত করিলেন ।

দেবী আথেনী আপন নিত্য অতীব মনোরম বসন পরি-
ত্যাগ করিয়া কবচাদি রণভূষণে বিভূষিত হইয়া আশ্বেয় রথে
আরোহণ করিলেন । যে ভীষণ শূলদ্বারা দেবী রোমপরবশা
হইয়া মহা মহা অক্ষৌহিনীকে রণক্ষেত্রে এক মূহূর্ত্তে ক্ষত বিক্ষত
করেন, সেই ভয়গর্ভ শূল দেবীর হস্তে শোভিতে লাগিল,
শ্বেতভূজা দেবী হীরী সারথ্য কার্যে নিযুক্তা হইলেন । অমরা-
বতীর কনক তোরণ আপনাআপনি সহজে ধুলিল । নভো-
মণ্ডলে ভীষণ স্বনে ব্যোমযান ভূতলাভিমুখে ধাইতেছে এমন
সময়ে ঈড়া নামক শৃঙ্গধরের তুঙ্গতম শৃঙ্গহইতে মহাদেব
দেবীদ্বয়কে দেখিয়া অতিরোষে গকাত্তী দেবদূতী ঈরীষাকে
কহিলেন, তুমি, হে হৈমবতী দেবদূতি ! অতিশীঘ্র ঐ দুটী

দুর্ঘটা কলহপ্রিয়া দেবীকে অমরাবতীতে ফিরিয়া যাইতে কহ !
 নচেৎ আমি এই দণ্ডে প্রাচণ্ড আঘাতে উহাদিগের রথ চূর্ণ
 করিয়া দিব ! এবং বাজীত্রজকে খঞ্জ করিয়া ফেলিব । দেবদূতী
 দেবাদেশে বাত্যাগতিতে চলিলেন । এবং দেবীদ্বয়কে
 অমরাবতীতে ফিরাইয়া দিলেন । কাতক্ষণ পরে দেবকুলেন্দ্র
 আপন সুচক্র ও সুন্দর স্যন্দনে অলিম্পুষের শিরস্থিত
 নিত্যানন্দ ভবনে পুনরাগমন করিলেন । এবং আপনার
 উগ্রচণ্ডা পত্নী দেবী হীরীকে কহিলেন । যতদিন পর্য্যন্ত রাজ
 চক্রবর্তী আগমেম্মনন্ বীরচক্রবর্তী আকিলীসের রোষাগ্নি
 নির্ঝাণ না করে, ততদিন ভাস্বর কিরীটী ছেক্টরের নাশক পরা-
 ক্রমে গ্রীক্‌দলের এই অনির্ঝচনীয়া দুর্ঘটনা ঘটবে । অমরা-
 বতীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দিননাথ
 জলনাথের নীলজলে যেন নিমগ্ন হইয়া আপন কাঞ্চন কিরণ-
 জাল স্বস্বরণ করিলেন । রজনী সমাগমে গ্রীক্‌দল আনন্দ
 সাগরে ভাসিলেন । কিন্তু ত্রয়ম্হ বীরবরেরা অসন্তুষ্টচিত্তে
 রণকার্যে পরাণ্ডমুখ হইলেন । ভীমশূলপাণি ছেক্টর উচ্চৈঃ-
 স্বরে কহিলেন ; হে বীরবৃন্দ ! ভাবিয়াছিলাম, যে অদ্য রণে
 গ্রীক্‌দলের গৌরবরবিকে চির রাহুগ্রাসে নিপতিত করিব ;
 কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিরামদায়িনী নিশাদেবী, দেখ, আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন, সুতরাং আমাদিগের এক্ষণে বিরাম
 লাভেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত । কিন্তু অদ্য এই স্থলেই আমাদের
 অবস্থিতি । কেহ কেহ নগর হইতে সুখাদ্য পিষ্টকাদি দ্রব্য
 ও সুপেয় সুরাদি পানীয় দ্রব্য আনয়ন কর, এবং নগরবাসী
 জনগণকে সাবধানে রজনী যোগে নগর রক্ষার্থে কহ, এবং

বাজীরাজীর রথবন্ধন নির্বন্ধন কর, এবং তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য সকল তাহাদিগকে প্রদান কর, দেখি, কোন গ্রীক যোধ আগামী কল্য আমাদিগের পরাক্রম হইতে নিষ্কৃতি পায় ।

বীরবরের এই বাক্যে ঐয়স্থ যোধনিকর মহানন্দে সিংহ-নাদ করিল । এবং তাহার বাক্যানুসারে কৰ্ম করিল । অগ্নি-কুণ্ড জ্বলাইয়া রণীগণ রণসাজে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণভূমিতে বসিল, যেমন অভ্রশূন্য নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলী নক্ষত্ররাজের চতুর্দিশে দেদীপ্যমান হওতঃ তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলসকল ও দূর-স্থিত বন উপবন আলোক বর্ষণে দৃশ্যমান করায়, এবং মেঘ-পালদলের আনন্দ উৎপাদন করে, সেইরূপ গ্রীক শিবির ও স্কন্দস্ নদ স্রোতের মধ্যস্থলে ঐয়দলস্থ অগ্নিকুণ্ড সমূহ শোভিতে লাগিল । এক সহস্র অগ্নিকুণ্ড জ্বলিল । প্রতিকুণ্ডের চতুর্দিশে পঞ্চাশৎ রণবিশারদ রণী বিরাজ করিতে লাগিলেন । রণযুগের সন্নিধানে অশ্বাবলী ধবল যব ভক্ষণ করিতে লাগিল, এইরূপে সকলে কনক সিংহাসনাসীনা উবার অপেক্ষায় সে রণক্ষেত্রে অপেক্ষা করিতে লাগিল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রাজকুলেন্দ্র বৃদ্ধ প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্টর এইরূপ স্ববলদলে রণক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গ্রীক-শিবিরে এক মহাতরু উপস্থিত হইল। অনেকানেক বলীগণ সভয়ে পলায়ন-তৎপর হইল। সৈন্যের এরূপ সাহসশূন্যতায় নেতামহোদয়েরা ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন দুই বিপরীত কোণ হইতে বেগবান্ বায়ু বহিতে আরম্ভ করিলে মকর ও মীনাকর সাগরে জলরাশি অশান্তভাবে স্ফুরিতে থাকে, গ্রীক-সেনাপতিদলের মনও সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এবং রাজবন্দীবৃন্দকে অতি মৃদুস্বরে নেতৃবৃন্দকে সভামণ্ডপে আহ্বান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সভা হইল, রাজচক্রবর্তী জলপূর্ণ প্রস্তবণের ন্যায় অনর্গল অশ্রুবিদু নিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, হে বান্ধবদল, হে গ্রীককুলনাশক, হে অধিপতিগণ! দেখ, নির্দয় দেবকুলপিতা অদ্য আমাকে কি বিপজ্জ্বালে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। যাত্রাকালে তিনি আমাকে যে আশা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা ফলবতী করিতে, বোধ হয়, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক। হায়! আমরা কেবল বিফলে বহুপ্রাণ হারাইবার জন্য এ কুদেশে কুলগ্নে আসিয়াছিলাম! এক্ষণে চল, আমরা দূর জন্ম-ভূমিতে ফিরিয়া যাই! এ মহানগর ত্রয়

পরাভূত করা আমাদের ভাগ্যে নাই । রাজচক্রবর্তীর এই বাক্যে গ্রীকদল স্বশোকে যেন অবাক হইয়া রহিল । কতক্ষণ পরে রণদুর্মদ দ্যোমিদ উঠিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজ-চক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয়! আমি যাহা কহিতে বাঞ্ছা করি, সে লাঞ্ছনা উক্তিভে আপনি বিরক্ত হইবেন না । দেব-কুলপিতার ভয়ে আমরা সকলেই তোমার অধীন বটি ; কিন্তু এরূপ পদপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির উপযুক্ত পরাক্রম তোমাতে নাই । তুমি এ কি কহিতেছ ? বীরযোনি হেলাসের পুত্র গোত্র কি এতাদৃশ বীর্যবিহীন, যে তাহার স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে । যদি তোমার এমত ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রস্থান কর । তোমার ঐ পথ তোমার সম্মুখে প্রতিবন্ধক বিহীন । আর কেহই এরূপ করিতে বাসনা করে না । আর কেহই ত্রাসে পরবশ হইয়া এরূপ বাসনা করে না । রণ-বিশারদ দ্যোমিদের এ কথায় সকলেই প্রশংসা করিলেন । বিজিবর নেস্তর কহিলেন, হে দ্যোমিদ ! তুমি ষথার্থ কহিয়াছ ! এ দেশ পরিত্যাগ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে । কিন্তু এস্থলে এ বিষয়ের আন্দোলন করা ও অনুচিত, অতএব হে রাজচক্রবর্তী ! তুমি প্রধান প্রধান নেতামহোদয়গণকে আপন শিবিরে আহ্বান কর, এবং তদগ্রে কতিপয় রণকোবিদ ষাণ্মূলশালী বীরদলকে পরিখার সন্নিকটে এ শিবিরের রক্ষা কার্যে প্রেরণ কর । বিজিবরের এ আজ্ঞা রাজা শিরোধার্য করিলেন । রাজশিবিরে প্রথমে লোকনাথ দলের পরি-তোষার্থে উপাদেয় ভোজন পান সামগ্রী দাসদলে আনয়ন করাইলেন । ভোজন পানে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারিত হইলে,

বৃদ্ধ মেন্তর কহিতে লাগিলেন, হে রাজচক্রবর্তী ! আমি যাহা কহিতেছি, আপনি তাহা বিশেষ মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন । আমার বিবেচনায় বীরকেশরী আকিলীসের সহিত কলহ করা আপনার অতীব অন্যায় হইয়াছে, কেন না, আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে বীরকুলহর্যাক্ষের বাহুবল স্বরূপ আবৃতি ব্যতীত এমন কোন আবরণ নাই, যে তদ্বারা আপনি ঐ ভাস্বর কিরীটী হেক্টরের নাশক অস্ত্রাঘাত হইতে এ সৈন্যের রক্ষা করিতে পারেন । বিজিবরের এই কথায় রাজচক্রবর্তী কহিলেন, হে ভগবন্ ! হে তাত ! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ । কিন্তু আমি রোষ-পরবশ হইয়া যে দুষ্কর্ম করিয়াছি, এই তাহার সমুচিত দণ্ড বটে ! এক্ষণে ভগ্নপ্রীতি শৃঙ্খল পুনরুজ্জ করিতে আমি সেই অম্পৃষ্ঠা কুমারী ত্রীবীণা সুন্দরীর সহিত তাহাকে বিবিধ মহার্ঘ্য ধন দিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি, যদিও ভগবান দেবকুলপিতা আমাদিগকে রণজয়ী করেন, তাহা হইলে আমার রাজপুরে তিনটী পরম সুন্দরী নন্দিনীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহার সহিত বিনাপণে উহার পরিণয় ক্রিয়া সমাধা করিব । আর যোঁতুক রূপে জনসমাকীর্ণ সপ্তখানি গ্রাম দিব । যে ব্যক্তি সাধনা করিলে বশবর্তী না হয়, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে, এমন কি, রুতাস্ত্র দেব দেবকুলোদ্ভব হইয়াও এই দোষে নিখিল জগন্মণ্ডলে ঘৃণা-স্পদ হইয়াছেন । বীরকেশরীকে কহিও, যে এই সকল দ্রব্য-জাত গ্রহণ করিয়া সে আমার পুনরায় আশ্রয়কারী হউক ! আমি এ সৈন্যদলের অধ্যক্ষ এবং বলসেও তাহার জ্যেষ্ঠ ।

রাজি বাক্যে বিজ্ঞবর নেত্র মহা সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে রাজকুলপতি ! এই তোমার উপযুক্ত কর্ম বটে ! অতএব এই নেত্রদলের মধ্য হইতে কতিপয় বিজ্ঞতম জনকে এ সুবার্তা বহনার্থে বীরকেশরীর শিবিরে প্রেরণ কর । আমার বিবেচনায়, দেবপ্রিয় ফেনিক্স, মহেশ্বাস আয়াস, ও অভিজ্ঞ আদিম্যাসের সহিত হুয়াম্ ও উক্বাতীস্ দূতদ্বয়কে এ কার্য সাধনার্থে প্রেরণ করিলে ভাল হয় ! কিন্তু যাত্রায়ে শান্তিজন ইহাদের উপরি সেচন কর, আর তোমরা সকলে মঙ্গলার্থে মঙ্গলদাতা জ্যুসের সকাশে প্রার্থনা কর ।

পরে পঞ্চজন ধীরে ধীরে উচ্চবীচীময় সাগরতট পথ দিয়া বীরকেশরী আকিলীসের শিবিরামুখে চলিলেন, এবং বসুধাপরিবেষ্টিত জলদলপতিকে মঙ্গলার্থে স্তুতি করিতে লাগিলেন । বীরকেশরীর শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তিনি এক সুনির্মিত মধুরধ্বনি বীণা সহকারে বীরকুলের কীর্তি সংকীর্তন করিয়া আপন চিত্তবিনোদন করিতেছেন । সখা পাত্রকুম্ নীরবে সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন । সর্বাঙ্গে দেবোপম আদিম্যাস শিবির দ্বারে উপনীত হইলেন । বীরকেশরী পঞ্চজনের সহসা সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আসন পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের হস্ত আপন হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্রবর ! আসিতে আজ্ঞা হউক ! এই কহিয়া বীরকেশরী অতিথিবর্গকে সুন্দরাসনে বসাইলেন । এবং পাত্রকুমকে কহিলেন, হে সখে ! তুমি উত্তম পাত্র দ্বারা উত্তম সুরা শীঘ্র আনয়ন কর ! কেননা, অদ্য আমার এ বাসস্থলে আমার পরমপ্রিয় মহো-

দয়গণ শুভাগমন করিয়াছেন । বীর অতিথিবর্গের আতিথ্য ক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হইলে আদিম্যুস কহিতে লাগিলেন । হে দেবপুত্র ধর্মী ! আমরা যে কি হেতু তোমার এ শিবিরে আগমন করিয়াছি, তাহার কারণ শ্রবণ কর । আমাদের জীবন মরণ অধুনা তোমারি হস্তে । কেন না, এদলের শঙ্কট-কারী হেক্টর স্ববলে আমাদের শিবির সন্নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, আমাদের পোতসকল ভক্ষ্যসাং করিয়া আমাদেরকে যমালয়ে প্রেরণ করিবে । অতএব তুমি মনোনিরুত্তরকারী রোম অস্ত্র করিয়া পুনরায় স্বকুন্তে আমাদেরকে রক্ষা কর ।

* রাজচক্রবর্তী আগেমেমন্ তোমার সহিত সন্ধি করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র । এবং তোমাকে ক্রশোদরী ত্রীষীসার সহিত বহুবিধ ধন দিতে প্রস্তুত । এবং তাহার তিন লাবণ্যবতী দুহিতার মধ্যে, যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তাহার সহিত তোমার পরিণয় দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু যদিপি, হে রিপুশূদন, এ সকল বস্তু গ্রহণে তোমার কচি না হয়, তথাচ রিপুপীড়িত গ্রীকবোধদের প্রতি তুমি দয়া কর । এবং তাহাদের প্রাণদানে তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ কর । আর এই সুযোগে নিষ্ঠুর রিপু হেক্টরকেও ঘোররূপে বিনষ্ট করিয়া অক্ষয় যশঃ লাভ কর ।

বীরকেশরী আকিলীস্ উত্তর করিলেন, হে আদিম্যুস, আমি তোমাদের নিকট আমার মনের কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব । সে কপট ব্যক্তি নরকদার তুল্য আমার নিকট ঘৃণিত ; যে তাহার মনঃভেদবাক্য রসনাকে কহিতে দেয়

না। একুণ ব্যক্তি নরাধম। রাজচক্রবর্তী আগেমেমনের সহিত আমার ভগ্নপ্রণয় শৃঙ্খল আর কোন মতেই সুশৃঙ্খল হইতে পারে না।

দেখ! যেমন বিহঙ্গী পক্ষবিহীন ও আত্মরক্ষাক্রম শিশু শাবকগুলির পালনার্থে বহুবিধ আয়াস সহ্য করিয়া বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, আপনি জীবনাশায় জলা-ঞ্জলি দিয়া তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ আমি এ সেনার হিতার্থে কি না করিয়াছি? কত শত কৃতান্ত-সদৃশ রিপুকুলান্তক রিপুর সহিত ঘোরতর সমর করিয়াছি; কিন্তু ইহাতে আমার কি ফল লাভ হইয়াছে। তোমরা সকলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাও। কল্যা আমি সাগর পথে স্বজন্ম ভূমিতে ফিরিয়া যাইব।

বীরকেশরী এই নিষ্ঠুর বাক্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া তাহাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সাধিলেন। কিন্তু তাহাদিগের যত্ন অকর্মণ্য ও বিফল হইল। বীরকেশরী আকিলীসের হৃদয়-কুণ্ডে প্রচণ্ড রোষাগ্নি পূর্ববৎ জ্বলিত রহিল। দূতমহোদয়েরা বিষম্বদনে রাজশিবিরে প্রত্যাগমন করিলে রাজচক্র-বর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রশংসাজন আদিশ্যাস! হে গ্রীক কুলের গৌরব! কি সংবাদ! তোমরা কি কৃতকার্য হইয়াছ! আদিশ্যাস উত্তর করিলেন, মহারাজ! বীরকেশরী আকিলীস এ সেনার হিতার্থে রণ করিতে নিতান্ত অনভিলা-সুক। কল্যা প্রত্যাষে তিনি সাগরপথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। এ কুসংবাদে রাজচক্রবর্তীকে নিতান্ত কাতর ও উন্মনা দেখিয়া রণদুর্মদ দ্যোমিদ কহিলেন, মহারাজ,

এ ছুরন্তু প্রগল্ভী যুঁচের নিকট আপনার দূত প্রেরণ করা অতীব আশ্চর্য্য হইয়াছে । কেননা আপনার বিনীত-ভাবে তাহার আত্মশ্লাঘা শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই ককক । হয় ত, কালে দেবতা তাহাকে রণোৎসুক করিবেন । এক্ষণে আমাদের সকলের বিশ্রাম লাভ করা আবশ্যিক । প্রত্যুষে হৈমবতী উষা সন্দর্শন দিলে তুমি আপনি পদাতিক ও বাজীরাজী ও রথগ্রামে পরিবেষ্টিত ইহয়া সমরক্ষেত্রে বীরবীর্য্যে কার্য্য সমাধা কর । দেখ, ভাগ্যদেবী কি করেন । রণবিশারদ দ্যোমিদের এতাদৃশী মন্ত্রণা নেতৃগোত্রে প্রসংশনীয় হইল । পরে সকলে গাল্লোখান করতঃ যে যাহার শিবিরে বিরাম-লাভার্থে গমন করিলেন ।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ স্বস্ব শিবিরে সচ্ছন্দে নিদ্রাদেবীর উৎসর্গ প্রদেশে বিরাম লাভ করিতে লাগিলেন । কিন্তু বিরাম-দায়িনী রাজচক্রবর্তী আগোমেননের শিবিরে যেন অভি-মানে প্রবেশ করিলেন না, সুতরাং লোকপাল মহোদয় দেবীপ্রসাদে বঞ্চিত হইলেন । যেমন, সুকেশা দেবী হীরীর প্রাণেশ দেবকুলপতি যৎকালে আসার, কি শিলা, কি তুষার বর্ষণেচ্ছুক হন, বাত্যাৱন্তে আকাশমণ্ডল এক প্রকার ভৈরব রবে পরিপূর্ণ হয়, অথবা যেমন, কোন দেশে রণরূপ রাক্ষস নরকুলের গ্রাসাভিপ্রায়ে আপন বিকট মুখ ব্যাদান করিবার অগ্রে এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সে দেশে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ রাজ-শয়নাগার মহারাজের হাহাকার-পূর্ব্বক আর্তনাদে ও দীর্ঘনিশ্বাসে পূরিয়া উঠিল ।

যত বার তিনি রণক্ষেত্রবর্তী বিপক্ষ পক্ষের প্রতি দৃষ্টি-
 নিক্ষেপ করিলেন । অগ্নিকুণ্ড মণ্ডলীর একত্র সংগৃহীত
 অংসুরাশি দর্শনে তাহার দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া
 উঠিল । অনিলানীত মুরলী ও বেণু প্রভৃতি অন্যান্য
 বিবিধ সঙ্গীত যন্ত্রের সুমধুর বিশুদ্ধ তানলয়ে মিশ্রিত
 কোলাহল ধ্বনিতে শ্রবণালয় যেন অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল ।
 যত বার তিনি স্বসৈন্যের প্রতি দৃষ্টি পরিচালনা করিলেন,
 তাহাদিগের নিরানন্দ অবস্থায় তিনি আক্ষেপ ও রোষে
 কেশ ছিঁড়িতে লাগিলেন । কতক্ষণ পরে যে শয্যাক্ষেত্র
 দুর্ভাবনা রূপ ক্লষীবল তীক্ষ্ণ কণ্টকময় করিয়াছিল, সে শয্যা
 পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ গাত্রোখান করিলেন ।

প্রথমে বক্ষদেশে সুবর্ণ কবচে আবৃত করিলেন ! পরে
 পদযুগে সুন্দর পাছুকাষয় বাঁধিলেন । এবং পৃষ্ঠদেশে
 এক প্রশস্ত পিঙ্গল বর্ণ সিংহ চর্ম্ব ধারণ করিয়া দক্ষিণ
 হস্তে স্বীয় সুদীর্ঘ শূল লইলেন । স্কন্দপ্রিয় বীরকেশরী
 মানিল্যাসও স্বশিবিরে সৈন্যের দুর্দশাজনিত ব্যাকুলতায়
 নিদ্রা পরিহরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন, এবং রণের
 বেশ বিন্যাস করিয়া স্বীয় রাজভ্রাতার শিবিরাম্বুখে যাত্রা
 করিতেছেন, এমত সময়ে পশ্চিমধ্যে রথীন্দ্রয়ের সমাগমন
 হইল । কণিষ্ঠ কহিলেন, হে বন্দনীয় ! আপনি কি নিমিত্ত
 এ সময়ে এ পরিচ্ছদে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনার
 কি এই ইচ্ছা যে রিপুদলে কোন গুপ্ত চরকে গুপ্তভাবে
 প্রেরণ করেন ! এ ঘোর তিমিরময় রজনী যোগে এ অসাধ্য-
 অতীত সিদ্ধি করিতে কাহার সাধ্য হইবে ।

রাজচক্রবর্তী উত্তর করিলেন, হে ভ্রাতঃ ! আমি সু-
মন্ত্রণার্থে বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের শিবিরে যাত্রা করি-
তেছি ! আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে দেবকুল-
পতি প্রিয়ামনন্দন অরিন্দম হেক্টরের নিতান্ত পক্ষ হইয়া-
ছেন । নতুবা কোন একেশ্বর নরযোনি বলী একরূপ অস্তুত
কর্ম করিতে পারে । মনে করিয়া দেখ, গত দিবসে
এ দুর্দান্ত অশান্ত ব্যক্তি কি না করিয়াছিল । গ্রীকসেনার
স্মৃতিপথ হইতে ইহার অদ্বিতীয় পরাক্রমের উত্তাপ কি
শীঘ্র দূরীকৃত হইবে । হে দেবপুত্র ভ্রাতঃ ! রিপুকুল-
ক্রাস আয়াস ও অন্যান্য সুহৃজ্জনকে গিয়া ডাকিয়া আন ।
আমি বিজ্ঞবর তাত নেস্তরের সন্নিকটে যাই । মহারাজ
এইরূপে প্রিয় ভ্রাতার নিকট বিদায় লইয়া বিজ্ঞবর নেস্ত-
রের শিবিরে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন, প্রাচীন রণসিংহ
কোমল শয্যাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন । একখানি ফলক
দুইটা শূল এবং ভাস্বর শিরক, এই সকল বিচিত্র পরিচ্ছদ
নিকটে শোভিতেছে । মহারাজের পদধ্বনিতে নিদ্রা ভঙ্গ
হইলে, বৃদ্ধ যোধপতি কহিলেন ; তুমি, এ ঘোর অন্ধকার রা-
ত্রিকালে নিদ্রা পরিহার করিয়া, আমার এ শয়ন মন্দিরে
সহসা উপস্থিত হইলে কেন । কারণ কহ ! নতুবা নীরবে আমার
নিকটবর্তী হইলে তোমার আর নিস্তার থাকিবে না, তুমি
কি চাহ । দেখ, যদি স্বরসংযোগে তোমাকে চিনিতে পারি ।
মহারাজ উত্তর করিলেন, হে তাত ! হে গ্রীকবংশের
অবতংস ! আমি সেই হতভাগা আগেমেমন ! যাহাকে
দেবরাজ দুস্তর বিপদার্ণবে মগ্ন করিয়াছেন । এ দুর্বস্থা

হইতে যে আমি কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাই, এই সম্পর্কে তোমার পরামর্শাভিলাষে এরূপ স্থানে আনিয়াছি । আমি দুর্ভাবনায় একবারে যেন জীবমৃত ও হতজ্ঞান । হে তাত ! দেখ, রণদুর্কার হেক্টর স্বপলে আমাদের শিবির দ্বারে থানা দিয়া রহিয়াছে । কে জানে, তাহার কোশলে অদ্য নিশাকালে আমার কি অনিষ্ট ঘটে । বিজ্ঞবর সন্দেহ বচনে কহিলেন বৎস ! আগেমেম্‌নন্ ! আমার বিবেচনায় ত্রিদশাধিপতি হেক্টরকে এতদূর আমাদের অপকার করিতে দিবেন না । কিন্তু চল, আমরা উভয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত এ বিবয়ের পরামর্শ করিগে । আমরা যে বিষয় বিপজ্জ্বালে বেষ্টিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই । এই কহিয়া বৃদ্ধবর আস্তে আস্তে রণশস্ত্র ধারণ করিয়া রাজ-চক্রবর্তীর সহিত দেবোপম জ্ঞানী আদিম্যাসের শিবিরে গমন করিলেন । আদিম্যাস্ অতিশীঘ্র বীরদ্বয়ের আস্থানে শিবিরের বহির্গত হইলেন । পরে তিন জনে একত্রে রণদুর্মদ দ্যোমিদের শিবির সন্নিকটে দেখিলেন যে, বীরকেশরী রণসজ্জায় নিদ্রা বাইতেছেন । তাহার চতু-স্পার্শে শূলীদলের চূত শূলাগ্র বিছাতের ন্যায় চক্ষুক করিতেছে ! প্রাচীন রণসিংহ পদস্পর্শনে সুপ্ত রথীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিলেন, হে দ্যোমিদ্ ! এ কাল নিশাকালে কি তোমার সদৃশ বীরপুরুষের এরূপ শয়ন উচিত । রণবিশারদ দ্যোমিদ্ চকিত হইয়া গাভ্রোথান করিয়া কহিলেন, হে বৃদ্ধ ! তোমার সদৃশ ক্রান্তি শূন্য জন কি আর আছে ! এ সৈন্যে কি কোন যুবক পুরুষ

নাই, যে সে তোমাকে বিরাম সাধনে অবকাশ দান করে । এই कहিয়া চারি জন প্রহরীদিগের দিকে চলিলেন । যেমন বন্যপশুময় বনের নিকটে মাংসাহারী পশুগণের দূরস্থিত ঘোর নিনাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া মেষপাল দলেরা স্ব স্ব মেষপালের রক্ষার্থে বিরামদায়িনী নিদ্রায় জলাঞ্জলি দিয়া অস্ত্র হস্তে জাগিয়া থাকে, বীরবরেরা দেখিলেন, যে প্রহরীদল অবিকল সেইরূপ রহিয়াছে । বৃদ্ধবর সন্তোষোক্তি ও সাহসোত্তেজক বচনে कहিলেন, হে বৎসদল ! প্রহরী কার্য সমাধা করিতে হইলে বীর বীর্য-শালী জনগণের এই রূপই উচিত । অতএব তোমরাই ধন্য ! এই कहিয়া বীরবরেরা পরিখা পার হইয়া এক শবশূন্যস্থলে বসিয়া নিভূতে নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন ।

বিজ্ঞবর নেস্তর कहিলেন, আশ্বাদের মধ্যে এমত সাহসিক ব্যক্তি কে আছে, যে সে গুপ্তচর কার্যে কৃতকার্য হইতে পারে । রণবিশারদ দ্যোমিদ্ कहিলেন, আমার সাহসপূর্ণ হৃদয় এ কঠিন কর্মে আমাকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে যদি আমি কোন একজন সঙ্গী পাই, তাহা হইলে মনোরঞ্জের আর ও বৃদ্ধি হয় । বীরবরের এই কথা শুনিয়া অনেকেই তাঁহার সঙ্গে যাইবার প্রসঙ্গ করিলেন, কিন্তু তিনি কেবল বিবিধ কৌশলী আদিমু্যসকে সহচর করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । বীরদ্বয় ছদ্মবেশ ধরিলেন । এবং অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল দেহাচ্ছাদন বস্ত্রে গোপনে সঙ্গে লইলেন । উভয়ে যাত্রা করিতেছেন, এমত সময়ে দেবী আথেনী বায়ু-

পথে একটা বক পক্ষী উড়াইলেন । সুতরাং ঘোর তিমির যোগে বীরযুগল সেই শুভ শকুন দেখিতে পাইলেন না । তখাচ পক্ষ পরিচালনার শব্দে দেবীদত্ত মূলক্ষণ তাহা-দিগের বোধগম্য হইল । মহাদেবীর বিবিধ স্তুতি করণাস্ত্রে সিংহদ্বয় সে ঘোর অন্ধকারময় রজনীযোগে শবরাশি, ভগ্ন-অস্ত্রতুপ ও কৃষ্ণবর্ণ শোণিতশ্রোতের মধ্য দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে রিপুদলাভিমুখে নীরবে চলিলেন ।

কতক্ষণ পরে দেবাকৃতি আদিম্যাস্ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সহচরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, সখে দ্যোমিদ ! বোধ হয়, যেন কোন একজন অরিপক্ষের শিবির দেশ হইতে এ দিকে আসিতেছে । আমি এক আগন্তুক জনের পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি । কিন্তু এ কি কোন গুপ্তচর, না তস্কর মৃতদেহ হইতে বস্ত্রাদি চুরি করণাভিলাষে আসিতেছে, এ নির্ণয় করা দুষ্কর । আইস ! আমরা উহাকে আমাদের শিবিরভিমুখে যাইতে দি । পরে পশ্চাত্তাগ হইতে উহার পলায়নের পথরুদ্ধ অতি সহজ হইবে । এই কহিয়া বীরদ্বয় মৃতদেহ পূঞ্জমধ্যে ভূতলশায়ী হইলেন । অভাগা আগন্তুক জন অকুতোভয়ে ও দ্রুতগমনে গ্রীক্ শিবিরভিমুখে চলিতে লাগিল । অকস্মাৎ বীরদ্বয় গাত্রোথান করিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন । যেমন তীক্ষ্ণদণ্ড শুনকদ্বয় বন-পথে আর্তিনিদা কুরঙ্গ কি শশকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, বীরদ্বয় সেইরূপ পলায়নোন্মুখ চরের অভিমুখে উল্লসাসে প্রাণপণে দৌড়িলেন । মহাতর্কে অভাগা সহসা গতিহীন হইল । এবং অকাতরে কহিল । “হে বীরদ্বয় ! তোমরা

আমার প্রাণদণ্ড করিওনা । আমাকে রণবন্দী করিয়া রাখ, আমার নাম দোলন । আমার পিতা আমাকে মুক্ত করিতে অনেক অর্থ দিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেননা, আমি তাহার একমাত্র পুত্র ।” প্রিয়বদ আদিম্যুস্ প্রিয়বচনে কহিলেন । “হে দোলন, তোমার ভয় নাই । তোমাকে বধ করিলে আমাদের কি ফল লাভ হইবে । কিন্তু তুমি আমাদের সহিত চাতুরি করিও না, করিলে প্রচুর দণ্ড পাইবে । হেক্টর কোথায় ? এবং শিবিরের কোন পার্শ্বে সৈন্যদল নিতান্ত ক্লান্ত অবস্থায় নিদ্রার-বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ?” দোলন রোদন করিতে করিতে কহিল, “হায় ! হেক্টরই আমার এই বিপদের হেতু ! সে আমাকে নানা লোভ দেখাইয়া এই পথের পথিক করিয়াছে । তাহার সহিত নেতরন্দ দেবযোনি ইল্যুসের সমাধিমন্দির-সম্মিধানে পরামর্শ করিতেছে । কোন বিচক্ষণ বীর শিবির রক্ষা কর্ণে নিযুক্ত নাই । তখাচ স্থানে স্থানে যোদ্ধা অস্ত্র ধারণ করতঃ অতি সতর্ক আছে, কিন্তু যদি তোমরা শিবিরে প্রবেশ করিতে চাহ, তবে যেদিকে ট্রাকীয়া দেশের নরপতি হ্রীম্যুস্ শয়ন করিতেছেন, সেই দিকে যাও । কেননা, নরেন্দ্র কেবল অদ্য সায়ংকালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাহার সঙ্গীবর্গ পথশ্রান্ত হইয়া নিতান্ত অসাবধানে নিদ্রা-দেবীর সেবা করিতেছে । রাজেশ্বর হ্রীম্যুসের অশ্বাবলী ত্রিভুবনে অতুল্য, তাহার রথ সুবর্ণরজতে নির্মিত, এবং তাহার হৈমবর্ম এতাদৃশ অনুপম যে তাহা কেবল দেববীর পুরুষেরই উপযুক্ত । হে রিপু-বিমুখকারী বীরদ্বয় ! দেখ,

আমি তোমাদের সম্মুখে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কহি নাই, অতএব তোমরা আমাকে, হয় ত, রণবন্দী করিয়া শিবিরে প্রেরণ কর, নচেৎ এ স্থলে গাঢ় বন্ধনে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও।” প্রাণভয়ে বিকলাত্মা দোলন এইরূপে রিপুদ্বয়ের নিকট কাকুতি মিনতি করিতেছেন, এমন সময়ে নির্দয়হৃদয় দ্যোমিদ্ সহসা তাহার গলদেশে প্রচণ্ড খড়্গাঘাত করিলেন। মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

তৎপরে বীরদ্বয় অতি সাবধানে ট্রাকীয়া দেশস্থ সৈন্যাভিমুখে চলিলেন, এবং সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেক বীরপুরুষ শমনাগারে চলিলেন। রাজেশ্বর হ্রীমু্যসও অকালে কালগ্রাসে পড়িলেন, রাজার অগুণমা অশ্বাবলী একত্রে বন্ধন করিয়া বীরদ্বয় শিবিরভিমুখে অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। ট্রয় সৈন্যে সহসা মহা কোলাহলধ্বনি হইয়া উঠিল।

এ দিকে বীরদ্বয় হ্রীমু্যস রাজেশ্বরের অসদৃশ অশ্বাবলী অপহরণ করিয়া আশুগতিতে স্বদলে রণাভিমুখে চলিলেন। যেস্থলে রাজচক্রবর্তী আগেমেমনন্ ও বৃদ্ধ নেস্তুরাদি পরিবার সন্নিহিতে নিভৃতে বসিয়াছিলেন, সে স্থলে আগস্তুক বীরদ্বয়ের পদধ্বনি শ্রুত হইলে রাজচক্রবর্তী দ্রুত ও সোৎকণ্ঠ ভাবে নেস্তুরাদি সঙ্গী জনকে কহিলেন, “বোধ হয়, কতিপয় অশ্বারোহী জন পদাতিকদলে অতিক্রম গতিতে এ দিকে আসিতেছে। অতএব সকলে সাবধান,” একজন কহিলেন, “এ বৈরী নহে, ঐ দেখ বিবিধ কোশলশালী আদিমু্যস ও রিপুগর্ভ খর্ষকারী দ্যোমিদ্ কয়েকটা রণতুরঙ্গ সঙ্গ করিয়া

আসিতেছে ।” রাজা মিত্রদ্বয়কে অমিত্রচ্ছলে দর্শন করিয়া পরমাঙ্কনাদে কহিলেন, “হে গ্রীক্কুল গৌরব রবি আদিম্যাস,” তোমাকে কোন দেব এ দুর্লভ প্রসাদ দান করিয়াছেন, তুমি কি এই অশ্বাবলী অংশুমালীর একচক্র রথ হইতে কোশল চক্রে অপহরণ করিয়াছ, এরূপ অপরূপ অশ্বাবলী কি আর এ বিশ্বখণ্ডে আছে ?

মহেষাস্ আদিম্যাস্ রাজপ্রবীর হ্রীম্যাসের নিধন ও বাজীরাজীর অপহরণ রুত্তান্তু সংক্ষেপে বর্ণন করিলে সকলে আনন্দ চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন, ক্রান্ত বীর-যুগল চলোন্মি সাগরে রক্তার্দ্ৰ দেহ অবগাহন করতঃ সুরভি তৈলে সুবাসিত করিলেন । পরে সুখাদ্য দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিয়া প্রথমে মহাদেবী আথেনীর তর্পনার্থে ভূতলে কিঞ্চিৎ সুরা সিঞ্চন করতঃ অবশিষ্ট ভাগ হৃৎহৃদয়ে পান করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

হেমাঙ্গিনী দেবী উষা বরাদ্দপতি অকণের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া মরামর কুলে আলোক বিতরণার্থে গাত্রোপ্থান করিলেন । দেবকুলেন্দ্রে বিবাদদেবী -নারী কলহকারিণী নিক্ষুপা দেবীকে রণোৎসাহ প্রদানার্থে ঐকৃশিবিরে প্রেরণ করিলেন । দেবী বিবিধ কৌশলকুশল মহেষ্वास অগ্নিসূ্যসের শিবিরদ্বারে দাঁড়াইয়া ভৈরবে হুহুকার ধ্বনি করিলেন ; এবং স্ব মায়ায় ঐক বোধবৃন্দকে রণানন্দ-প্রিয় করিলেন । আর কেহই সাগরপথে জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিতে তৎপর হইলেন না । রাজচক্রবর্তী উচ্চৈঃস্বরে বীরনিকরকে সমরসজ্জা ধারণ করিতে অনুমতি দিলেন । এবং আপনি বিবিধ বিচিত্র রণপরিচ্ছেদে স্বীয় মহাকায় সমাচ্ছাদন করিলেন । হেমবর্ষের বিভা নভো-মণ্ডল পর্য্যন্ত ভাতিতে লাগিল । ঐককুলহিতৈষিণী দেবকুলরাণী হীরী ও বিজুকুলারাধ্যা দেবী আথেনী রাজ-সেনানীর উৎসাহার্থে আকাশে কুলিশনাদ করিলেন । বীররাজী রাজচক্রবর্তীর সহিত পদব্রজে শিবির হইতে রণক্ষেত্রান্তিমুখে বহির্গত হইলেন । সারথিবৃন্দ বাজীরাজীর সহিত স্মন্দনবৃন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে আনিতে লাগিল । চতুর্দিক বিভীষণ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল ।

ওদিকে এক প্রত্যন্ত পার্বতের শিরোদেশে ত্রয় নগরীয়-সেনা রণকার্যার্থে স্মসজ্জ হইল । ঐনৈশাদি বীরবরেরা

অমরাকৃতিতে বীরকেশরী হেক্টরের চতুর্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন কোন কুলক্ষণ নক্ষত্র ঘনচ্ছন্ন আকাশে উদয় হইয়া ক্ষণমাত্র স্বীয় অশুভ বিভায় অমঙ্গল ঘটনার বিভীষিকায় দর্শকজনের অশুঃকরণে ভয় সঞ্চার করতঃ পুনরায় মেঘাবৃত হয়, বীরকেশরী ত্রয় নগরীয় সৈন্য মধ্যে গ্রীকসৈন্যের দর্শনপথে সেইরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বর্ষ হইতে যেন এক প্রকার কালাগ্নির তেজ বাহির হইতে লাগিল।

যেমন কোন ধনী জনের শস্য ক্ষেত্রে কৃষীবলের অস্রাঘাতে শস্যশীঘ্র চতুর্দিকে গতিত থাকে, সেইরূপ দুই পক্ষ হইতে বীরবৃন্দ ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। নিষ্কপা কলহকারিণী বিবাদদেবী হৃদয়ানন্দে উচ্চ চীৎকার প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্যান্য দেব দেবীরা স্বীয় স্বীয় সুন্দর মন্দির হইতে রণক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

যে সময়ে আর্টবিক জন অর্টবী প্রদেশে নানা বৃক্ষ কাটিতে কাটিতে ক্ষুধার্ত হইয়া ক্ষণকাল নিজ নিত্য ক্রিয়ায় পরাণ্ডমুখ হয়, ও আহাৰাদি ক্রিয়াতে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে, সেই কাল উপস্থিত হইল। দিনকর আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মহোদয় হর্ষ্যক্ষ পরাক্রমে রিপুবাহে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক রণীজন অকালে শমনালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। যেমন রক্তদম্ব শোণিতাক্ত ক্রমশালী পরাক্রমী মৃগরাজকে, শাবক বৃন্দ নাশ করিতে দেখিলেও

কুরঙ্গ তাহাকে কোন বাধা দেয় না, বরঞ্চ কল্পিত হৃদয়ে উর্দ্ধ্বাসে গহন কানন পথ দিয়া পলায়ন করে। সেইরূপ উয়-দলস্থ কোন নেতার এতাদৃশ সাহস হইল না যে, তিনি রাজচক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইয়া তাহাকে নিবারণ করেন। যেমন ঘোরদাবানল প্রবল বায়ুবলে দুর্বার হইলে চতুর্দিকে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখাবলী তাহার শিখাত্রাসে ভস্মমাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ রাজচক্রবর্তীর অস্ত্রাঘাতে রিপুদল পড়িতে লাগিল। পদাতিক পদাতিকে ঘোর রণ হইল। সাদী-দলের সিংহনিদাদ অশ্বাবলীর হেঘা রবে মিশ্রিত হইয়া কোলাহলে রণক্ষেত্র পূর্ণ করিল। উভয় দলে অগণ্য রণীগণ আর্তিনাদে প্রাণত্যাগ করিল। এ সময়ে কুলিশ-নিষ্কোপী দেবেন্দ্র অরিন্দম হেক্টরকে এস্থল হইতে দূরে রাখিলেন। সুতরাং তাহার বিহনে উয় নগরস্থ সেনা রণক্ষেত্রে ভস্মাৎ-সাহ হইল, এবং রাজচক্রবর্তীর অনিবার্য বীরবীর্য সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া নগরাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন ক্ষুধাতুর কেশরী ভীষণ মিনাদে কোন যেম কিম্বা বৃষপাল আক্রমণ করিলে পশুকুল উর্দ্ধ্বাসে পলায়ন করে, এবং পশ্চাতে পড়িলে যে সে দুর্দান্ত রিপুর্গে আসে পড়িবে এই আশঙ্কায় সকলেই পুরঃসর হইবার প্রয়াসে যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হয়, এবং সকলেরই এই দৃঢ় অধ্যবসায়ের যুথ মধ্যে এক মহা বিষম গোলোযোগ উপস্থিত হয়, এবং এ উহার পদচাপনে ও শূঙ্গাঘাতে গতিহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ উয়স্থ সৈন্যদল রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন তৎপর হইল। যাহারা যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে সর্ব

পশ্চাতে পড়িল, কেশরীর ন্যায় রাজচক্রবর্তী প্রচণ্ডা-
 ষাতে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিতে লাগিলেন । অনেক-
 কামেক রথী-শূণ্য রথ ঘোর ঘর্ষরে নগরাভিযুখে ধাইল ।
 কিন্তু সে সকল রথের অলঙ্কার স্বরূপ বীরবরেরা ধরাতলে
 পড়িয়া গৃহানন্দ, প্রেমানন্দ, স্নেহানন্দ এ সকলে জীবনা-
 নন্দের সহিত জলাঞ্জলি দিলেন । এইরূপে রাজচক্রবর্তী
 প্রায় নগর তোরণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন । ইহা দেখিয়া
 দেবকুলপিতা অমরাবতী হইতে উৎসফেনি ঈডাশিরঃ
 প্রদেশে উপনীত হইলেন, এবং হৈমবতী দেবদূতী ঈরীষাকে
 কহিলেন, “ হে হেমাঙ্গিনি ! তুমি ক্রতগতিতে বীরকেশরী
 হেক্টরকে গিয়া কহ, যে যতক্ষণ গ্রীকসৈন্যাধ্যক্ষ রাজচক্র-
 বর্তী আগেমেমনন্ শূল বা শর নিক্ষেপণে ক্ষতান্ধ হইয়া
 রণে ভঙ্গ না দেন, ততক্ষণ প্রিয়ামপুত্র যেন স্বয়ং রণে
 প্রবৃত্ত না হন, বরঞ্চ অন্যান্য বীরপুঞ্জকে রণ ক্রিয়া সাধনার্থে
 উৎসাহ প্রদান করেন ।” যেমন বায়ু-তরঙ্গ বায়ুপথে চলে,
 দেবদূতী সেই গতিতে যেন শূন্যদেশ ভেদ করিয়া বীরকে-
 শরীর কর্ণকুহরে দেবাদেশ প্রকাশ করিল । বীরকেশরী রথ
 হইতে ভূতলে লক্ষ দিয়া ভয়বিহ্বল যোধদলকে আশ্বাস
 প্রদান করিলেন । বীরসিংহের সিংহনির্নাদে ও তাঁহার
 বীরাকৃতি সন্দর্শনে সে রণক্ষেত্রে ভীকতাও যেন একবারে
 আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া বীরকার্যোপযোগী হইয়া
 উঠিল । রাজচক্রবর্তীও অসামান্য পরাক্রমে রিপুদলকে
 -দলিতে লাগিলেন ।

ঈপীদুষ্ণ নামক অশ্বেনরের এক পুত্র বীরদর্পে রাজ-

চক্রবর্তীর সম্মুখবর্তী হইল । কিন্তু রাজচক্রবর্তীর ভীষণ শূলাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া আপন নবপরিণীতা বনিতার অপরূপ রূপলাবণ্যাदि দর্শন আশায় চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিলেন । কনিষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ দুর্বস্থা অবলোকনে কয়ন নামে বীরপুরুষ মহা কষ্ট ভাবে তীক্ষ্ণতম কুস্ত্র দ্বারা লোকান্তে রাজা আগমেম্বননের বাহু ভেদ করিলেন । তত্রাচ রাজচক্রবর্তী রণ রঙ্গে বিরত না হইয়া ভীমপ্রহারী কয়নকে ভীমপ্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে যেমন গর্ত্তুবতী রমণী সহসা প্রসব বেদনায় কাতরা হয়, এবং সে অসহ্য পীড়ায় তাহার কোমলাঙ্গ শিথিল ও অবশ হয়, রাজসার্বভৌমও সেইরূপ বিকল হওতঃ ক্রতে রথারোহণ করিয়া সারথিকে শিবিরান্তিমুখে রথ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন । কশাঘাতে অশ্বাবলী এরূপ ক্রত ধাবনে ঘর্ষ জন্মিত ফেনায় আবৃত হইল । এইরূপে ঘোরতর রণ করিয়া অধিকারী মহোদয় যুদ্ধ কর্ষে ভঙ্গ দিলেন । তদর্শনে প্রিয়াম পুত্র কুলচূড়ামণি হেক্টরের স্মরণ পথে দেবাদেশ আকৃত হইল । যেমন কোন ব্যাধি শুভ্রদন্ত শূনকবৃন্দকে কোন বরাহ কিম্বা সিংহকে আক্রমণ করিতে সাহস প্রদান করে, সেইরূপ রিপুসুদন স্কন্দোপম অরিন্দম হেক্টর স্ববলকে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন । এবং যেমন প্রচণ্ড ব্যাত্যা আকাশ মণ্ডল হইতে কোন কোন সময়ে নীলোর্ধ্বায় সাগর আক্রমণ করে, আপনিও সেইরূপে রিপুদলে প্রবেশ করিলেন । ঘোরতর রণ হইল । অনেক কানেক বীরবর ভূতলে শয়ন করিলেন । কি নেতা কি নীত

ব্যক্তি কেহই তাহার শর সংঘাতে অব্যাহতি পাইল না। যেমন প্রবল বায়ুবেলে জলদল আন্দোলিত হইলে তরঙ্গ সমূহ হইতে আকাশ পথে অগণ্য ফেণকণা উড়িয়া পড়িতে থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড বীরবরের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে মস্তকমণ্ডল চতুর্দিকে পতিত হইতে লাগিল। এরূপ ভয়াবহ ঘটনা দর্শনে কোশলশালী আদিম্যস্ রণ-দুর্ষদ দ্যোমিদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সখে, আমরা কি সহসা বীরবীর্য্য রহিত হইলাম?” এই কহিয়া উভয়ে ট্রয়স্ সৈন্যদল আক্রমণ করিলেন। যেমন ভীষণদম্ব বরাহদ্বয় আক্রমী শ্বচক্রে আক্রমিয়া লণ্ড ভণ্ড করে, বীরদ্বয় রিপুচয়কে সেইরূপ করিলেন। রিপুমর্দন হেক্টর রিপুদ্বয়কে দূর হইতে দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে ছুঁকায়ে ধাবমান হইলেন, সে কাল ছুঁকার শ্রবণে রণবিশারদ ছোমিদ শশঙ্ক চিত্তে সুচতুর আদি-ম্যস্কে কহিলেন, “সখে, এ দেখ, ভয়ঙ্কর হেক্টর যেন নিধন তরঙ্গরূপে এ দিকে বাহিতেছে, আইস, দেখি, আমা-দের ভাগ্যে কি আছে;” এই কহিয়া রণদুর্ষদ ছোমিদ আপন শূল আগন্তুক বীরহর্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। রিপুঘাতী অস্ত্র দেবদত্ত কিরীটে লাগিল।

এক পার্শ্ব হইতে বীর সুন্দর সুন্দর এক নিশিত শর শরা-সনে যোজনা করিয়া রণ-দুর্ষদ ছোমিদের পদবিন্ধন করিয়া আনন্দরবে কহিলেন “হে পরশুপ ছোমিদ! আমার শর চাপ হইতে বৃথা নিক্ষিপ্ত হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তোমার উদরদেশ ভিন্ন করিয়া তোমাকে

চিররগরিত করিতে পারে নাই।” অকুতোভয় ছোমিদ্ উত্তর করিলেন, “রে ধনী, রে গ্লানিকারক, রে অলকা-লঙ্কৃত অকনাকুলপ্রিয় দুর্ঘতি ! তোার অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইতে পারে ? তোার অস্ত্র নিক্ষেপণ অবলা রমণী ও শিশুর ন্যায় । তোার যদি রণস্পৃহা থাকে, তবে সম্মুখ রণে বিমুখ হইন্ কেন ?” বিখ্যাত শূলী সখা আদিম্যাস্ পরম যত্নে তীর ক্ষতস্থল হইতে টানিয়া বাহির করিলে ছোমিদ্ বিষম যাতনায় অস্থির হইয়া রণস্থল হইতে শিবিরান্তিমুখে রথারোহণে চলিলেন । শূলকুশল আদিম্যাস্ একাকী রণক্ষেত্রে রহিলেন, প্রাণ অপেক্ষা মান প্রিয়তর বিবেচনায় প্রাণপণে যুদ্ধিতে লাগিলেন । যেমন গুল্মাবৃত বরাহকে আক্রমণার্থে কিরাতবৃন্দ শুনকবৃন্দ সংকারে গুল্মের চতুর্পার্শ্বে একত্রীভূত হইয়া অবস্থিতি করে, আর যখন সে রক্তদম্বু রুতাস্তদূত বাহির হয়, তখন সকলে সম্মুখে কেবল দূর হইতে অস্ত্রনিক্ষেপ করিতে থাকে, ঐয়স্ যোধেরা গ্রীকযোধবরকে সেইরূপে আক্রমণ করিল ।

সুকস নামক এক মহা বীরপুরুষ সরোষে আদিম্যাসের দৃঢ় ফলকে শূল নিক্ষেপ করিলেন । অস্ত্র দুর্ভেদ্য ফলক ভেদ করিয়া কবচ ছিন্ন ভিন্ন করতঃ চর্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিল । কিন্তু সুনীলকমলাঙ্গী দেবী আধেনী এ প্রাণসংশয় অস্ত্র বীরেশ্বরের শরীরান্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না । যশস্বী আদিম্যাস্ বিষমাঘাতে ব্যথিত হইয়াও প্রহারকের প্রাণ সংহার করিলেন । পরে স্বহস্তে শূল টানিয়া বাহির করিলেন । লোহরঞ্জনে বীরদেহ যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল । বীরবরের এই অবস্থা দেখিয়া ঐয়স্

যোধদল তাঁহার প্রীতি ধাবমান হইলে তিনি ~~অপসৃত~~ ~~না~~ ~~করতঃ~~ ~~অপসৃত~~ ~~হইতে~~ ~~লাগিলেন~~ ।

স্কন্ধপ্রিয় মানিন্যাস রিপুকুলত্রাস আয়াসকে ~~শরিতেন~~ ~~নাম~~ ~~করতঃ~~ ~~অপসৃত~~ ~~হইতে~~ ~~লাগিলেন~~ ।
“সখে, বোধ হইতেছে, যেন মহেশ্বাস্ আদিশ্যুস্ ~~নাম~~ ~~করতঃ~~ ~~অপসৃত~~ ~~হইতে~~ ~~লাগিলেন~~ ।
আর্তনাদ করিতেছে, কে জানে, কোশলীশ্রেষ্ঠ ~~কি~~ ~~বিদ্ব~~ ~~জ্বা~~ ~~লে~~ ~~পরিবেষ্টিত~~ ~~হইয়া~~ ~~পড়িয়াছেন~~ ।” এই কহিয়া ~~শরিতেন~~ ~~নাম~~ ~~করতঃ~~ ~~অপসৃত~~ ~~হইতে~~ ~~লাগিলেন~~ ।
দ্রুত গতিতে স্বর লক্ষ্য করিয়া সমর ক্ষেত্রের দিকে ধাবমান হইলেন । কতক দূর গিয়া দেখিলেন, যে যেমন কোন এক শাখা প্রশাখাময় বিষণ-বিশিষ্ট যুগ কিরাতের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া রণপথ রক্তাক্ত করতঃ পলায়ন করে, মহেশ্বাস্ আদিশ্যুস্ সেইরূপ রক্তার্দ্ৰ কলেবরে ধাবমান হইতেছেন, এবং যেমন সেই যুগের পশ্চাতে পিঙ্গল শৃগাল-জাল তৎমাংসাভিলাষে দলবদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করে, ত্রয় নগরস্থ যোধদল মহাযশাঃ আদিশ্যুসের বিনা-শার্থে সেইরূপ হুঙ্কার ধ্বনি করতঃ দলে দলে তাঁহার পশ্চাতে চলিতেছে, কিন্তু এতাদৃশ অবস্থায় দীর্ঘকেশর কেশরী সহসা নয়নাকাশে উদিত হইলে যেমন সে শৃগাল-দল ভয়ে জড়ীভূত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ বলস্তু-স্বরূপ রিপুত্রাস আয়াসকে দেখিয়া রিপুদলের সেই দশাই ঘটিল । এবং তাহারা প্রাণভয়ে দলভ্রষ্ট হইয়া, যে যে দিকে সুযোগ পাইল সে সেই দিকে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্তু যেমন বারিদ-প্রসাদে মহাকায় নদশ্রোতঃ পর্কত হইতে গস্তীর নিনাদে বহির্গত হইয়া কি বৃক্ষ, কি গুল্ম, কি পাষাণ খণ্ড, যাহা অগ্রে পড়ে,

~~আয়াস~~ ~~অনিচ্ছায়~~ বলে বহিষা লইয়া যায়, সেইরূপ দুর্ভেদ
 যশস্বী ~~আয়াস~~ অশ্ব, পদাতিক, রথ, প্রচণ্ডঘাতে লও
 ৩৩ ~~অশ্ব~~ ~~আগিলেন~~ । অনেক সেনা ভূতলশায়ী হইল,
~~অশ্ব~~ ~~আগিলেন~~ হেঙ্কের এ দুর্ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন
 না। ~~আয়াস~~ তিনি সৈন্যের বামভাগে ক্ষমদ্র নদ তটে রণ-
~~অশ্ব~~ ~~আগিলেন~~ ব্যাপ্ত ছিলেন । যে সকল মহামহা বীর সে
 পূর্বে ~~আয়াস~~ যুদ্ধে যুদ্ধে যুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিমুখ
 হইলেন, পবে ভাস্বর কিরীটী রথী আয়াসের পরাক্রম
 প্রকাশে বীর রোধে তদভিমুখে রথ পরিচালিত করিলেন ।
 শত শত মৃত দেহ ও অস্ত্র রাশি রথচক্রে চূর্ণ হইয়া রথ ও
 রথবাহন বাজীরাজীকে রক্তপ্লাবিত করিল । অবিদ্যমের
 সমাগমে রিপুসুদ আয়াসের বীর-হৃদয়ে সহসা যেন ভয় সঞ্চার
 হইল, এবং তিনি আপন দুর্ভেদ ফলক ফেলিয়া আরক্ত-
 নয়নে শত্রুদলের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ করতঃ শিবিরভিমুখে
 চলিলেন । যখন কোন ক্ষুধাতুর সিংহ বৃষপরিপূর্ণ গোষ্ঠ
 আক্রমণার্থে দেখা দেয়, তখন সে গোষ্ঠ-পরিবেষ্টনকারী
 রক্ষকদল তীক্ষ্ণদস্ত্র শুনকব্যূহ সহকারে তাহাকে নিবারণ করি-
 বার জন্য শলাকাবৃষ্টি ও মুছমুছ বহদাকার অলাতাবনী
 প্রোজ্জ্বলিত করিলে, যেমন সে পশুরাজ কৃতকার্য না হইয়া
 বিকট কটাক্ষে নিবারকদলকে অবহেলা করিয়া নিশাবসানে
 স্বগহ্বরে ফিরিয়া যায়, বীরেশ্বর আয়াস সেইরূপ অনিচ্ছায় ও
 প্রাণভয়ে রণরক্ষে ভঙ্গ দিলেন । রিপুত্রাস আয়াসকে এতদবস্থ
 দেখিয়া রিপুকুল ত্রাসে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার অনুসরণ
 করিতে আরম্ভ করিলে উরিপ্লস নামক যশস্বী রথী তাহা-

দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন । কিন্তু দেবদেবী-
 স্কন্ধর তীক্ষ্ণতম শরে তাহার দেহ ক্ষত করায়
 রণে বিমুখ হইলেন । এইরূপে প্রধান প্রধান দেবদেব
 নিরানন্দ হওয়াতে রথ, পদাতিক, বাজীরাজী
 কোলাহলে রণভূমি পরিত্যাগপূর্বক শিবিরান্তিমুখে
 চলিল । সৈন্যদলের রণভঙ্গারব বীরকেশরী
 শিবিরান্তরে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল । বীরবর সচকিতে
 বিশেষ প্রিয়পাত্র পাত্রকুমকে আহ্বান করিয়া উভয়ে একত্র
 বহির্গত হইয়া গ্রীক্‌দলের দুরবস্থা সন্দর্শনে সহাস্রবদনে
 কহিলেন, “ হে প্রিয়তম ! গ্রীকেরা যে দিন আমার পদতলে
 অবনত হইবে সে দিন আর অধিক দূরধর্তী নহে । ঐ দেখ,
 দুর্দান্ত হেক্টরের কুশাস্থফালনে কি ফল হইয়াছে । আমা ব্যতীত
 দেবনরযোনি কোন্ যোধ প্রিয়ামপুত্রকে রণে নিবারণ করিতে
 পারে । আমারও এ হৃদয় তাহার বীর্য্য সমরে ভুরি ভুরি
 কাঁপিয়া উঠে । সে যাহা হউক, তুমি এক্ষণে পিতা নেস্তরের
 নিকট হইতে রণবর্তা লইয়া আইস ! ” পাত্রকুম্ অমনি
 দেবোপম সখার আজ্ঞা পালনে প্রবৃত্ত হইলেন ।

রুদ্ধরাজ নেস্তর পাত্রকুমকে স্নেহগর্ভ বচনে জিজ্ঞাসা
 করিলেন, “ বৎস ! তোমার ও দেবসদৃশ সখার মঙ্গল
 তো ? দেখ তোমার সে প্রিয় বন্ধুর বিহনে আমাদিগের
 কি দুর্ঘটনা না ঘটতেছে ? তুমি যদি পার, তবে তাহার
 রোষাগ্নি নির্বাণ করিয়া তাহাকে আমাদিগের সহকারার্থ
 আন, নচেৎ স্বয়ং তাহার বীর পরিচ্ছেদে স্বদেহ আচ্ছাদন
 করিয়া রণক্ষেত্রে দেখা দেও । দেখি, যদি এ ছলনায়

হইয়া আমাদিগকে ক্ষণকাল ক্রান্তি
বিবসর দেয়," বৃদ্ধ মন্ত্রির এই কুমন্ত্রণায়
সখার শিবিরভিষুখে ব্যগ্রপদে যাই-
মময়ে ক্ষত কলেবর উরিপ্লুসকে কতিপয়
বহন করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল ।
রাজ বীর উরিপ্লুসকে এ হৃদয়রুশুনী
তাহার শুশ্রূষা ক্রিয়ায় সযত্নে রত
হইলেন । হুতরাং তদুত্তে সখার শিবিরে যাইতে পারি-
লেন না ।

রণক্ষেত্রে বিপক্ষদলে ঘোরতর রণ হইতে লাগিল ।
কিন্তু ত্রয়দল রিপুকুলবিনাশকারী হেক্টরের সহকারে
নির্ঝাধে পরিখা পার হইতে লাগিল । যেমন ব্যাধদল
শুনকদলে কোন তীক্ষ্ণদন্ত নির্ভীক বন-শূকর অথবা যুগ-
রাজকে আক্রমণ করিলে বিক্রমশালী পশু ক্ষণ-নিষ্কিপ্ত
শলাকামালা অবহেলা করিয়া প্রহারক-দলকে সংহারার্থে
ভীষণ গর্জন করতঃ তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হয়,
বীরসিংহ হেক্টর সেইরূপ করিতে লাগিলেন, এবং যেমন
যে দলের অভিযুখে সে পশু রোষতাপে তাপিত-চিত্ত
হইয়া ধায়, সে দল তদুত্তে প্রাণভয়ে পলায়নোন্মুখ হয়,
সেইরূপে নিধনতরঙ্গরূপ হেক্টরের দুর্বার বাহুবলরূপ
শ্রোতে গ্রীকসেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলাইতে
লাগিল । ত্রয়নগরস্থ পদাতিক দল বীরকেশরীর সহিত
সাহসে পরিখা পার হইল । কিন্তু রথারোহী ও অশ্বারোহী
বীরদলের পক্ষে সে পরিখাতরণে নানাবিধ বাধা দেখিয়া

রিপুদমী পলিছ্যন্ন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “(২) ~~বীরবন্দ~~
আমার বিবেচনায় রথ ও অশ্বারোহণে এ ~~পরিমাণ~~
ক্রিয়া অতীব অবিবেচনীয় ; কেননা, ইহাব পথে ~~প্র~~
শস্ত্রতা নিবন্ধন প্রত্যাবর্তনকালে রথ ও ~~অশ্ব~~ ~~মমাং~~
বর্তমানতায় এ অপ্রশস্ত পথ বন্ধ হইলে ~~আমাদের~~ ~~বিষম~~
বিপদের সম্ভাবনা ।” বীরবরের এই ~~দ্বি~~ ~~পদ~~ ~~দেশ~~ ~~বাক্য~~
সকলেরই মনোনীত হইল । এবং চতুরঙ্গ দলে ~~সকলেই~~
রথ ও তুরঙ্গম হইতে ভূতলে লক্ষ্য দিয়া পদব্রজে ধাবমান
হইলেন । প্রতি সৈন্যদলের পুরোভাগে সুন্দরবীর স্কন্দর
মহেশ্বাস এনেশ, রিপুমর্দন সর্পীদন, রিপুবংশধরংস গ্লোকস
প্রভৃতি নেতৃবর্গ ছুছকার নিনাদে পরিখা পার হইলেন ।
এবং এক এক দ্বার দিয়া শিবিরামুখে চলিলেন । যেমন
হেমস্তান্ত্রে বারিদপটলী তুষার কণা বৃষ্টি করে, সেইরূপ
উভয়দল হইতে চতুর্দিকে অস্ত্রজাল পড়িতে লাগিল । এবং
বীরকুলের শিরস্ত্রাণ নিস্ত্রিংশপুঞ্জ বাজিয়া বান্ বান্ স্বনে
শিবিরদেশ পরিপূর্ণ করিল । দেবদেবী গ্রীক্‌দলের এ দুর্বস্থা
সন্দর্শনে হৈম হর্ম্যময়ী অমরাবতীতে পরম নিরানন্দ
হইলেন । কিন্তু দেবকুলকান্তের ত্রাসে কেহই কিছু করিতে
পারিলেন না । যে স্থলে রিপুকুলান্তক হেক্টর প্রিয়ভ্রাতা
রিপুদমন পলিছ্যন্নের সহকারে মহাহবে প্রবৃত্ত ছিলেন, সে
স্থলে তাহারা উভয়ে আকাশমার্গে এক অদ্ভুত শকুন দেখিতে
পাইলেন । সহসা এক বিক্রমশালী পক্ষিরাজ রক্তাক্ত
ক্রমে এক প্রকাণ্ডকলেবর বিষধর ধারণ করিয়া উড়িতেছে ।
তীব্র বেদনায় ভূজঙ্গের অঙ্গ আকুচিত হইতেছে,

বৈরীনির্ঘাতনার্থে তাহার গ্রীবাদেশে দংশন
এ অসহনীয় দংশন পীড়ায় কাকো-
দিলে সে ভূতলে সৈন্য মধ্যে পড়িল ।
শূন্য ক্রমে সন্নীড়ে উড়িয়া চলিল । পলিছ্য
প্রাণকে কহিলেন, “ হে হেক্টর ! এ কি কুলক্ষণ দেখি-
লাম, এ প্রপঞ্চ ব্যর্থ নহে । আমি বিবেচনা করি, যে
বিপক্ষ-দলকে রণক্ষেত্রে বিনষ্ট করা আমাদের ভাগ্যে
নাই । এই ক্ষত ভূজঙ্গের ন্যায় বিপক্ষচতুরঙ্গ দল
আমাদের সৈন্যের ক্রমপরাক্রমে আক্রান্ত হইয়াও
তাহার গলদেশে দংশন করিবে, সন্দেহ নাই । অতএব
হে ভ্রাতঃ ! আইস আমরা ঐ সকল সাগর যান ভক্ষমাৎ
করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরিখার অপর পারে
যাই । ” ভাস্বর কিরীটী হেক্টর ভ্রাতার এইরূপ বাক্যে বিরক্ত
হইয়া কহিলেন, “ হে পলিছ্য ! তুমি এ কি কহিতেছ ?
স্বজন্মভূমির রক্ষাকার্য্য এত দূর পর্য্যন্ত শুভ, ও কর্তব্য
কার্য্য, যে তাহা হইতে কোন কুলক্ষণ দর্শনে পরাওমুখ
হওয়া উচিত নয় । ” বীরদ্বয় এইরূপ কথোপকথন করি-
তেছেন, এমত সময়ে দেবকুলপতির ঔরসজাত মরদেবা-
কৃতি রথী সর্পিদন্ স্ববলে সিংহনির্ঘাতনে রণক্ষেত্রে প্রবেশ
করিলেন । যেমন যুগেত্র কোন পর্ব্বতকন্দরে বহুদিন
অনশনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া আহার অনুষণে বাহির হইয়া
বক্রশৃঙ্গ বৃষপালকে দূর হইতে দেখিতে পাইলে পাল-
দলের ভৈরব রব ও শলাকারূপে অবহেলা করিয়া বৃষ-
সমূহকে আক্রমণ করে এবং প্রাণান্তেও আহার লাভ

হেক্টর বধ ।

লোভে বিরত হয় না । সেইরূপে রিপুসমূহের সর্বাঙ্গ
রিপুকুলকে আক্রমণ করিলেন, বীরদলের পদে পদে
রাশি আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল ।

• দেবকুলপতি উৎসযোনি ঈডা পরিত্যক্ত হইতে
গ্রীক্দের প্রতিকূলে এক প্রবল ব্যাত্যা বহাইলেন ।
অনেকানেক বীরবর অকালে সমরশায়ী হইলেন । মহা-
যশাঃ হেক্টর কালরাত্রিরূপে শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত
হইলেন । এবং তাহার বর্ষ হইতে কালাগ্নিতেজ বাহির
হইতে লাগিল । গ্রীক্দের সন্নিহিত পোতাভিমুখে ধাবমান
হইল । * * * * *

ষষ্ঠপরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

